মীযানুল মানতিক

مِيزَانُ المَنطِق

আরবী-বাংলা

ইসলামিয়া কুতুবখানা ■ ঢাকা

www.AyuSuf.com

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নতুন সিলেবাস
অনুযায়ী দাখিল ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত

ميزان المنطق

মীযানুল মানতিক

আরবী–বাংলা

(দাখিল ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর জন্য)

মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল ইউসুফ

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

কামিলে হাদীস (ফার্স্ট ক্লাস বোর্ড স্ট্যাণ্ড)

মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা এম. এম.

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.Aysuf.com

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা এম. এম.

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য [MRP]

মূল্য : ৭৫.০০ টাকা মাত্র

[বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত]

বর্ণ বিন্যাস

আল মাহমুদ কম্পিউটার হোম
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে

ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
২৮/এ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	ইলমে মানতিকের সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য	৫
২।	ইলমে মানতিকের প্রয়োজনীয়তা	৫
৩।	ইলমে মানতিকের ইতিকথা	৬
৪।	প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ تصور ও تصديق-এর বর্ণনায়	৭
৫।	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ دلالت-এর প্রকারভেদ প্রসঙ্গে	১০
৬।	তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ مفرد ও مركب-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ প্রসঙ্গে	১৪
৭।	চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ مفهوم এবং উহার প্রকারভেদ প্রসঙ্গে	২৩
৮।	পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ দুই كلى-এর মধ্যকার نسبت-এর বর্ণনায়	৩০
৯।	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ جزئى اضافى-এর বর্ণনায়	৩২
১০।	সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ نوع اضافى-এর বর্ণনায়	৩৩
১১।	অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ المعرف للشئ-এর বর্ণনায়	৩৬
১২।	নবম পরিচ্ছেদ ঃ قضية এবং উহার প্রকারভেদ প্রসঙ্গে	৩৯
১৩।	দশম পরিচ্ছেদ ঃ قضية محصلة ও قضية معدولة-এর বর্ণনায়	৪৮
১৪।	একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ قضية موجهة-এর বর্ণনায়	৫২
১৫।	দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ قضية شرطية-এর বর্ণনায়	৬০
১৬।	ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ تناقض-এর বর্ণনায়	৬৪
১৭।	চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ عكس مستوى-এর বর্ণনায়	৬৬
১৮।	পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ عكس نقيض-এর বর্ণনায়	৬৮
১৯।	ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ঃ قياس-এর বর্ণনায়	৬৯
২০।	সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ استقراء-এর বর্ণনায়	৭৪
২১।	অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ تمثيل-এর বর্ণনায়	৭৪
২২।	উনিশতম পরিচ্ছেদ ঃ برهان-এর বর্ণনায়	৭৫
●	এককথায়/একবাক্যে সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর	৭৭

জেনে রাখা ভাল

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইল্‌মের ফযীলত

- "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আলিম তারাই (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে থাকে।" — (আল-কুরআন)
- "(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন যে, আলিম এবং বে-ইল্‌ম (মূর্খ) কখনও সমান হতে পারে না।" — (আল-কুরআন)
- "(হে লোকগণ!) যদি তোমরা (কোন বিষয়ে) না জান, তবে (নিজেদের কোন কাল্পনিক মত স্থির না করে) আহ্‌লে যিক্‌র (অর্থাৎ আলিম)-দের নিকট জিজ্ঞাসা কর।" — (আল-কুরআন)
- "তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইল্‌ম দান করা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা (সর্বাদা) বহু মর্যাদা উন্নীত করবেন।" — (আল-কুরআন)
- "ইলমে দীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান (নর-নারীর)-এর ওপর ফরয।" — (আল-হাদীস)
- "আল্লাহ তা'আলা যার ভালাই এবং মঙ্গল চান, তাকে দীনের বুঝ (অর্থাৎ দীনের ইল্‌ম) দান করেন।" — (আল-হাদীস)
- "আলিমগণই নবীগণের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী)।" — (আল-হাদীস)
- "তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট ব্যক্তি হতে আমার মর্তবা যত বড় একজন (বে-ইল্‌ম) আবিদের (ইবাদতকারীর) চেয়ে একজন আলিমের মর্তবা তত বড়।" — (আল-হাদীস)
- "ইল্‌মে দীন চর্চার একটি মজলিস ষাট বৎসর নফল ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।" — (আল-হাদীস)
- "তিনদল লোক কিয়ামতের দিন (আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে) সুপারিশ করবেন। (প্রথমত) নবীগণ, তারপর আলিমগণ, তারপর শহীদগণ।" — (আল-হাদীস)

ইসলামিয়া কুতুবখানার বই গুণে ও মানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ।।

নিজে পড়ুন এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন ।।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রাসঙ্গিক কথা

تَعْرِيْفُ عِلْمِ الْمَنْطِقِ বা ইলমে মানতিকের সংজ্ঞা ঃ اَلْمَنْطِقُ শব্দটি اَلنُّطْقُ মাসদার হতে اِسْمِ ظَرْف-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো– কথা বলার জায়গা বা সময়।

পরিভাষায় اَلْمَنْطِقُ বলা হয়—

هُوَ عِلْمٌ بِقَوَانِيْنَ تَعْصِمُ مُرَاعَتُهَا الذِّهْنَ عَنِ الْخَطَأِ فِى الْفِكْرِ

অর্থাৎ, মানতিক এমন কতিপয় নীতিমালা জানার নাম, যার দ্বারা ذِهْن বা মস্তিষ্ক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ভুলভ্রান্তি হতে রক্ষা পায়।

اَلذِّهْن-এর পরিচয় ঃ ذِهْن ঐ যোগ্যতা বা শক্তিকে বলে, যা দ্বারা কোন বিষয়কে জানা ও বুঝা যায়।

اَلْفِكْر-এর পরিচয় ঃ فِكْر হলো জানা বিষয়সমূহকে এমনভাবে বিন্যাস করা, যার দ্বারা অজানা বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন করা যায়।

وَجْهُ التَّسْمِيَة বা নামকরণ ঃ যেহেতু মানতিক শাস্ত্র দ্বারা نُطْق ظَاهِرِى তথা বাকশক্তি ও نُطْق بَاطِنِى তথা বোধশক্তি উভয়টি শক্তিশালী হয়, বিধায় একে মানতিক বলে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য মানতিককে মীযানও বলা হয়।

مَوْضُوْعُ عِلْمِ الْمَنْطِقِ বা ইলমে মানতিকের আলোচ্য বিষয় ঃ

ইলমের মধ্যে যার প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয় তা-ই সে ইলমের আলোচ্য বিষয় রূপে পরিগণিত হয়। যথা– عِلْم طِب তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বা مَوْضُوْع কেননা, চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানুষের শরীরের সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, বিধায় جَسَدُ الْاِنْسَان টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তদ্রূপ ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় হলো كَلِمَة এবং كَلَام বা শব্দ এবং বাক্য। কেননা, ইলমে নাহুর মধ্যে كَلِمَة (শব্দ) ও كَلَام (বাক্য)-কে নিয়েই আলোচনা করা হয়। কাজেই ইলমে মানতিকের আলোচ্য বিষয় হবে—

اَلْمَعْلُوْمَاتُ التَّصَوُّرِيَّةُ وَ التَّصْدِيْقِيَّةُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مُوْصِلَةٌ اِلَى الْمَجْهُوْلِ التَّصَوُّرِى وَالتَّصْدِيْقِى

অর্থাৎ, ইলমে মানতিকের আলোচ্য বিষয় হলো, এমন مَعْلُوْمَات تَصَوُّرِى ও مَعْلُوْمَات تَصْدِيْقِى যার দ্বারা مَجْهُوْلَات تَصَوُّرِى ও مَجْهُوْلَات تَصْدِيْقِى-এর জ্ঞান অর্জন করা যায়।

غَرَضُ عِلْمِ الْمَنْطِقِ বা ইলমে মানতিকের উদ্দেশ্য ঃ ইলমে মানতিকের غَرَض বা উদ্দেশ্য হলো— صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطَأِ فِى الْفِكْرِ অর্থাৎ, চিন্তার ভুলভ্রান্তি হতে মস্তিষ্ককে রক্ষা করা।

ইলমে মানতিকের প্রয়োজনীয়তা ঃ ইলমের মধ্যে মানতিকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ কথা বুঝাবার জন্য ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর সে কথার প্রতি লক্ষ্য করলেই সেটা স্পষ্টই বুঝে এসে যাবে। কেননা, তিনি বলেছেন—

اَلْمَنْطِقُ نِعْمَ الْعَوْنِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَنْطِقَ فَلَا ثِقَةَ لَهُ فِى الْعُلُوْمِ كُلِّهَا

অর্থাৎ, মানতিক কতই না উত্তম সাহায্যকারী। যে ব্যক্তি মানতিক শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ তার সকল ইলমের মধ্যে কোনরূপ ভরসা নেই।

এ ছাড়াও মানতিকে পাণ্ডিত্য অর্জনকারী ব্যক্তি نُطْق ظَاهِرِى (প্রকাশ্য কথাবার্তা) ও نُطْق بَاطِنِى (অপ্রকাশ্য কথাবার্তা) তে এত বেশি পটু ও শক্তিশালী যা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। এবং মানতিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বস্তু ও বিষয়ের حَقِيْقَت ও مَاهِيَّت সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞতা রাখে, যা মানতিকে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাখতে সক্ষম নন। এ কারণেই তো মানতিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর ও সুনিপুণ হয়ে থাকে।

ইমাম তাহাবী (রহঃ) বলেন— اَلْمَنْطِقُ مِعْيَارُ الْعِلْمِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ لَا يُوْثَقُ بِعِلْمِهِ

অর্থাৎ, মানতিক হলো ইলমের মাপকাঠি। যে উহা সম্পর্কে অজ্ঞ তার ইলমে কোনরূপ ভরসা করা যায় না।

পূর্বযুগের অধিকাংশ শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যম ছিল মানতিক শাস্ত্র সম্পর্কীয়। তাই সে সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে প্রথমেই মানতিকে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হত। বর্তমানেও মানতিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ইলমে মানতিকের ইতিকথা ঃ মানতিকের প্রথম আবিষ্কারক ও জনক ছিলেন হাকীম আরাস্তাতালীস। সংক্ষেপে তাঁকে বলা হত আরাস্তু। তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের কিছুকাল পূর্বে ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইস্কান্দার রূমীর নির্দেশে মানতিক শাস্ত্রের কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করেন। অতঃপর এগুল্যেকে কিতাব আকারে জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করেন। এ কারণেই তাঁকে মানতিকের مُعَلِّم اَوَّل তথা মানতিকের প্রথম জনক বলা হয়। ইতিহাসে তিনি এরিস্টটল নামে পরিচিত।

এরপর ইমাম ফারাবী আরাস্তুর লিখিত মানতিকী নীতিমালার যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উক্ত শাস্ত্রকে সুন্দর বিন্যস্ত করেন। তাই তাঁকে মানতিক শাস্ত্রের مُعَلِّم ثَانِى তথা দ্বিতীয় জনক বলা হয়।

কালের চক্রের বিবর্তনের সাথে সাথে ইমাম ফারাবীর সুবিন্যস্ত মানতিক গুলোও একদিন বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলে পরবর্তীতে ইমাম আবূ আলী ইবনে সিনা পুনরায় মানতিক শাস্ত্রকে বিস্তারিতভাবে লিখে প্রচার করেন। তাই তাকে মানতিক শাস্ত্রের مُعَلِّم ثَالِث বা তৃতীয় জনক বলা হয়। এরপর থেকে অদ্যাবধি সেই আবূ আলী ইবনে সিনার রচিত মানতিক-ই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলে আসছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هٰذِهِ رِسَالَةٌ مُتَرْجَمَةٌ بِمِيْزَانِ الْمَنْطِقِ مُتَرَتِّبَةٌ عَلٰى فُصُوْلٍ - فَصْلُ الْعِلْمُ اِمَّا تَصَوُّرٌ فَقَطْ وَهُوَ حُصُوْلُ صُوْرَةِ الشَّيْئِ فِى الْعَقْلِ اَوْ تَصْدِيْقٌ وَهُوَ تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُكْمٌ وَهُوَ اِسْنَادُ اَمْرٍ اِلٰى اَمْرٍ اٰخَرَ اِيْجَابًا اَوْ سَلْبًا فَيَجِبُ تَقْدِيْمُ الْاَوَّلِ عَلَى الثَّانِىْ وَضْعًا لِتَقَدُّمِهٖ طَبْعًا لِاَنَّ كُلَّ تَصْدِيْقٍ لَابُدَّ فِيْهِ مِنَ التَّصَوُّرِ -

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সরল অনুবাদ ঃ এটি 'মীযানুল মানতিক' নামক একটি পুস্তিকা, যাকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ইলম হয়তো শুধু تَصَوُّر (কল্পনামূলক ইলম), আর তাহলো কোন বস্তুর আকৃতি অন্তরে অর্জিত হওয়া। অথবা تَصْدِيْق (অবস্থামূলক ইলম), আর تَصْدِيْق এমন تَصَوُّر -কে বলে যার সাথে হুকুম রয়েছে। আর حُكْم হলো একটি বিষয়কে অপর একটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা। কাজেই গঠনগতভাবে প্রথমটি (تَصَوُّر)-কে দ্বিতীয়টির (تَصْدِيْق) ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার প্রয়োজন। কেননা, প্রতিটি تَصْدِيْق-এর ভিতরেই تَصَوُّر থাকা অবশ্যই জরুরী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْعِلْمُ اِمَّا تَصَوُّرٌ الخ-এর আলোচনা ঃ এ ইবারতের মাধ্যমে ইলমের প্রকারভেদ বর্ণনা করার সাথে সাথে ইলমের পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে।

اَلْعِلْمُ-এর পরিচয় ঃ

اَلْعِلْمُ-এর শাব্দিক অর্থ ঃ اَلْعِلْمُ শব্দটি بَابُ سَمِعَ-এর মাসদার। এর অর্থ হলো– (১) اَلْاِدْرَاكُ অর্থাৎ, জানা, বোঝা, পরিচয় লাভ করা। (২) اَلْمُتَعَقَّلُ বা হৃদয়ঙ্গম করা। (৩) اَلْفَهْمُ বা বোঝা। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসের বহু জায়গায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যথা—

(١) قَوْلُهُ تَعَالٰى رَبَّنَا لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (٢) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

اَلْعِلْمُ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ গ্রন্থকার اَلْعِلْمُ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন—

اَلْعِلْمُ هُوَ حُصُوْلُ صُوْرَةِ الشَّيْئِ অর্থাৎ, কোন কিছুর আকৃতি অন্তরে অর্জিত হওয়া।

অথবা, اَلصُّوْرَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّيْئِ عِنْدَ الْعَقْلِ অর্থাৎ, মস্তিষ্কে কোন কিছুর অর্জিত প্রতিচ্ছবিকে عِلْم বলে।

অথবা, قَوْلُ النَّفْسِ بِذٰلِكَ الصُّوْرَةِ অর্থাৎ, বস্তুর ধারণা বা আকৃতি অন্তরে গ্রহণ করাকে عِلْم বলে।

অথবা, اَلْاِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعْلُوْمِ অর্থাৎ, জ্ঞানী ও জ্ঞানের মধ্যকার অর্জিত সম্পর্কের নাম হলো عِلْم

আবার অনেকের মতে ইলম বলা হয়— اَلْعِلْمُ هُوَ نُوْرٌ يَهْتَدِىْ بِهِ النَّاسُ فِى الْجَهَالَةِ

অর্থাৎ, ইলম এমন আলোর নাম যার দ্বারা মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকার হতে সঠিক পথ পায়।

اَلْعِلْمُ-এর প্রকারভেদ ঃ ইলম প্রথমত দু'প্রকার ঃ (১) عِلْم حُضُوْرِى (২) عِلْم حُضُوْرِى : এ উভয়টি আবার দু'ভাগে বিভক্ত ঃ (১) قَدِيْم (২) حَادِث এখন সর্বমোট عِلْم চারভাগে বিভক্ত ঃ

(১) حُضُوْرِى حَادِث (২) حُضُوْرِى قَدِيْم (৩) حُضُوْلِى حَادِث (৪) حُضُوْلِى قَدِيْم

অতঃপর عَالِم-এর সম্মুখে যদি معلوم-এর সত্তা বিদ্যমান হয় তখন ইহা عِلْم حُضُوْرِى হবে। আর যদি শুধু مَعْلُوْم-এর গঠন ও আকৃতি বিদ্যমান হয়, তাহলে عِلْم حُضُوْلِى হবে। আর এখানে ইলম বলতে عِلْم حُضُوْلِى حَادِث-ই উদ্দেশ্য হবে— বাকি গুলো নয়। কেননা, এ চার প্রকার ইলমের মধ্যে শুধুমাত্র عِلْم حُضُوْلِى حَادِث-ই بَدِيْهِى-এর দিকে বিভক্ত হয়। এবং জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, مُتَكَلِّمِيْن-এর নিকট مَفْهُوْم عِلْم টা نَظَرِى ও بَدِيْهِى হওয়ার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে, عِلْم টি হলো اَجَلُّ الْبَدِيْهِيَّات তথা স্পষ্ট بَدِيْهِيَّات-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুন এর সংজ্ঞা বর্ণনা করার কোন আবশ্যকতা নেই। আবার কারো কারো মতে, এটা نَظَرِيَّات-এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর আবার তাঁদের মধ্যে কয়েক শ্রেণী হয়ে গেছে। এক শ্রেণীর অভিমত হলো, مَفْهُوْم عِلْم টি হলো نَظَرِى তবে مُمْكِنُ الْحُصُوْل বা অর্জন করা সম্ভব। আর এক শ্রেণীর মন্তব্য হলো এটি نَظَرِى তবে مُمْتَنِعُ الْحُصُوْل বা অর্জন করা অসম্ভব।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, মানতিক শাস্ত্রে ইলম বলতে عِلْم حُضُوْلِى حَادِث-কেই বুঝানো হয়। কাজেই حُضُوْلِى حَادِث অর্থে عِلْم টা দু'ভাগে বিভক্তঃ

(১) تَصَوُّر (কল্পনাগত জ্ঞান), (২) تَصْدِيْق (প্রতিপন্ন জ্ঞান)।

تَصَوُّر-এর শাব্দিক অর্থ ঃ تَصَوُّر শব্দটি বাবে تَفَعُّل-এর মাসদার। এর অর্থ-কল্পনা করা, ছবি তোলা, ধারণা করা, আকৃতি দান করা। যেমন, আল্লাহর বাণী— ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

تَصَوُّر-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ মীযানুল মানতিক প্রণেতা تَصَوُّر-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন— اَلتَّصَوُّرُ هُوَ حُصُوْلُ صُوْرَةِ الشَّىْءِ فِى الْعَقْلِ অর্থাৎ, কোন বস্তুর রূপ অন্তরে অর্জিত হওয়াকেই تَصَوُّر বলা হয়।

ইমাম খায়রাবাদী (রহঃ) বলেন— اَلتَّصَوُّرُ هُوَ الْاِدْرَاكُ الْخَالِىْ عَنِ الْحُكْمِ অর্থাৎ, হুকুমশূন্য জ্ঞানকে اَلتَّصَوُّر বলা হয়। যথা- শুধুমাত্র زَيْد-এর تَصَوُّر ; তদ্রূপ শুধুমাত্র قَائِم-এর تَصَوُّر যাতে কোন প্রকারের হুকুম নেই বিধায় এটা تَصَوُّر হয়েছে।

تَصْدِيْق-এর শাব্দিক অর্থ ঃ تَصْدِيْق শব্দটি صِدْقٌ মূলধাতু হতে বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। এর অর্থ হলো- বিশ্বাস করা। যথা, আল্লাহর বাণী— فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلّٰى ; অথবা, সত্য বলে জানা বা সত্যায়ন করা।

تَصْدِيْق-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ গ্রন্থকার এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন— اَلتَّصْدِيْقُ هُوَ التَّصَوُّر مَعَهُ حُكْمٌ وَاِسْنَادٌ অর্থাৎ, تَصْدِيْق হলো, تَصَوُّر বা সম্পর্কহীন কল্পনার সাথে কোন হুকুম হাঁ-বাচক বা না-বাচক ভাবে কোন বস্তুকে অন্য বস্তুর প্রতি সম্পর্কিত করা।

মিরকাতে রয়েছে— اَلتَّصْدِيْقُ هُوَ الْاِدْرَاكُ مَعَ الْحُكْمِ অর্থাৎ, تَصْدِيْق ঐ ইলমকে বলে যার

মধ্যে কোন প্রকার হুকুম বিদ্যমান। যথা- زَيْدٌ قَائِمٌ অর্থাৎ, যায়েদ দণ্ডায়মান। এখানে যায়েদের সাথে দণ্ডায়মানের হুকুম বিদ্যমান।

حُكْم-এর অর্থ ঃ উল্লেখ্য যে, حُكْم টি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়—

(১) اِعْتِقَاد جَازِم (২) نِسْبَة تَقْيِيدِيَّة
(৩) نِسْبَة خَبَرِيَّة (৪) نِسْبَة حُكْمِيَّة

حُكْم-এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঃ تَصَوُّر ও تَصْدِيق-এর সংজ্ঞায় ব্যবহৃত حُكْم দ্বারা نِسْبَة حُكْمِيَّة উদ্দেশ্য।

تَصْدِيق-এর ওপর تَصَوُّر-কে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ ঃ এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন— لِتَقَدُّمِهِ طَبْعًا لِأَنَّ كُلَّ تَصْدِيقٍ لَابُدَّ فِيهِ مِنَ التَّصَوُّرِ অর্থাৎ, স্বভাবগতভাবে تَصَوُّر টি تَصْدِيق-এর ওপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, যেহেতু প্রত্যেক تَصْدِيق-এর জন্য تَصَوُّر আবশ্যক।

تَصَوُّر ও تَصْدِيق টি আবার প্রত্যেকটি দু'ভাগে বিভক্ত ঃ (১) بَدِيهِي (২) نَظَرِي

بَدِيهِي-এর সংজ্ঞা ঃ যা نَظَر ও فِكْر তথা চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত অর্জিত হয়, তাকেই بَدِيهِي বলা হয়। যথা- ঠাণ্ডা ও গরমের تَصَوُّر ; এটা হলো تَصَوُّر بَدِيهِي-এর উপমা। تَصْدِيق بَدِيهِي-এর উপমা হলো, দুই চারের অর্ধেক।

نَظَرِي-এর সংজ্ঞা ঃ যা نَظَر ও فِكْر তথা চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাকেই نَظَرِي বলা হয়। যথা- ফেরেশতা ও জিনের تَصَوُّر ; এটা تَصَوُّر نَظَرِي-এর উদাহরণ। আর تَصْدِيق نَظَرِي-এর উপমা হলো- اَلْعَالَمُ حَادِثٌ تَصْدِيق-এর

مُقَدَّمَة-এর মধ্যে যে তিনটি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে উহার চিত্র

اَلْمُقَدِّمَة

تَعْرِيفُ الْمَنْطِقِ	اَلْمَوْضُوع	اَلْغَرَض
هُوَ عِلْمٌ بِقَوَانِينَ تَعْصِمُ مُرَاعَتُهَا الذِّهْنَ	مَعْلُومَاتُ التَّصَوُّرِيَّةِ وَالتَّصْدِيقِيَّةِ	صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ

عِلْم-এর প্রকারভেদ-এর চিত্র

عِلْم
هُوَ النِّسْبَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعْلُومِ

تَصَوُّر حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ		تَصْدِيق تَصَوُّرُ مَعَهُ حُكْمٌ	
تَصَوُّر بَدِيهِي حَاصِلٌ بِلَا نَظَرٍ وَكَسْبٍ نَحْوُ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ	تَصَوُّر نَظَرِي يَحْتَاجُ فِي حُصُولِهِ إِلَى النَّظَرِ وَالْفِكْرِ نَحْوُ الْمَلَكِ وَالْجِنِّ	تَصْدِيق بَدِيهِي الْحَاصِلُ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَكَسْبٍ نَحْوُ الْكُلُّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ	تَصْدِيق نَظَرِي يَحْتَاجُ إِلَى الْفِكْرِ وَالْكَسْبِ نَحْوُ الْعَالَمِ مُتَغَيِّرٌ

فَصْلٌ فِى الْاَلْفَاظِ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنٰى بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ لَهٗ مُطَابَقَةٌ كَدَلَالَةِ الْاِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ وَبِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ لِمَا دَخَلَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى فِيْهِ تَضَمُّنٌ كَدَلَالَةِ الْاِنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ اَوْعَلَى النَّاطِقِ وَبِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ لِمَا خَرَجَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى عَنْهُ اِلْتِزَامٌ كَدَلَالَةِ الْاِنْسَانِ عَلٰى قَابِلِ الْعِلْمِ -

সরল অনুবাদ ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শব্দ সমূহের বর্ণনায়। শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, শব্দটি সে অর্থকে বুঝালে তাকে دَلَالَت مُطَابِقِى বলে। যথা- اِنْسَان-এর দালালত حَيَوَان نَاطِق-এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্য। আর শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন হয়েছে সে অর্থের অন্তর্ভুক্ত কোন আংশিক অর্থ বুঝালে তাকে دَلَالَت تَضَمُّنِى বলে। যথা- اَلْاِنْسَانُ -এর দ্বারা শুধুমাত্র حَيَوَان বা শুধুমাত্র نَاطِق-এর অর্থ বুঝানো। আর শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থের বহির্ভূত আবশ্যকীয় অর্থ বুঝালে তাকে دَلَالَت اِلْتِزَامِى বলে। যথা- اَلْاِنْسَانُ-এর দ্বারা জ্ঞানার্জনের যোগ্য অর্থ প্রকাশ করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মানতিক শাস্ত্রবিদদের নিকট আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো অর্থ, শব্দ বা শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে নয়। কিন্তু নিজে নিজেই কোন অর্থ বুঝা বা অন্য কাউকে কোন অর্থ বুঝাতে হলে শব্দ ব্যতীত তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কারণেই শব্দের আলোচনা করা যদিও তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, তথাপিও তাঁরা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে প্রথমে শব্দের আলোচনা শুরু করেছেন। আর এ আলোচনা শুরু করা হয় دَلَالَت-এর আলোচনা মাধ্যমে।

اَلدَّلَالَةُ-এর শাব্দিক অর্থ ঃ اَلدَّلَالَةُ শব্দটি বাবে نَصَر-এর মাসদার। এর অর্থ হলো- اَلْاِرْشَادُ বা পথ প্রদর্শন করা। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের আয়াত হলো—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ

ফারসী ভাষায় اَلدَّلَالَةُ-এর অর্থ হলো— راه نمودن (পথ প্রদর্শন বা দিক নির্দেশনা)।

اَلدَّلَالَةُ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ মিরকাত গ্রন্থকার اَلدَّلَالَةُ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন— هِىَ كَوْنُ الشَّىْءِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَىْءٍ اٰخَرَ অর্থাৎ, কোন বিষয় এরূপ হওয়া যে, উহা সম্পর্কে অবগতি দ্বারা অন্য বিষয় জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

মীযানুল মানতিকের টীকায় اَلدَّلَالَةُ-এর পরিচয় এ ভাবে দেয়া হয়েছে যে, কোন বিষয় এ ভাবে হওয়া যে, যার অভিজ্ঞতা অন্য বিষয়ের অভিজ্ঞতাকে আবশ্যক করে। যথা- دَلَالَةُ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ অর্থাৎ, ধোঁয়ার দালালত আগুনের ওপর।

اَلدَّلَالَةُ বা اَقْسَامُ الدَّلَالَةِ-এর প্রকারভেদ ঃ উল্লেখ্য যে, মানতিকী গণের নিকট اَلدَّلَالَةُ প্রথমত দু'প্রকার ঃ (১) اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ (শাব্দিক দালালত) ও (২) اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ (অশাব্দিক দালালত)।

اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ-এর পরিচয় ঃ اِنْ كَانَتِ الدَّلَالَةُ مِنَ الْاَلْفَاظِ الدَّالَّةِ অর্থাৎ, دَال যদি শব্দ

হয়, তবে তাকে মানতিকের পরিভাষায় اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ বলা হয়। যথা- كِتَابٌ শব্দ বলার সাথে সাথেই একটি বই বুঝায় এবং عَمْرٌو বললে এক ব্যক্তির নাম বুঝায়।

اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ-এর পরিচয় ঃ যদি শব্দ ব্যতীত কোন অবস্থা দ্বারা কোন কিছু বোঝানো হয়, তাহলে তাকে اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ বলা হয়। যথা- ধোঁয়া। কেননা, ধোঁয়া দেখলেই আগুনের অস্তিত্বকে বুঝা যায়। এটা বুঝাতে কোন শব্দের প্রয়োজন হয় না।

اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ ও اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ আবার তিনভাগে বিভক্ত ঃ (১) اَلْوَضْعِيَّةُ (২) اَلطَّبْعِيَّةُ (৩) اَلْعَقْلِيَّةُ ; এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, اَلدَّلَالَةُ সর্বমোট ছয় প্রকার ঃ

১. اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ (গঠনগত শাব্দিক নির্দেশনা)।
২. اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الطَّبْعِيَّةُ (স্বভাবগত শাব্দিক নির্দেশনা)।
৩. اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ (জ্ঞানগত শাব্দিক নির্দেশনা)।
৪. اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْوَضْعِيَّةِ (গঠনগত অশাব্দিক নির্দেশনা)।
৫. اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبْعِيَّةِ (জ্ঞানগত অশাব্দিক নির্দেশনা)।
৬. اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ (জ্ঞানগত অশাব্দিক নির্দেশনা)।

اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ (গঠনগত শাব্দিক নির্দেশনা)-এর সংজ্ঞা ঃ কোন শব্দ যদি তার গঠনের দিক থেকে স্বীয় مَدْلُوْل-এর ওপর দালালত করে, তবে তাকে اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ বলা হয়। যথা- مَسْرُوْر – কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম।

اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الطَّبْعِيَّةُ (স্বভাবগত শাব্দিক নির্দেশনা)-এর সংজ্ঞা ঃ গঠনগত ছাড়াই যদি কোন শব্দ স্বভাবগতভাবে কোন কিছুর দিকে নির্দেশ করে, তবে তাকে اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الطَّبْعِيَّةُ বলা হয়। যথা- اُحْ اُحْ শব্দ। এটি স্বভাবগতভাবে কোন ব্যক্তির ব্যথা-বেদনার ওপর দালালত করে।

اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ (জ্ঞানগত শাব্দিক নির্দেশনা)-এর পরিচয় ঃ জ্ঞান বা عَقْل দ্বারা যে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় তাকেই اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ বলা হয়। যথা- دَيْز শব্দটি আড়াল থেকে শ্রবণ মাত্রই একথা বুঝে আসে যে, আড়ালে মানুষ রয়েছে।

اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْوَضْعِيَّةِ (গঠনগত অশাব্দিক নির্দেশনা)-এর পরিচয় ঃ যদি دَال টি শব্দ না হয়ে গঠনগত দিক থেকে নিজ ভাবের ওপর দালালত করে, তবে তাকে اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْوَضْعِيَّةِ বলা হয়। যথা-نُصْبَة (মাইল ষ্টোন) এটা যদিও কোন শব্দ নয়, তথাপিও গঠনগতভাবে একটি সুন্দর অর্থকে বুঝায়।

اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبْعِيَّةِ (স্বভাবগত অশাব্দিক নির্দেশনা)-এর পরিচয় ঃ যদি دَال টি শব্দ না হয়ে طَبْعًا কোন অর্থের ওপর দালালত করে, তবে তাকে اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبْعِيَّةِ বলা হয়। যথা- 'হন হানানি' যা ঘোড়ার ডাক। এ শব্দটি শুনা মাত্রই ঘোড়ার পানীয় ও খাদ্যের প্রয়োজন স্বভাবগত ভাবে বুঝা যায়, যদিও তা শব্দ নয়। বিধায় এটি اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبْعِيَّةِ হয়েছে।

اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ (জ্ঞানগত অশাব্দিক নির্দেশনা)-এর পরিচয় ঃ যদি অশাব্দিক কোন বিষয় বা বস্তু জ্ঞানের চাহিদার ভিত্তিতে বুঝা যায়, তবে তাকে اَلدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ বলা হবে। যথা- বহুদূর হতে দৃষ্ট ধোঁয়া যা অগ্নির অস্তিত্বের ওপর দালালত করে।

উল্লেখ্য যে, পরিভাষায় ও মানতিক শাস্ত্রে اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ-এর গুরুত্ব বেশি হওয়ার

কারণে এ কিতাবে কেবলমাত্র اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ-এর তিন প্রকারের আলোচনাই করা হয়েছে।

اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ-এর প্রকারের নামকরণ ঃ এ কিতাবে اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ-এর তিন প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। (১) اَلدَّلَالَةُ الْمُطَابَقِي (২) اَلدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِي (৩) اَلدَّلَالَةُ الْاِلْتِزَامِي ; জ্ঞাতব্য এই যে, اَلدَّلَالَةُ الْمُطَابَقِي-এর মধ্যে পূর্ণ مَوْضُوعٌ لَهُ বুঝানো হয়, সুতরাং এ دَلَالَت-এর মধ্যে وَضْع (গঠন) مُطَابِق বুঝানো বা دَلَالَت রয়েছে বিধায় একে دَلَالَت مُطَابِقِي বলা হয়। আর دَلَالَت تَضَمُّنِي-এর মধ্যে বুঝানো অর্থটি مَوْضُوعٌ لَهُ-এর অংশ বিধায় উহাকে دَلَالَت مُطَابِقِي বলা হয়। আর دَلَالَت اِلْتِزَامِي-এর মধ্যে বুঝানো অর্থটি مَوْضُوعٌ لَهُ-এর জন্য لَازِم বা আবশ্যক বিধায় একে دَلَالَت اِلْتِزَامِي বলা হয়। -এর বহির্ভূত হলেও তা

اَلدَّلَالَةُ الْمُطَابِقَةُ (হুবহু দালালত)-এর সংজ্ঞা ঃ গ্রন্থকার এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন— دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ مُطَابَقَةً অর্থাৎ, শব্দকে যে অর্থের জন্য তৈরি করা হয়েছে, উক্ত শব্দ দ্বারা হুবহু ঐ অর্থ বুঝালে তাকে دَلَالَة مُطَابِقَة বলা হয়। যথা– اَلْاِنْسَانُ শব্দটি বলে اَلْحَيَوَانُ النَّاطِقُ বুঝালে তা اَلدَّلَالَةُ الْمُطَابِقَةُ হবে।

اَلدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةُ (আনুষঙ্গিক দালালাত)-এর সংজ্ঞা ঃ গ্রন্থকার এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে শব্দ যদি সে অর্থের কোন অংশের ওপর দালালত করে, তবে তাকে اَلدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةُ বলা হয়। যথা– اَلْاِنْسَانُ শব্দটি বলে যদি শুধু حَيَوَان نَاطِق বা শুধুমাত্র اَلنَّاطِقُ বা اَلْحَيَوَانُ টি اَلْاِنْسَانُ-এর উদ্দেশ্য করা হয়, তবে তা اَلدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةُ হবে। কেননা, পূর্ণ অর্থ নয় ; বরং অর্থের অংশ মাত্র।

اَلدَّلَالَةُ الْاِلْتِزَامِيَّةُ (আবশ্যিক দালালত)-এর পরিচয় ঃ এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ لِمَاخَرَجَ ذٰلِكَ الْمَعْنَى عَنْهُ اِلْتِزَام অর্থাৎ, শব্দকে যে অর্থের জন্য তৈরি করা হয়েছে, সে অর্থ ব্যতীত অন্য আবশ্যকীয় অর্থ বুঝালে তাকেই دَلَالَة اِلْتِزَامِيَّة বলা হয়। যথা– دَلَالَةُ الْاِنْسَانِ عَلٰى قَابِلِ الْعِلْمِ অর্থাৎ, اَلْاِنْسَان শব্দটির দালালত শিক্ষায় যোগ্য ব্যক্তির ওপর হলে তা دَلَالَت اِلْتِزَامِي হবে।

دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة-কে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হয়? دَلَالَت সর্বমোট ছয় প্রকার। কিন্তু কোন অর্থ অন্যকে বুঝানো বা অন্য হতে নিজে বুঝা دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة দ্বারা যত সহজ অন্য دَلَالَت দ্বারা ততটা সহজে নয়, বিধায় মানতিকীদের নিকট এর গুরুত্ব অপরিসীম। কবির ভাষায় دَلَالَة لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة-এর প্রকার সমূহকে এভাবে সাজানো হয়েছে—

دلالت سه قسم است بمنطق تمام * مُطَابَق تَضَمُّن دیگر اِلْتِزَام

অর্থাৎ, মানতিকে দালালত তিন প্রকার ঃ মুতাবেকী, তাযাম্মুনী আর অপরটি হলো ইলতেযামী।

চিত্রের সাহায্যে دَلَالَتْ-এর আলোচনা

اَلْكَلِمَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِى الدَّلَالَةِ
বা দালালতে ব্যবহৃত শব্দসমূহ

- دَلَالَتْ বা নির্দেশনা
- دَالّ বা নির্দেশক
- مَدْلُول বা নির্দেশিত
- وَضْع বা গঠন

اَقْسَامُ الدَّلَالَةِ
বা দালালতের প্রকারভেদ

- دَلَالَتْ لَفْظِيَّة বা শাব্দিক দালালত
  - وَضْعِيَّة বা গঠনগত যথা– زَيْد
  - طَبْعِيَّة বা স্বভাবগত যথা– اُحْ اُحْ
  - عَقْلِيَّة বা জ্ঞানগত যথা– دَيْز
- دَلَالَتْ غَيْر لَفْظِيَّة বা অশাব্দিক দালালত
  - وَضْعِيَّة বা গঠনগত যথা– اَلدَّوَالُ الْاَرْبَعُ
  - طَبْعِيَّة বা স্বভাবগত যথা– صَهِيْل
  - عَقْلِيَّة বা জ্ঞানগত যথা– دُخَان

اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ

- اَلدَّلَالَةُ الْمُطَابِقَةُ বা পূর্ণাঙ্গ দালালত যথা– اِنْسَان-এর দ্বারা حَيْوَان نَاطِق উদ্দেশ্য নেয়া।
- اَلدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةُ বা আংশিক দালালত যথা– اِنْسَان-এর দ্বারা শুধু حَيْوَان বা শুধু نَاطِق উদ্দেশ্য করা।
- اَلدَّلَالَةُ الْاِلْتِزَامِيَّةُ বা আনুষঙ্গিক দালালত যথা– اِنْسَان শব্দ প্রয়োগ করে মানুষের জ্ঞানার্জনের যোগ্যতা উদ্দেশ্য নেয়া।

فَصْلٌ وَالدَّالُّ بِالْمُطَابَقَةِ اِنْ قُصِدَ بِجُزْئِهٖ دَلَالَةٌ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ فَهُوَ مُرَكَّبٌ كَرَامِى السَّهْمِ وَاِلَّا فَهُوَ مُفْرَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَصْلُحْ لِاَنْ يُّخْبَرَ بِهٖ فَهُوَ اَدَاةٌ وَاِنْ صَلَحَ لَهٗ فَاِنْ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ التَّصْرِيْفِيَّةِ عَلٰى زَمَانٍ مُّعَيَّنٍ مِّنَ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ كَلِمَةٌ اَىْ فِعْلٌ وَاِنْ لَّمْ يَدُلَّ فَهُوَ اِسْمٌ، وَحِ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَعْنَاهُ وَاحِدًا اَوْ كَثِيْرًا فَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَاِنْ تَعَيَّنَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى وَلَمْ يَكُنْ ضَمِيْرًا اَوْ اِسْمَ اِشَارَةٍ اَوْ مَعْهُوْدًا كَانَتْ وَهٰذَا وَالرَّجُلُ يُسَمّٰى عَلَمًا وَاِنْ لَّمْ يَتَعَيَّنْ فَمُتَوَاطِيًا اِنْ كَانَ حُصُوْلُهٗ فِىْ كُلِّ الْاَفْرَادِ عَلَى السَّوَاءِ كَالْاِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَمُشَكِّكًا اِنْ كَانَ حُصُوْلُهٗ فِى الْبَعْضِ اَوْلٰى وَاَقْدَمُ مِنَ الْاٰخَرِ كَالْوُجُوْدِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ যে শব্দ দালালাতে মুতাবেকী অনুযায়ী স্বীয় অর্থ প্রকাশ করে সে শব্দের অংশ দ্বারা যদি তার অর্থের অংশ বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তা مُرَكَّب হবে। যথা- رَامِى السَّهْمِ (তীর নিক্ষেপকারী)। অন্যথায় (অর্থাৎ, শব্দের অংশ দ্বারা যদি অর্থের অংশ বুঝানো উদ্দেশ্য না হয়) শব্দটি مُفْرَد হবে। আর যদি তা কোন সংবাদ দেয়ার যোগ্যতা না রাখে, তবে اداة হবে। আর যদি সংবাদ দেয়ার যোগ্যতা রাখে এবং স্বীয় রূপান্তর দ্বারা যদি তিন কালের কোন এক কালের সাথে সম্পর্ক রাখে, তবে তাকে كَلِمَة বা فِعْل বলা হয়। আর যদি তা কোন কালের ওপর দালালত না করে, তবে তাকে اِسْم বলা হবে। আর তখন مُفْرَد টির অর্থ হয়তো একটি হবে বা একাধিক হবে। অতঃপর যদি একটি হয় এবং সে অর্থটি নির্দিষ্ট হয় এবং তা যমীর বা اِسْم اِشَارَة বা مَعْهُوْد না হয়, যথা- اَنْتَ এবং هٰذَا এবং اَلرَّجُلُ তখন তাকে عَلَم বলা হবে। আর যদি নির্দিষ্ট না হয় এবং مُفْرَد-এর সকল اَفْرَاد-এর মধ্যে সমভাবে হয়, তবে সে مُفْرَد-কে مُتَوَاطِى বলা হবে। যথা- اَلْاِنْسَان (মানুষ), اَلْفَرَسُ (ঘোড়া)। আর যদি সকল اَفْرَاد-এর মধ্যে সমভাবে তার অর্থটি পাওয়া না যায়, তবে مُفْرَد টিকে مُشَكِّك বলা হবে। যথা- وُجُوْد (অস্তিত্ব) وَاجِب এবং مُمْكِن-এর তুলনায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, মানতেকীদের নিকট دَلَالَت لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة-এর প্রকারসমূহ হতে دَلَالَت لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة-এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। আবার دَلَالَت لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة-এর মধ্যে دَلَالَت مُطَابِقِى-এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এবং دَلَالَت مُطَابِقِى টা مُفْرَد ও مُرَكَّب হিসেবে বিভক্ত হয়ে থাকে।

مُفْرَد-এর পরিচয় ঃ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে مُفْرَد শব্দটি বাবে إِفْعَال-এর الْإِفْرَاد মাসদার হতে إِسْم مَفْعُول-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো— وَاحِد বা এক। যথা– جَمْعُ إِفْرَاد ; আবার এর অর্থ الْوَحِيْد বা একক। যথা, আল্লাহর বাণী— رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرْدًا

مُفْرَد-এর পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে মিরকাত গ্রন্থকার বলেন— الْمُفْرَدُ مَا لَايُقْصَدُ بِجُزْءٍ الدَّلَالَةُ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ অর্থাৎ, مُفْرَد এমন শব্দ যার অংশ তার অর্থের অংশের ওপর দালালত করা উদ্দেশ্য হয় না। এবং অত্র গ্রন্থকার এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন— الدَّالُّ بِالْمُطَابَقَةِ إِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِجُزْئِهٖ دَلَالَةٌ عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ অর্থাৎ, যে শব্দ دَلَالَة مُطَابِقَة অনুযায়ী অর্থ প্রকাশ করে সে শব্দের অর্থ দ্বারা যদি তার অর্থের অংশ বুঝানো উদ্দেশ্য না হয়, তবে তাকে مُفْرَد বলে। যথা– زَيْد শব্দটি দ্বারা কোন এক ব্যক্তিকে বুঝায়, কিন্তু শব্দটির তিনটি অংশ রয়েছে। যথা– ز ، ى ، د ; এর যে-কোন একটি দ্বারা যায়েদের কোন অংশ উদ্দেশ্য হয় না।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, مُفْرَد-এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে—

১. শব্দেরও অংশ হবে না এবং অর্থেরও অংশ হবে না। যথা– هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَام বা প্রশ্নবোধক হামযা।

২. শব্দের অংশ আছে কিন্তু শব্দের অংশ অর্থের অংশের ওপর দালালত করবে না। যথা– زَيْد ; কেননা زَيْد-এর শব্দের অংশ হলো ز ، ى ، د ; কিন্তু এ অংশগুলো দ্বারা যায়েদের অর্থের কোন অংশ বুঝাবে না।

৩. শব্দের অংশ রয়েছে এবং অর্থের অংশও রয়েছে, কিন্তু শব্দের অংশ অর্থের অংশের ওপর دَلَالَت করা উদ্দেশ্য হবে না। যথা– عَبْدُ اللّٰه (যদি কারো নাম হয়)। এ শব্দটির শব্দের অংশ হলো عَبْد ও اللّٰه, আর এর অর্থের অংশ হলো বান্দা ও আল্লাহ। কিন্তু উভয় শব্দটিকে একত্রে মিলিয়ে কোন এক ব্যক্তির নাম রেখে দেয়ার কারণে তা উদ্দেশ্য হয় না, বিধায় এটি مُفْرَد হবে।

৪. শব্দ ও অর্থ উভয়ের অংশ আছে, শব্দের অংশ অর্থের অংশের ওপর دَلَالَت ও করে, কিন্তু এ دَلَالَت এখানে উদ্দেশ্য হবে না। যথা– حَيَوَان نَاطِق যদি কারো নাম রেখে দেয়া হয়। এখানে শব্দের অংশ রয়েছে এবং অর্থের অংশও রয়েছে এবং শব্দের অংশ অর্থের ওপর দালালতও করে, কিন্তু এখানে حَيَوَان نَاطِق টি কোন ব্যক্তির নাম রেখে দেয়ায় সে দালালত উদ্দেশ্য নয়, বিধায় এটি مُفْرَد হবে।

مُفْرَد-এর প্রকারভেদ ঃ মানতিকীদের নিকট একক অর্থের বিচারে مُفْرَد তিন প্রকার ঃ (১) الْعَلَم (নির্দিষ্ট অর্থবাচক), (২) الْمُتَوَاطِى (সমানভাবে প্রয়োগবাচক), (৩) الْمُشَكِّك (সন্দেহ নিরূপণকারী)।

الْعَلَم-এর পরিচয় ঃ عَلَم শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো أَعْلَام ; এর অর্থ হলো– عَلَامَة বা চিহ্ন। মানতিকীদের পরিভাষায় عَلَم বলা হয়— إِنْ يَتَعَيَّنْ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى وَلَمْ يَكُنْ ضَمِيْرًا أَوْ إِسْمَ إِشَارَةٍ يُسَمّٰى عَلَمًا অর্থাৎ, যদি একক অর্থ হয়ে সে অর্থটি নির্দিষ্ট কিন্তু যমীর, ইসমে ইশারা বা নির্ধারিত না হয়, তাহলে উক্ত مُفْرَد টিকে عَلَم বলা হবে।

মিরকাত গ্রন্থকারের ভাষায়— إِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى مُتَعَيِّنًا مُشَخَّصًا فَهُوَ عَلَم

অর্থাৎ, যদি مُفْرَد-এর অর্থ কোন ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়, তবে তাকে عَلَم বলা হবে। যথা– كَرِيْم শব্দটি সরাসরি عَلَم

الْمُتَوَاطِى-এর পরিচয় ঃ مُتَوَاطِى শব্দটি বাবে تَفَاعُل-এর সীগাহ। এবং অর্থ হলো– সমান সমান হওয়া। মানতিকীদের পরিভাষায় مُتَوَاطِى বলা হয়— وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَيِّنًا فَمُتَوَاطِئٌ إِنْ كَانَ حُصُوْلُهٗ فِىْ كُلِّ أَفْرَادٍ عَلَى السَّوَاءِ অর্থাৎ, যদি مُفْرَد-এর একক অর্থ হয়ে অর্থটি নির্দিষ্ট না হয়

এবং مُفْرَد-এর সকল اَفْرَاد-এর মধ্যে সমভাবে পাওয়া যায়, তবে তাকে مُتَوَاطِى বলা হবে। যথা– اِنْسَان শব্দটি বেলাল, ফারুক, মাসুদ সকলের ওপর সমভাবে প্রযোজ্য।

اَلْمُشَكِّك-এর পরিচয় ঃ مُشَكِّك শব্দটি বাবে تَفْعِيْل হতে اِسْم فَاعِل-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো– সন্দেহে লিপ্ত হওয়া। মানতিকীদের পরিভাষায় مُشَكِّك বলা হয়— اِنْ كَانَ حُصُوْلُهُ فِى الْبَعْضِ اَوْلٰى وَاَقْدَمَ مِنَ الْاٰخَرِ فَهُوَ مُشَكِّك অর্থাৎ, যদি সকল اَفْرَاد বা সংখ্যার মধ্যে অপরটির তুলনায় উত্তম ও অগ্রগণ্যভাবে পাওয়া যায়, তবে مُفْرَد টিকে مُشَكِّك বলা হবে।

কেউ কেউ এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন— وَهُوَ مَا يَكُوْنُ مَعْنَاهُ مُتَّحِدًا وَلَهُ اَفْرَادٌ كَثِيْرَةٌ وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا ذٰلِكَ الْمَعْنٰى عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِوَاءِ অর্থাৎ, مُفْرَد টির একটি মাত্র অর্থ হবে অথচ তার অধীনে অনেক فَرْد থাকবে, কিন্তু প্রত্যেক فَرْد-এর ওপর সমভাবে অর্থ বর্তাবে না। যথা– وُجُوْد একটি مُفْرَد যার দু'টি اَفْرَاد আছে ; একটি হলো وَاجِبُ الْوُجُوْد আর অপরটি হলো مُمْكِن

مُفْرَد তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ ঃ مُفْرَد দ্বারা হয়তো কোন বিষয়ের সংবাদ দেয়া যাবে বা যাবে না, যদি সংবাদ দেয়া না যায় ,তবে তা اَدَاة বা حَرْف হবে। আর যদি তা দ্বারা সংবাদ দেয়া যায়, তবে তা দু'অবস্থা হতে খালি নয়। হয়তো তা তিন কালের কোন এক কালের সাথে সম্পর্ক হবে বা হবে না, যদি কোন কালের সাথে সম্পর্ক হয়, তবে তা فِعْل বা كَلِمَه নামে অভিহিত হবে, আর যদি কালের সাথে সম্পর্ক না হয় তবে اِسْم হবে।

মানতিক শাস্ত্রের كَلِمَة ও নাহু শাস্ত্রের فِعْل-এর পার্থক্য ঃ প্রকাশ থাকে যে, মানতিক শাস্ত্রে যাকে كَلِمَة বলা হয় তা-ই কিন্তু নাহু শাস্ত্রের فِعْل নয়। কেননা, মানতিকীদের নিকট যা كَلِمَة তা مُفْرَد -এর প্রকার। আর নাহুবিদগণের মতে যা فِعْل যথা– اَضْرِبُ এবং نَضْرِبُ ইত্যাদি মানতিকীদের নিকট كَلِمَة নয় ; বরং এগুলো مُرَكَّب কেননা, এ সকল فِعْل -এর মধ্যে শব্দের অংশ অর্থের অংশ বুঝায়। যথা– اَضْرِبُ-এর মধ্যে هَمْزَه টি مُتَكَلِّم (উত্তম পুরুষ) এবং ض ، ر ، ب মূলধাতুর অর্থ প্রকাশ করে। তদ্রূপ مُضَارِع -এর মধ্যম পুরুষের পদসমূহ। কাজেই এগুলো مُرَكَّب হবে, كَلِمَه হবে না, যা مُفْرَد -এর প্রকার। অবশ্য কোন কোন فِعْل কখনো كَلِمَه হবে। যথা– অতীত কালের পদ ضَرَبَ ইত্যাদি। কাজেই এ কথা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, মানতিকীদের كَلِمَه ও নাহুবিদদের فِعْل-এর মধ্যে عَام خَاص مُطْلَق -এর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, মানতিকীদের প্রতিটি كَلِمَه নাহুবিদদের فِعْل কিন্তু নাহুবিদদের প্রত্যেক فِعْل ই মানতিকীদের নিকট كَلِمَه নয় ; বরং কোন কোন فِعْل মানতিক শাস্ত্রবিদগণের মতে كَلِمَه ; এ ছাড়াও নাহুবিদগণের মতে যা فِعْل তা সত্য-মিথ্যার অবকাশ রাখে, অথচ مُفْرَد কখনো সত্য বা মিথ্যার অবকাশ রাখে না, বিধায় তা مُرَكَّب হবে।

উল্লেখ্য, যে সকল مُفْرَد শব্দে কোন কাল নেই, যথা– شَجَر অথবা কাল আছে কিন্তু তা নির্ধারিত তিন কালের কোন কাল নয়, যথা– وَقْت ، زَمَان অথবা নির্দিষ্ট কাল আছে তবে তা গঠনগত দিক হতে নয়, যথা– اِسْم فَاعِل ও اِسْم مَفْعُوْل ইত্যাদি এ সকল অবস্থায় مُفْرَد টি اِسْم হবে।

জ্ঞাতব্য যে, عَلَم-এর জন্য ضَمِيْر ، اِشَارَة ও مَعْهُوْد না হওয়ার শর্ত সম্মানিত গ্রন্থকার করেছেন ; (কেননা عَلَم টা ব্যাপকতা মুক্ত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু ضَمِيْر ، اِسْم اِشَارَة এবং مَعْهُوْد -এর মধ্যে তাদের مَرْجِع এবং مُشَارٌ اِلَيْه ও পূর্ববর্তী শব্দের দিক থেকে ব্যাপকতা পাওয়া যায়।) কিন্তু মিরকাত গ্রন্থকার এ শর্ত করেননি ; বরং তিনি ضَمِيْر ও اِسْم اِشَارَة-কে عَلَم -এর উদাহরণ রূপে উপস্থাপন করেছেন।

وَاِنْ كَانَ كَثِيْرًا فَاِنْ كَانَ وَضْعُهُ لِتِلْكَ الْمَعَانِيْ عَلَى السَّوِيَّةِ فَهُوَ مُشْتَرِكٌ كَعَيْنٍ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ بَلْ وُضِعَ لِاَحَدِهِمَا فَنُقِلَ اِلَى الثَّانِيْ فَحِ اِنْ تُرِكَ مَوْضُوعُهُ الْاَوَّلُ يُسَمّٰى مَنْقُوْلًا عُرْفِيًّا اِنْ كَانَ نَاقِلُهُ عُرْفًا عَامًّا كَدَابَّةٍ وَشَرْعِيًّا اِنْ كَانَ نَاقِلُهُ شَرْعًا كَصَلٰوةٍ وَاِصْطِلَاحِيًّا اِنْ كَانَ نَاقِلُهُ عُرْفًا خَاصًّا كَاِصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّ وَاِنْ لَّمْ يُتْرَكْ يُسَمّٰى بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْاَوَّلِ حَقِيْقَةً وَاِلَى الثَّانِيْ مَجَازًا كَالْاَسَدِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ وَالرَّجُلِ الشُّجَاعِ وَكُلُّ لَفْظٍ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى لَفْظٍ اٰخَرَ مُرَادِفٌ لَهُ اِنْ تَوَافَقَا فِى الْمَعْنٰى كَالْمَطَرِ وَالْغَيْثِ وَالْاَسَدِ وَاللَّيْثِ وَمُبَايِنٌ لَهُ اِنْ لَّمْ يَتَوَافَقَا فِيْهِ كَالْحَجَرِ وَالشَّجَرِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি مُفْرَد-এর অর্থ অনেক হয়। অতঃপর যদি তার গঠন ঐ সকল অর্থের জন্য সমভাবে হয়, তবে তা مُشْتَرِك হবে। যথা– عَيْن শব্দটি। আর যদি এইরূপ না হয় ; বরং একটির জন্য গঠন করা হয়েছে অতঃপর অন্য অর্থের দিকে ধাবিত করা হয়েছে, তখন যদি তার গঠনমূলক অর্থটি পুরোপুরি বর্জন করা হয়, তাহলে তাকে مَنْقُول عُرْفِى বলা হবে, যদি তার নকলকারী عُرْف হয়। যথা– دَابَّة অর্থ– চতুষ্পদ জন্তু। আর مَنْقُول شَرْعِي হবে যদি নকলকারী শরীয়ত হয়। যথা– صَلٰوة (নামায)। আর مَنْقُول اِصْطِلَاحِى হবে যদি নকলকারী কোন বিশেষ পরিভাষায় হয়। যথা– নাহু শাস্ত্রবিদদের পরিভাষা।

আর যদি প্রথম অর্থটি বর্জন না করা হয়, তাহলে مُفْرَد শব্দটিকে প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে حَقِيْقَت (প্রকৃত) এবং দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে مَجَاز (রূপক) বলা হবে। যথা– اَلْاَسَدُ শব্দটি হিংস্র প্রাণীর দৃষ্টিতে حَقِيْقَت আর বীর পুরুষের দৃষ্টিতে مَجَاز হবে। এবং প্রতিটি অপর শব্দের সম্পর্কের হিসেবে مُرَادِف হবে, যদি উভয় শব্দের অর্থ একই হয়। যথা– مَطَر এবং غَيْث (উভয় শব্দের অর্থ বৃষ্টি) এবং اَللَّيْثُ ও اَلْاَسَدُ (উভয় শব্দের অর্থ সিংহ)। এবং مُبَايِن (বিপরীত) হবে যদি উভয় শব্দের অর্থ এক না হয়। যথা– شَجَر ও حَجَر (حَجَر অর্থ হলো পাথর, আর شَجَر অর্থ হলো বৃক্ষ)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُشْتَرِك-এর পরিচয় ঃ مُشْتَرِك শব্দটি বাবে اِفْتِعَال-এর اَلْاِشْتِرَاكُ মাসদার হতে اِسْم فَاعِل-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো– অংশীদার। মানতিকী পরিভাষায় مُشْتَرِك বলা হয় যে শব্দকে অনেক অর্থের জন্য সমভাবে গঠন করা হয়েছে। যথা– عَيْن শব্দটি। কেননা, এর অর্থ– চক্ষু, ঝরনা, গুপ্তচর ইত্যাদি প্রায় ৬০টি অর্থের জন্য সমানভাবে গঠন করা হয়েছে।

مَنْقُول -এর পরিচয় : مَنْقُول শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর النَّقْل মাসদার হতে اِسْم مَفْعُول -এর সীগাহ। এর অর্থ হলো- النَّقْل বা পরিবর্তিত হওয়া, স্থানান্তরিত করা, কোন জিনিস এক স্থান হতে অন্যস্থানে নেয়া। মানতিকী পরিভাষায় مَنْقُول বলা হয়— وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ بَلْ وُضِعَ لِاَحَدِهِمَا فَنُقِلَ اِلَى الثَّانِيْ فَحِيْنَئِذٍ اِنْ تُرِكَ مَوْضُوْعُهُ الْاَوَّلُ يُسَمّٰى مَنْقُوْلًا অর্থাৎ, যদি اِسْم مُفْرَد টিকে সকল অর্থের জন্য গঠন না করা হয় ; বরং প্রথমে এক অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছিল পরে অন্য অর্থের দিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, তখন যদি প্রথম গঠনমূলক অর্থটি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয় তাহলে তাকে مَنْقُول বলা হবে। এর পরিচয় এভাবেও দেয়া যেতে পারে যে, مُفْرَد টিকে প্রথমে এক অর্থের জন্য গঠন করে পরবর্তীতে অন্য অর্থের দিকে পরিবর্তন করে প্রথম অর্থটি সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করা হয়, তবে উহাকে مَنْقُول বলা হবে। যথা- اَلصَّلٰوةُ : শব্দটি প্রথমে دُعَاء -এর জন্য গঠন করা হয়েছে, পরবর্তীতে صَلٰوة টির গঠনগত অর্থ পরিত্যাগ করে উহাকে নির্দিষ্ট একটি ইবাদত তথা সালাতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, কাজেই এটা مَنْقُول হয়েছে।

مَنْقُول -এর প্রকারভেদ : উল্লেখ্য যে, نَاقِل -এর আলোকে مَنْقُول টি তিনভাগে বিভক্ত : (১) مَنْقُول عُرْفِي বা ওরফগত মনকূল, (২) مَنْقُول شَرْعِي বা শরীয়তগত মনকূল, (৩) مَنْقُول اِصْطِلَاحِي বা পরিভাষাগত মনকূল।

مَنْقُول عُرْفِي -এর পরিচয় : গ্রন্থকার এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, اِنْ كَانَ النَّاقِلُ عُرْفًا عَامًّا فَهُوَ مَنْقُوْلٌ عُرْفِيٌّ অর্থাৎ, مُفْرَد টিকে অন্য অর্থে প্রত্যাবর্তনকারী যদি عُرْف عَام বা সর্ব সাধারণের প্রচলন হয়, তবে তাকে مَنْقُول عُرْفِي বলা হবে। যথা- دَابَّة -শব্দের অর্থ- مَا يَدُبُّ فِي الْاَرْضِ বা যা জমিনে বিচরণ করে। কিন্তু عُرْف তাকে চতুষ্পদ জন্তুর জন্য নির্ধারণ করেছে, বিধায় তা مَنْقُول হয়েছে।

مَنْقُول شَرْعِي -এর পরিচয় : এর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখক বলেন— اِنْ كَانَ النَّاقِلُ مِنْ اَهْلِ الشَّرْعِ يُسَمّٰى مَنْقُوْلًا شَرْعِيًّا অর্থাৎ, نَاقِل বা পরিবর্তনকারী যদি শরীয়ত হয়, তবে তাকে مَنْقُول شَرْعِي বলা হয়। যথা- حَجّ শব্দের অর্থ হলো- اَلْقَصْدُ وَ الْاِرَادَةُ বা সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ; কিন্তু শরীয়ত একে নির্দিষ্ট একটি ইবাদত তথা হজ্জের জন্য নির্ধারণ করে ফেলেছে, বিধায় এটা مَنْقُول شَرْعِي হয়েছে।

مَنْقُول اِصْطِلَاحِي -এর পরিচয় : এর পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেন— اِنْ كَانَ نَاقِلُهُ عُرْفًا خَاصًّا অর্থাৎ, যদি مَنْقُول -এর নকলকারী কোন বিশেষ পরিভাষা হয়, তখন তাকে مَنْقُول اِصْطِلَاحِي বলা হবে। যথা- اِسْم শব্দটি নিদর্শন, আলামত, চিহ্ন বা উঁচু অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছিল, পরবর্তীতে নাহুবিদদের পরিভাষায় اِسْم। কাল সংশ্লিষ্ট নয় এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কাজেই এটি مَنْقُول اِصْطِلَاحِي হলো।

حَقِيْقَت -এর পরিচয় : حَقِيْقَت -এর শাব্দিক অর্থ হলো- ثَابِت বা সাব্যস্ত। আর পরিভাষায় حَقِيْقَت বলা হয়, শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে শব্দটি যদি সে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে حَقِيْقَت বলা হবে। যথা- اَسَد শব্দটি দ্বারা যদি সিংহ উদ্দেশ্য করা হয়, তবে তা حَقِيْقَت হবে।

حَقِيْقَت -এর নামকরণ : حَقِيْقَت -এর মধ্যে যেহেতু শব্দটি তার বাস্তব مَعْنٰى مَوْضُوْع لَهٗ বা গঠনমূলক অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে, বিধায় উহাকে حَقِيْقَت বলে নামকরণ করা হয়েছে।

مَجَاز -এর পরিচয় : مَجَاز শব্দটির مِيْم হলো مِيْم مَصْدَرِي ; আর তা اِسْم فَاعِل অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ, مَجَاز শব্দের অর্থ হলো- অতিক্রমকারী। আর পরিভাষায় مَجَاز বলা হয়

শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে শব্দটি যদি সে অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে তার সাথে সাদৃশ্যশীল কোন অর্থে ব্যবহার হয়, তখন তাকে مَجَاز বলা হবে।

مَجَاز-এর নামকরণ ঃ যেহেতু مَجَاز শব্দটি তার مَعْنٰى مَوْضُوْع لَهٗ বা গঠনমূলক অর্থকে অতিক্রম করে অন্য অর্থে ব্যবহার হয়, বিধায় তাকে مَجَاز বলা হয়।

مُرَادِف ও مُبَايِن-এর পরিচয় ঃ দু'টি শব্দের অর্থ এক হলে উভয়টিকে مُرَادِف শব্দ বলে। যথা– مَطَر ও غَيْث উভয়টি مُرَادِف শব্দ। আর যদি দু'শব্দের অর্থ এক না হয়, তবে তাদেরকে مُبَايِن বলা হয়। যথা– حَجَر এবং شَجَر উভয়টি مُبَايِن শব্দ।

وَاَمَّا الْمُرَكَّبُ فَهُوَ اِمَّا تَامٌّ وَهُوَ الَّذِىْ يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ وَاِمَّا غَيْرُهٗ فَالْاَوَّلُ اِنِ احْتَمَلَ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ فَهُوَ خَبَرٌ وَاِلَّا فَاِنْ دَلَّ عَلٰى طَلَبِ الْفِعْلِ دَلَالَةً صِيْغِيَّةً فَهُوَ مَعَ الْاِسْتِعْلَاءِ اَمْرٌ كَقَوْلِنَا اُنْصُرْ وَمَعَ الْخُضُوْعِ دُعَاءٌ وَسُؤَالٌ وَمَعَ التَّسَاوِىْ اِلْتِمَاسٌ وَاِنْ لَّمْ يَدُلَّ عَلٰى طَلَبِ الْفِعْلِ دَلَالَةً صِيْغِيَّةً فَهُوَ تَنْبِيْهٌ وَيَنْدَرِجُ فِيْهِ التَّمَنِّىْ وَالنِّدَاءُ وَغَيْرُهُمَا وَاَمَّا الثَّانِىْ فَهُوَ اِمَّا مُرَكَّبٌ تَقْيِيْدِىٌّ كَالرَّجُلِ الْفَطِنِ وَاِمَّا غَيْرُ تَقْيِيْدِىٍّ كَالْمُرَكَّبِ مِنْ اِسْمٍ وَ اَدَاةٍ –

সরল অনুবাদ ঃ অতঃপর مُرَكَّب (যুক্ত শব্দ) টি হয়তো تَام হবে, আর তাহলো যা বলার পর শ্রোতাবৃন্দের চুপ থাকা বিশুদ্ধ হবে। অথবা غَيْر تَام হবে। সুতরাং প্রথমটি (مُرَكَّب تَام) যদি সত্য ও মিথ্যার অবকাশ রাখে, তবে তা خَبَر হবে। আর যদি তা না হয়, (সত্য মিথ্যার অবকাশ না রাখে) তবে তা শব্দগতভাবে কোন فِعْل বা ক্রিয়া এর طَلَب বা অন্বেষণ বুঝায়, যদি তা اِسْتِعْلَاء বা নিজেকে বড় মনে করে হয়, তবে তা اَمْر বা নির্দেশসূচক ক্রিয়া হবে। যথা–اُنْصُرْ বা তুমি সাহায্য কর। এবং বিনয়ের সাথে হলে তাকে دُعَاء বা আবেদন এবং سُؤَال বা প্রার্থনা বলে। এবং اَلتَّسَاوِى তথা সমতা বোধের সাথে হলে তাকে اِلْتِمَاس বা অনুরোধ বলে। আর যদি مُرَكَّب টি শাব্দিকভাবে طَلَب فِعْل তথা ক্রিয়ার অন্বেষণকে না বুঝায়, তবে তাকে تَنْبِيْه বা সতর্কীকরণ বলা হবে। এবং اَلتَّمَنِّىْ বা আকাঙ্ক্ষা ও اَلنِّدَاء বা আহবান ইত্যাদিও تَنْبِيْه-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। অনন্তর দ্বিতীয়টি (مُرَكَّب غَيْر تَام) হয়তো مُرَكَّب تَقْيِيْدِى (শর্তযুক্ত مُرَكَّب) হবে। যথা–اَلرَّجُلُ الْفَطِنُ অর্থাৎ, চালাক ব্যক্তি, বা مُرَكَّب غَيْر تَقْيِيْدِى (শর্তহীন مُرَكَّب) হবে। যথা– اِسْم ও حَرْف-এর সমন্বয়ে যে مُرَكَّب গঠিত হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُرَكَّب-এর পরিচয় ঃ مُرَكَّب শব্দটি بَاب تَفْعِيْل হতে اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো– মিশ্রিত, সংযুক্ত। অবশ্য এখানে যৌগিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিভাষায় مُرَكَّب বলা হয়— اَلدَّالُّ بِالْمُطَابَقَةِ اِنْ قُصِدَ بِجُزْئِهٖ دَلَالَةً عَلٰى جُزْءِ مَعْنَاهُ فَهُوَ مُرَكَّب অর্থাৎ, দালালতে মুতাবেকী

দ্বারা যদি এমন উদ্দেশ্য নেয়া হয় যে, উহার অংশ তার অর্থের অংশের ওপর বুঝাবে, তবে তাকে مُرَكَّب বলা হবে। ইমাম খায়রাবাদীর মতে— اَلْمُرَكَّبُ مَا يُقْصَدُ بِجُزْئِهِ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ অর্থাৎ, শব্দের অংশ যদি অর্থের অংশের ওপর দালালত করা উদ্দেশ্য হয়, তবে তাকে مُرَكَّب বলা হবে। যথা- رَامِى السَّهْمِ অর্থ- তীর নিক্ষেপকারী। এখানে শব্দটিকে যদি দু'ভাগে ভাগ করা হয়, তবুও শব্দের অংশ অর্থের অংশের ওপর দালালত করবে। যথা- رَامِى অর্থ- নিক্ষেপকারী, আর سَهْم অর্থ- তীর।

উল্লেখ্য যে, مُرَكَّب -এর মধ্যে দু'টি বিষয় থাকা অবশ্যই জরুরী। (১) مُرَكَّب টির অবশ্যই جُزْء বা অংশ থাকতে হবে (২) এবং جُزْء -এর ওপর অর্থের جُزْء ও দালালত করতে হবে।

مُرَكَّب বা اَقْسَامُ الْمُرَكَّبِ -এর প্রকারভেদ ঃ مُرَكَّب টি প্রথম দু'ভাগে বিভক্ত ঃ (১) مُرَكَّب تَام বা পরিপূর্ণ যৌগিক, (২) مُرَكَّب نَاقِص বা অসম্পূর্ণ যৌগিক।

مُرَكَّب تَام -এর পরিচয় ঃ شَرْحُ التَّهْذِيْب গ্রন্থকার مُرَكَّب -এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন— اَلْمُرَكَّبُ التَّامُّ هُوَ مَا يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, যা শ্রবণ করার পর শ্রোতার জন্য তার ওপর চুপ থাকা সঠিক হয়, তাকেই مُرَكَّب تَام বলে।

কারো কারো মতে— هُوَ عِبَارَةٌ مِمَّا يُفِيْدُ الْمُخَاطَبَ فَائِدَةً تَامَّةً فَلَا يُسْئَلُ عَنْهُ অর্থাৎ, যে مُرَكَّب টি শ্রোতাকে পূর্ণ উপকারিতা দান করে এবং যা বুঝতে কোনরূপ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় না, তাকেই مُرَكَّب تَام বলা হয়। যথা- بَكْرٌ كَاتِبٌ অর্থ- বকর একজন লিখক।

مُرَكَّب نَاقِص -এর পরিচয় ঃ مُرَكَّب نَاقِص -এর পরিচয় দিতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেন— هُوَ مَا لَايَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, যে বক্তব্যের ওপর শ্রোতার চুপ থাকা শুদ্ধ হয় না। অন্যত্র এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে— مَا لَايُفِيْدُ الْمُخَاطَبَ بَعْدَ السَّمْعِ فَيَحْتَمِلُ السُّؤَالَ عَنْهُ অর্থাৎ, যা শ্রবণ করার পর শ্রোতার বক্তব্য বুঝতে প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে, তাকেই مُرَكَّب نَاقِص বলা হয়। যথা- غُلَامُ زَيْدٍ অর্থ- যায়েদের গোলাম। এখানে স্বভাবতই প্রশ্নের অবকাশ থাকে যে, যায়েদের গোলাম কি দণ্ডায়মান না বসা ইত্যাদি।

مُرَكَّب تَام -এর প্রকারভেদ ঃ مُرَكَّب تَام টি দু'প্রকার ঃ (১) اَلْخَبَرُ (২) اَلْاِنْشَاءُ

اَلْخَبَر -এর পরিচয় ঃ خَبَر শব্দটি হলো একবচন। এর বহুবচন হলো اَخْبَارٌ ; এর অর্থ হলো সংবাদ। পরিভাষায় خَبَر বলা হয়— اِنِ احْتَمَلَ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ فَهُوَ خَبَرٌ অর্থাৎ, مُرَكَّب تَام টি যদি সত্য-মিথ্যার অবকাশ রাখে, তবে তা خَبَر বলে পরগণিত হবে। যথা- زَيْدٌ حَاضِرٌ অর্থ- যায়েদ উপস্থিত।

اِنْشَاء -এর পরিচয় ঃ اِنْشَاء শব্দটি বাবে اِفْعَال-এর মাসদার। এর অর্থ হলো اَلْخَلْقُ বা সৃষ্টি করা। পরিভাষায় اِنْشَاء বলা হয়— هُوَ مَا لَايَصِحُّ اَنْ يُّقَالَ لِقَائِلِهِ اَنَّهُ صَادِقٌ فِيْهِ اَوْ كَاذِبٌ অর্থাৎ, যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলার কোন অবকাশ নেই। যথা- اُنْصُرْ زَيْدًا - তুমি যায়েদকে সাহায্য কর। এখানে বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলার কোনই অবকাশ নেই।

مُرَكَّب نَاقِص -এর প্রকারভেদ ঃ مُرَكَّب نَاقِص টি তিন ভাগে বিভক্ত ঃ (১) مُرَكَّب اِضَافِى (২) مُرَكَّب تَوْصِيْفِى (৩) مُرَكَّب غَيْر تَقْيِيْدِى

مُرَكَّب اِضَافِى -এর পরিচয় ঃ যে مُرَكَّب টি مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মিলে গঠিত হয় তাকে مُرَكَّب اِضَافِى বলা হয়। যথা- رَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থ- আল্লাহর দূত। এখানে رَسُوْل হলো مُضَاف আর اَللّٰه হলো مُضَاف اِلَيْه কাজেই বাক্যটি مُرَكَّب اِضَافِى হয়েছে।

مُرَكَّب تَوْصِيْفِى -এর পরিচয় ঃ যে مُرَكَّب টি موصوف ও صِفَت মিলে গঠিত হয়, তাকে مُرَكَّب تَوْصِيْفِى বলা হয়। যথা- رَجُلٌ شَرِيْفٌ অর্থ- একজন ভদ্র লোক। এখানে رَجُلٌ হলো موصوف আর شَرِيْف হলো তার সিফাত, কাজেই এটি مُرَكَّب تَوْصِيْفِى হয়েছে।

مركب غير تقييدي এর পরিচয় ঃ যে مركب-এর মধ্যে এক অংশ অন্য অংশের জন্য قيد হয় না তাকেই مركب غير تقييدي বলা হয়। যথা– في الدار অর্থ– ঘরের মধ্যে। এখানে في এবং دار যুক্ত হয়ে مركب হয়েছে, তবে এখানে এক অংশ অন্য অংশের জন্য قيد নয়।

চিত্রের সাহায্যে الدال بالمطابقة-এর পরিচয়

الدال بالمطابقة বা পূর্ণাঙ্গ নির্দেশক

- مفرد
  - اسم
  - كلمة
  - أداة
- مركب
  - مركب تام
    - خبر
    - انشاء
      - أمر، نهي، تمني، ترجي، استفهام، نداء، قسم، تعجب، عقود، مدح وذم، التماس، سؤال، دعاء
  - مركب ناقص
    - اضافي
    - توصيفي
    - غير تقييدي

الاسم المفرد বা একক বিশেষ্য

১. متحد المعنى (এক অর্থ বিশিষ্ট বিশেষ্য) — ان كان معناه واحدا
- ১. علم — নির্দিষ্ট নাম: ان تعين ذلك المعنى كزيد
- ২. متواطي — অনির্ধারিত: ان لم يتعين وحصوله في كل الافراد على السواء كالانسان وهو زيد وعمرو وبكر
- ৩. مشكك — দ্বন্দ্ব যুক্ত: ان لم يتعين وحصوله بالتفاوت كالوجود في الواجب والممكن

২. متكثر المعنى (একাধিক অর্থ বিশিষ্ট বিশেষ্য) — ان كان معناه كثيرا
- ১. مشترك — বিভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট — عين — চক্ষু, কুয়া, চশমা ইত্যাদি
- ২. منقول — পরিবর্তিত — دابة — চতুষ্পদ জন্তু
  - ১. منقول شرعي — শরীয়ত কর্তৃক পরিবর্তিত — صلوة: كان معناه دعاء فنقل الى الاركان المخصوصة
  - ২. منقول عرفي — জনসাধারণ কর্তৃক পরিবর্তিত — دابة: كان معناه ما يدب على الارض فنقل الى القوائم الاربع
  - ৩. منقول اصطلاحي — পারিভাষিক পরিবর্তিত — اسم: كان معناه العلو فنقل الى لفظ يدل على معنى مستقل غير مقترن بالزمان المخصوص
- ৩. حقيقت — বাস্তব — أسد — সিংহ
- ৪. مجاز — রূপক — أسد — বীর পুরুষ

اَللَّفْظُ الدَّالُّ

১
مُرَادِف
إِنْ يَتَوَافَقَا مَعْنًى
أَسَدٌ ، لَيْثٌ
উভয়টির অর্থ সিংহ

২
مُبَايِن
إِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا مَعْنًى
شَجَرٌ ، حَجَرٌ
পাথর, গাছ

اَلتَّمْرِيْنُ – অনুশীলনী

১। اَلْمَنْطِقُ -এর পরিচয়, নামকরণ, আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য, সংকলন ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। عِلْم কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? حُكْم বলতে কি বুঝ? تَصْدِيْق -এর ওপর تَصَوُّر -এর অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ বর্ণনা কর।

৩। دَلَالَة -এর পরিচয় দাও এবং উহা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

৪। اَلدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ -এর সংজ্ঞা দাও এবং উহার প্রকারগুলো বিস্তারিভাবে বর্ণনা কর।

৫। مُفْرَد ও مُرَكَّب-এর পরিচয় দাও এবং উহারা কত প্রকার ও কি কি? বিশদভাবে আলোচনা কর।

৬। مَنْقُول -এর পরিচয় দাও এবং উহার প্রকারগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

৭। এক অর্থ ও একাধিক অর্থ হিসেবে مُفْرَد কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

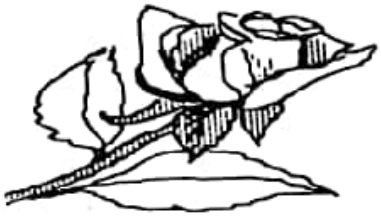

فَصْلٌ فِى الْمَعَانِى الْمُفْرَدَةِ كُلُّ مَفْهُوْمٍ فَهُوَ اِمَّا جُزْئِىٌّ اِنْ مَنَعَ نَفْسُ تَصَوُّرِهٖ عَنْ وُقُوْعِ الشَّرِكَةِ فِيْهِ كَزَيْدٍ اَوْ كُلِّىٌّ اِنْ لَّمْ تَمْنَعْ فَالْكُلِّىُّ الَّذِىْ هُوَ تَمَامُ مَاهِيَّةِ جُزْئِيَّاتِهٖ نَوْعٌ وَهُوَ صَادِقٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ وَالدَّاخِلُ غَيْرُ الْمُتَسَاوِىْ فِىْ تِلْكَ الْمَاهِيَّةِ جِنْسٌ وَهُوَ صَادِقٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ قَرِيْبٌ اِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِ مَايُشَارِكُهَا فِيْهِ هُوَ الْجَوَابُ عَنْهَا وَعَنْ كُلِّ مَايُشَارِكُهَا فِيْهِ كَالْحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْاِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَبَعِيْدٌ اِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنْهَا وَعَنْ بَعْضِ مَا يُشَارِكُهَا فِيْهِ غَيْرَ الْجَوَابِ عَنْهَا وَعَنْ بَعْضِ الْاٰخَرِ كَالْجِسْمِ النَّامِىْ وَالدَّاخِلُ الْمُتَسَاوِىْ لَهَا فَصْلٌ وَهُوَ كُلِّىٌّ صَادِقٌ عَلَى الشَّىْءِ فِىْ جَوَابِ اَىِّ شَىْءٍ هُوَ فِىْ حَقِيْقَتِهٖ فَهُوَ قَرِيْبٌ اِنْ مَيَّزَ النَّوْعَ عَنْ مُشَارِكِهٖ فِىْ جِنْسٍ قَرِيْبٍ وَبَعِيْدٌ اِنْ مَيَّزَهٗ عَنْهُ فِىْ جِنْسٍ بَعِيْدٍ -

সরল অনুবাদ ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ একক অর্থসমূহের বর্ণনায়। প্রত্যেক مَفْهُوْم (মস্তিষ্কে অর্জিত অনুধাবনযোগ্য বিষয়) হয়তো جُزْئِى (আংশিক) হবে, যদি এর نَفْس تَصَوُّر বা কল্পনা তার (مَفْهُوْم) মধ্যে কোন কিছুর শরিক হওয়াকে বারণ করে। যথা- زَيْد -এর مَفْهُوْم ; অথবা مَفْهُوْم টি كُلِّى বা সম্পূর্ণ হবে যদি مَفْهُوْم টির نَفْس تَصَوُّر বা কল্পনা তার মধ্যে অন্য কিছু শরিক হওয়াকে বারণ না করে। অতঃপর যে كُلِّى তার جُزْئِيَّات (অংশসমূহ)-এর تَمَام মাহিয়্যাত (মূল পদার্থ) হবে, তা نَوْع বা প্রকার হবে। উহা مَاهُوَ (মূলে কি?) এর প্রশ্নের জবাবে একই حَقِيْقَت বিশিষ্ট অনেক اَفْرَاد বা সংখ্যার ওপর প্রযোজ্য হবে। এবং ঐ مَاهِيَّت (মূল)-এর মধ্যে সমান না হয়ে অন্তর্ভুক্ত হলে جِنْس হবে। উহা হলো, مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করা হলে তার উত্তরে বিভিন্ন حَقِيْقَت বিশিষ্ট অনেক اَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য হলে তাকে جِنْس বলে। যদি مَاهِيَّت এবং مَاهِيَّت -এর কোন কোন مُشَارِك বা اَفْرَاد সম্পর্কে প্রশ্ন করলে যে جِنْس টি উত্তরে হবে তা-ই যদি مَاهِيَّت ও مَاهِيَّت-এর সমস্ত مُشَارِك বা সমস্ত اَفْرَاد সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উত্তর হয়, তবে جِنْس قَرِيْب হবে। যথা- اَلْحَيَوَانُ ; এটা اِنْسَان এবং فَرَس -এর দৃষ্টিতে جِنْس قَرِيْب হবে। আর যদি উত্তর مَاهِيَّت ও তার মধ্যে শরিক হওয়া কিছু اَفْرَاد সম্পর্কে প্রশ্ন করলে যা হবে সে مَاهِيَّت এবং অপর اَفْرَاد সম্পর্কে প্রশ্ন করলেও সে উত্তরই হয়, তবে جِنْس بَعِيْد হবে। যথা- جِسْم نَامِى (বর্ধনশীল শরীর)। যে كُلِّى টি مَاهِيَّت-এর

সমকক্ষ হয়ে مَاهِيَّت-এর অধীনে প্রবেশ করে তাকে فَصْل বলা হয়। আর তাহলো, এমন كُلِّي যাকে مَاهُوَ (বাস্তবে তা কি?) দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে কোন বস্তুর ওপর প্রযোজ্য হয়, তবে তাকে فَصْل বলা হবে। আর فَصْل টি যদি جِنْس قَرِيْب-এর اَفْرَاد হতে نَوْع-কে পৃথক করে নেয়, তবে তাকে فَصْل قَرِيْب বলা হবে। আর فَصْل টি যদি جِنْس بَعِيْد-এর اَفْرَاد হতে نَوْع-কে পৃথক করে নেয়, তবে তাকে فَصْل بَعِيْد বলা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَفْهُوْم-এর পরিচয় ঃ مَفْهُوْم শব্দটি اِسْم مَفْعُوْل-এর وَاحِد مُذَكَّر-এর সীগাহ, বাবে سَمِعَ يَسْمَعُ; অর্থ হলো- জ্ঞাত হওয়া। এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— اَلْمَفْهُوْم هُوَ مَا يَحْصُلُ فِى الذِّهْنِ بِاللَّفْظِ অর্থাৎ, শব্দের দ্বারা মস্তিষ্কে যা অর্জিত হয় তাকে مَفْهُوْم বলে। যেমন- زَيْد বলার সাথে সাথে মস্তিষ্ক বুঝে যে, সে একজন اِنْسَان বা মানুষ। আর তা শব্দের উদ্দেশ্য হিসেবে مَعْنٰى নামে অভিহিত। আর শব্দ তার ওপর দালালত করে হিসেবে উহা শব্দের مَدْلُوْل হবে। শব্দ হতে অর্জিত বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্ন নামে অভিহিত হলেও মূলত ইহারা এক ও অভিন্ন।

مَفْهُوْم-এর প্রকারভেদ বা اَقْسَامُ الْمَفْهُوْم ঃ মানতিক শাস্ত্রে مَفْهُوْم দু'প্রকার। যথা- ১. كُلِّى ২. جُزْئِى

جُزْئِى-এর বর্ণনা ঃ প্রকাশ থাকে যে, جزئى শব্দটির মধ্যে "ى" টি নিসবতের জন্য। আভিধানিক অর্থ হলো- قِطْعَة (টুকরা বা অংশ)। পারিভাষিক সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন— اِنْ مَنَعَ نَفْسُ تَصَوُّرِهٖ عَنْ وُقُوْعِ الشَّرِكَةِ فِيْهِ অর্থাৎ, যদি مَفْهُوْم-এর কল্পনা مَفْهُوْم-এর মধ্যে কোন কিছুর অংশীদারিত্ব হওয়াকে বাধা দেয় তাহলে তাকে جُزْئِى বলে। যেমন- زَيْد বললে শুধু যায়েদকেই বুঝাবে, এর সাথে অন্য কারো অংশীদার হওয়া কল্পনা করা যায় না।

كُلِّى-এর পরিচয় ঃ كُلِّى শব্দটি كُل থেকে। "ى" টি نِسْبَة-এর জন্য। এর অর্থ হলো- جَمِيْع বা প্রত্যেকটি, সমস্ত, সকল। যেমন, আল্লাহ পাক বলেন— كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

كُلِّى-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন— اِنْ مَا مَنَعَ نَفْسُ تَصَوُّرِهٖ عَنْ وُقُوْعِ الشَّرِكَةِ فِيْهِ فَهُوَ كُلِّىٌ অর্থাৎ, كُلِّى ঐ مَفْهُوْم-কে বলে যার কল্পনা তার মধ্যে কিছু অংশীদারী হওয়াকে বাধা প্রদান করে না। যমন- اَلْاِنْسَان শব্দটির মধ্যে বেলাল, ফারুক, শফিক, ফাহিম সকলেই অন্তর্ভুক্ত।

كُلِّى-এর প্রকারভেদ বা اَقْسَامُ الْكُلِّى ঃ প্রকাশ থাকে, পুনরায় كُلِّى আবার ৫ প্রকার। যথা- ১. نَوْع ২. جِنْس ৩. فَصْل ৪. خَاصَّة ৫. عَرَض عَام

نَوْع-এর পরিচয় ঃ نَوْع শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো اَنْوَاع ; এর শাব্দিক অর্থ হলো- اَلْقِسْم বা প্রকার। পরিভাষায় نَوْع বলা হয়— اَلنَّوْعُ وَهُوَ صَادِقٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ অর্থাৎ, نَوْع এমন كُلِّى যা مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তরে একই হাকীকত বিশিষ্ট অনেক اَفْرَاد বা সংখ্যার ওপর প্রযোজ্য হয়। যেমন- اِنْسَان বললে এর اَفْرَاد যথা- মামুন, যায়েদ, মনির, খালেদ, মাসূদ ইত্যাদির হাকীকত হলো اَلْحَيَوَانُ النَّاطِقُ ; সকলেই উদ্দেশ্য।

جِنْس-এর পরিচয় ঃ جِنْس শব্দটি একবচন। এর جَمْع হলো اَجْنَاس অর্থ- জাতি বা সম্প্রদায়। পরিভাষায়— اَلْجِنْسُ وَهُوَ صَادِقٌ عَلَى الْكَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ অর্থাৎ, جِنْس এমন كُلِّى যা مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তরে বিভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট অনেক اَفْرَاد বা সংখ্যার ওপর প্রযোজ্য হয়।

اَلْجِنْسُ مَا يَدُلُّ عَلٰى المعجم الوسيط প্রণেতা جِنْس-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন— كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْاَنْوَاعِ অর্থাৎ, যে كُلِّى টা বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী বিশিষ্ট অনেক জিনিসের ওপর প্রযোজ্য হয়, তাকেই جنس বলা হয়। যেমন- حَيَوَان বললে মানুষ, ঘোড়া, গরু সকলের ওপর প্রযোজ্য হয়।

جِنْس-এর প্রকারভেদ : মানতিক শাস্ত্রে جِنْس দু'প্রকার।

যথা- (১) جِنْس قَرِيْب (২) جِنْس بَعِيْد

جِنْس قَرِيْب-এর বর্ণনা : جِنْس قَرِيْب-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিকে বলা হয়েছে— যদি مَاهِيَّت এবং مَاهِيَّت-এর কোন কোন مُشَارِك বা اَفْرَاد সম্পর্কে প্রশ্ন করলে যে جِنْس উত্তর হবে, এর সাথে আরো কতিপয় বস্তু একত্র করে مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করলে ঠিক ঐ একই হবে, উহাকে جِنْس قَرِيْب বলে। যথা- اِنْسَان-এর সাথে শরিক হলো فَرَس ; এ দু'টিকে مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর হবে حَيَوَان; ঠিক এর সাথে আরো কতিপয় বস্তু একত্র করে যেমন- গরু, ছাগল ইত্যাদি একত্রিত করে প্রশ্ন করলেও উত্তর আসবে حَيَوَان অর্থাৎ, একই উত্তর আসবে। সুতরাং حَيَوَان শব্দটি হলো جِنْس قَرِيْب

جِنْس بَعِيْد-এর বর্ণনা : এর সংজ্ঞা হলো, যদি مَاهِيَّت এবং بَعْض مُشَارِك مَاهِيَّت সম্পর্কে مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর হবে, যদি উহার সাথে শরিক আরো কতিপয় বস্তুকে একত্র করে مَاهُوَ দ্বারা প্রশ্ন করা হলে যে ভিন্ন উত্তর পাওয়া যায়, তাকে جِنْس بَعِيْد বলে। যথা- اِنْسَان-এর সাথে- فَرَس-কে মিলিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর হবে حَيَوَان; কিন্তু এর সাথে اَشْجَار-কে মিলিয়ে প্রশ্ন করলে جِسْم نَامِى পাওয়া যাবে। সুতরাং جِسْم نَامِى একটি جِنْس بَعِيْد

فَصْل-এর পরিচয় : فَصْل শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো فُصُوْل; এর অর্থ হলো- পরিচ্ছেদ। এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো— اَلْفَصْلُ هُوَ كُلِّىٌّ مَقُوْلٌ عَلٰى شَيْئٍ فِىْ جَوَابِ اَىُّ شَيْئٍ هُوَ فِىْ ذَاتِهٖ অর্থাৎ, কোন كُلِّى-কে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এ বস্তুর জাত কি? তখন যে كُلِّى টি উত্তরে পাওয়া যায় তাকে فَصْل বলে। যেমন- যদি প্রশ্ন করা হয়, اِنْسَان-এর জাত কি? উত্তরে আসবে نَاطِق; এখানে نَاطِق শব্দটি فَصْل

فَصْل-এর প্রকারভেদ : উল্লেখ্য যে, فَصْل টা দু'ভাগে বিভক্ত : (১) فَصْل قَرِيْب (২) فَصْل بَعِيْد

فَصْل قَرِيْب-এর পরিচয় : যদি جِنْس قَرِيْب যথা- حَيَوَان-এর اَفْرَاد হতে فَصْل টি حَيَوَان نَاطِق দ্বারা نَوْع-কে পৃথক করে, তবে فَصْل টি فَصْل قَرِيْب হবে। যথা- حَيَوَان হতে نَاطِق দ্বারা نَوْع বলে اِنْسَان(মানুষ) نَوْع-কে পৃথক করা হলো, তাই نَاطِق টি فَصْل قَرِيْب হয়েছে।

فَصْل بَعِيْد-এর পরিচয় : যদি جِنْس بَعِيْد যথা- جِسْم-এর اَفْرَاد হতে نَوْع-কে فَصْل দ্বারা পৃথক করা হয়, তবে সে فَصْل-কে فَصْل بَعِيْد বলা হয়। যথা- جِسْم-এর সাথে نَامِى (বর্ধনশীল) فَصْل মিলিয়ে نَوْع তথা جِسْم نَامِى-কে পৃথক করা হয়, কাজেই فَصْل টি جِسْم نَامِى بَعِيْد হয়েছে।

مُمْكِن (সম্ভব) مُمْتَنِع (অসম্ভব)-এর হিসেবে كُلِّى-এর প্রকারভেদ : مُمْكِن ও مُمْتَنِع হিসেবে كُلِّى মোট ৬ ভাগে বিভক্ত :

১. مُمْتَنِعُ الْاَفْرَاد তথা اَفْرَاد অসম্ভব সম্পন্ন كُلِّى যার اَفْرَاد হওয়া নিষিদ্ধ বা অসম্ভব। যথা- شَرِيْكُ الْبَارِى – আল্লাহর অংশীদার হওয়া।

২. مُمْكِنُ الْاَفْرَاد তথা اَفْرَاد সম্ভব সম্পন্ন كُلِّى যার اَفْرَاد হওয়া যুক্তির দিক হতে সম্ভব, কিন্তু اَفْرَاد-এর কোন বাস্তবতা বা দৃষ্টান্ত তাতে নেই। যথা- 'আনকা' পাখি (যার নাম সকলেরই জানা, কিন্তু তার অস্তিত্ব আজও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি)।

৩. مُمْكِنُ الْاَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْوَاحِدِ مَعَ اِمْكَانِ الْغَيْرِ অর্থাৎ, যে كُلِّى-এর বাস্তবতা সম্ভব, কিন্তু মাত্র একটির অস্তিত্ব রয়েছে, আর অন্যটির অস্তিত্ব সম্ভব কিন্তু বাস্তবে তা পাওয়া যায় না। যথা- চন্দ্র, সূর্য। এ গুলো একটির বেশি পাওয়া যায় না।

৪. مُمْكِنُ الْاَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْوَاحِدِ مَعَ اِمْتِنَاعِ الْغَيْرِ অর্থাৎ, যে كُلِّى-এর اَفْرَاد সম্ভব সর্বমাত্র একটির বাস্তবতা রয়েছে, অন্যগুলোর বাস্তবতা অসম্ভব। যথা- وَاجِبُ الْوُجُوْد ; এখানে একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব অসম্ভব।

৫. مُمْكِنُ الْاَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْكَثِيْرِ مَعَ التَّنَاهِى অর্থাৎ, যে كُلِّى-এর اَفْرَاد সম্ভব এবং একাধিক اَفْرَاد-এর বাস্তবতা রয়েছে, কিন্তু اَفْرَاد সীমাবদ্ধ। যথা- سَبْعِ سَيَّارَة বা সাত তারকা।

৬. مُمْكِنُ الْاَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْكَثِيْرِ مَعَ غَيْرِ التَّنَاهِى অর্থাৎ, যে كُلِّى-এর اَفْرَاد সম্ভব এবং বাস্তবও আছে, আর বাস্তবতার সংখ্যা সীমাহীন। যথা- আল্লাহর مَعْلُوْمَات বা অভিজ্ঞতাসমূহ।

উল্লেখ্য যে, ওপরে বর্ণিত كُلِّى-এর তিন প্রকার তথা جِنْس , نَوْع ও فَصْل-কে ذَاتِيَات বলা হয়। আর নিম্নে বর্ণিত দু'প্রকার তথা عَرْض عَام ও خَاصَّه-কে عَرْضِيَات বলা হয়।

وَالْخَارِجُ عَنِ الشَّيْءِ اِنِ امْتَنَعَ اِنْفِكَاكُهُ عَنْهُ فَهُوَ لَازِمٌ وَاِلَّا فَهُوَ عَرَضٌ مُفَارِقٌ وَاللَّازِمُ قَدْ يَكُوْنُ لَازِمًا لِلْوُجُوْدِ كَالسَّوَادِ لِلْحَبْشِيِّ اَوْ لَازِمًا لِلْمَاهِيَّةِ كَالزَّوْجِيَّةِ لِلْاِثْنَيْنِ فَهُوَ اِمَّا بَيِّنٌ وَهُوَ الَّذِىْ لَا يَقْتَرِنُ بِقَوْلِنَا لِاَنَّهُ كَالْفَرْدِيَّةِ لِلْوَاحِدِ وَاِمَّا غَيْرُ بَيِّنٍ وَهُوَ الَّذِىْ يَقْتَرِنُ بِهٖ كَالْحُدُوْثِ لِلْعَالَمِ وَالْعَرَضُ الْمُفَارِقُ اِمَّا سَرِيْعُ الزَّوَالِ كَحُمْرَةِ الْخَجِلِ وَصُفْرَةِ الْوَجِلِ وَاِمَّا بَطِيْئَتُهُ كَالْعِشْقِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّازِمِ وَالْمُفَارِقِ فَهُوَ اِنِ اخْتَصَّ بِاَفْرَادِ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُوَ الْخَاصَّةُ وَتُرْسَمُ بِاَنَّهَا كُلِّيَّةٌ صَادِقَةٌ عَلٰى اَفْرَادِ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ صِدْقًا عَرَضِيًّا كَالضَّاحِكِ بِالْقُوَّةِ اَوْ بِالْفِعْلِ وَاِلَّا فَهُوَ عَرَضٌ عَامٌّ وَيُرْسَمُ بِاَنَّهُ كُلِّيٌّ صَادِقٌ عَلٰى اَفْرَادِ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَيْرِهَا صِدْقًا عَرَضِيًّا كَالْمَاشِىْ بِهِمَا –

সরল অনুবাদ ঃ যে كُلِّى কোন বস্তুর حَقِيْقَت-এর বহির্ভূত হয়েও كُلِّى টি حَقِيْقَت হতে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ তাকেই لَازِم বা আবশ্যিক বলে। আর যদি كُلِّى টি حَقِيْقَت হতে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ না হয়, তবে তাকে عَرْض مُفَارِق বা বিয়োগযোগ্য আনুষঙ্গিক বলা হবে। আর لَازِم কোন কোন সময় وُجُود (অস্তিত্ব)-এর জন্য আবশ্যক হয়। যথা- হাবশীদের জন্য কালো হওয়া। অথবা مَاهِيَّة (মূলধাতু)-এর জন্য আবশ্যক হয়। যথা- দুই এর জন্য জোড় হওয়া। অতঃপর উহা হয়তো بَيِّن হবে। আর তাহলো, যে লাযেম আমাদের উক্তি لِاَنَّهُ (কেননা)-এর সাথে যদি যুক্ত না হয় (তবে তাকে لَازِم بَيِّن বলে)। যথা- এক-এর জন্য বেজোড় হওয়া।

অথবা لَازِم غَيْر بَيِّن : আর উহা হলো, যা لِأَنَّهٗ (কেননা)-এর সাথে যুক্ত হয়(তাকেই غَيْر بَيِّن বলা হয়)। যথা– اَلْعَالَمُ حَادِثٌ অর্থাৎ, পৃথিবী নশ্বর। এবং عَرَض مُفَارِق হয়তো سَرِيْعُ الزَّوَال (দ্রুত বিলুপ্ত) হয়ে যায়। যথা– লাঞ্ছনার কারণে চেহারার রক্তিম বর্ণ ধারণ করা এবং ভয়ের কারণে চেহারা হলুদ বর্ণে পরিণত হওয়া। অথবা بَطِيْئُ الزَّوَال বা বিলম্বে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যথা– প্রেমিকের প্রেম। প্রতিটি لَازِم ও مُفَارِق যদি এক حَقِيْقَت-এর সাথে নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে خَاصَّة বলা হবে। আর خَاصَّة-এর পরিচয় এভাবে দেয়া যায় যে, خَاصَّة এমন كُلِّى-কে বলা হয়, যা একই হাকীকতের বহু فَرْد-এর ওপর অস্থায়ীভাবে প্রযোজ্য হয়। যথা– ضَاحِك بِالْقُوَّة বা হাসির শক্তি সম্পন্ন বা ضَاحِك بِالْفِعْل বা উপস্থিত হাসি দাতা। অন্যথায় তা عَرَض عَام হবে। আর এর পরিচয় এভাবে দেয়া যায় যে, عَرَض عَام এমন এক كُلِّى-কে বলা হয় যা এক হাকীকত ও অন্য হাকীকতের অনেক فَرْد-এর ওপর অস্থায়ীভাবে প্রযোজ্য হয়। যথা– اَلْمَاشِى – যিনি পায়ে চলেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَازِم-এর পরিচয় ঃ لَازِم শব্দটি لُزُوْم মূলধাতু থেকে وَاحِد مُذَكَّر-এর সীগাহ। বহুছ اِسْم فَاعِل; এর অর্থ হলো– আবশ্যিক বা অপরিহার্য। এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় যুক্তিবিদদের মতামত নিম্নরূপ।

মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন— "اَلْخَارِجُ عَنِ الشَّيْئِ اِنِ امْتَنَعَ انْفِكَاكُهٗ عَنْهُ فَهُوَ لَازِمٌ" অর্থাৎ, যে كُلِّى কোন বস্তুর হাকীকত হতে বহির্ভূত হয়েও كُلِّى টি হাকীকত হতে পৃথক হওয়া যদি নিষিদ্ধ হয়, তবে তাকে لَازِم বলে।

মিরকাত প্রণেতা বলেন— اَللَّازِمُ مَا يَمْتَنِعُ انْفِكَاكُهٗ عَنِ الشَّيْئِ الْمَعْرُوْضِ اِمَّا بِالنَّظْرِ اِلَى الْمَاهِيَّةِ অর্থাৎ, كُلِّى টি যদি مَعْرُوْض থেকে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ হয়, তাকে لَازِم বলে। এটা কখনো نَظَر-এর জন্য আবার কখনো مَاهِيَّت বা মূলধাতুর জন্য হতে পারে। যথা– حَبْشِى বা নিগ্রগণ কালোই হয়ে থাকে, কালোত্ব তাদের থেকে পৃথক হয় না অর্থাৎ, কালোত্ব তাদের জন্য আবশ্যিক হয়ে গেছে। এটা لَازِم وُجُوْد-এর উদাহরণ। আর لَازِم مَاهِيَّت-এর উদাহরণ হলো اِثْنَان বা দুই সংখ্যাটি। কেননা, এ সংখ্যাটি জোড় হওয়া لَازِم বা আবশ্যিক।

اَقْسَامُ اللَّازِم বা لَازِم-এর প্রকারভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, لَازِم দু'প্রকার। যথা– ১. لَازِم بَيِّن (স্পষ্ট আবশ্যিক), ২. لَازِم غَيْر بَيِّن (অস্পষ্ট বা যুক্তিযুক্ত আবশ্যিক)।

لَازِم بَيِّن-এর বর্ণনা ঃ এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন– "هُوَ الَّذِىْ لَايَفْتَقِرُ بِقَوْلِنَا لِاَنَّهٗ" অর্থাৎ, لَازِم যদি আমাদের উক্তি "لِاَنَّهٗ"-এর সাথে মিলিত না হয় তাহলে তাকে لَازِم بَيِّن বলে। ইমাম খায়রাবাদী বলেন— "مَا يَلْزَم تَصَوُّرُهٗ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُوْم" অর্থাৎ, যে لَازِم-এর تَصَوُّر তার مَلْزُوْم-এর تَصَوُّر দ্বারা হয়ে থাকে তাকে لَازِم بَيِّن বলে। যথা– "اَلْفَرْدِيَّةُ لِلْوَاحِدِ" অর্থাৎ, এক সংখ্যার জন্য বেজোড় হওয়া। এটা সুস্পষ্ট বিধায় বুঝানোর জন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না।

لَازِم بَيِّن-এর প্রকারভেদ ঃ এটা আবার দু'প্রকার।

যথা– ১. لَازِم بِالْمَعْنَى الْاَخَصّ ২. لَازِم بِالْمَعْنَى الْاَعَمّ

لَازِم بِالْمَعْنَى الْاَخَصّ-এর বর্ণনা ঃ لَازِم بِالْمَعْنَى الْاَخَصّ ঐ لَازِم-কে বলে, যার কল্পনা ব্যতীত مَلْزُوْم-এর কল্পনা করা যায় না। যথা– بَصَر চক্ষুর কল্পনা ব্যতীত عَمَى চক্ষুবিহীন ব্যক্তির কল্পনা করা যায় না।

لَازِمٌ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ-এর বর্ণনা ঃ لَازِمٌ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ ঐ لَازِمٌ-কে বলে, যে لَازِمٌ এবং مَلْزُوم-এর মধ্যকার সম্পর্কের কল্পনা দ্বারা لُزُوم-এর অর্থ প্রকাশ পায়। যথা- أَرْبَعٌ বা চার সংখ্যার জন্য জোড় হওয়া।

لَازِمٌ غَيْرُ بَيِّنٍ-এর সংজ্ঞা ঃ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— وَأَمَّا غَيْرُ بَيِّنٍ وَهُوَ الَّذِي يَفْتَقِرُ بِهِ أَيْ بِقَوْلِنَا لَازِمٌ غَيْرُ بَيِّنٍ অর্থাৎ, যে لَازِم কারণ দর্শানোর সাথে সংযুক্ত হয়, তাকে لَازِم غَيْر بَيِّن বলে। যথা— اَلْعَالَمُ حَادِثٌ - পৃথিবী নশ্বর। এ কথাটি শ্রোতাকে বুঝাতে হলে কারণ বা যুক্তি প্রদান করতে হয়। যেমন— اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ অর্থাৎ, পৃথিবী পরিবর্তনশীল, প্রত্যেক পরিবর্তনশীল নশ্বর, সুতরাং পৃথিবী নশ্বর।

عَرَض مُفَارِق-এর পরিচয় ঃ এর পরিচয় দিতে গিয়ে যুক্তিবিদগণ বলেছেন যে— اَلْخَارِجُ عَنِ الشَّيْءِ إِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ انْفِكَاكُهُ عَنْهُ فَهُوَ عَرَضٌ مُفَارِقٌ অর্থাৎ, যে كُلِّي কোন বস্তুর হাকীকত বহির্ভূত হয়েও كلى টি হাকীকত হতে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ না হয়, তবে তাকে عَرَض مُفَارِق বলা হয়।

عَرَض مُفَارِق-এর প্রকারভেদ ঃ عَرَض مُفَارِق টা زَوَال-এর দিক হতে দু'ভাগে বিভক্ত ঃ (১) سَرِيْعُ الزَّوَال বা দ্রুত ধ্বংসশীল, (২) بَطِيْئُ الزَّوَال বা বিলম্বে ধ্বংসশীল।

سَرِيْعُ الزَّوَال-এর পরিচয় ঃ যে كُلِّي কোন বস্তুর হাকীকত বহির্ভূত হয়েও كُلِّي টি হাকীকত হতে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ না হয় এবং তা দ্রুত পৃথক হয়ে যায়, তাকেই سَرِيْعُ الزَّوَال বলা হয়। যথা- লজ্জার কারণে চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে যাওয়া বা ভয়ের কারণে চেহারা হলদে বর্ণ ধারণা করা। লজ্জা এবং ভয় চলে গেলে সাথে সাথেই চেহারা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে, বিধায় এটা سَرِيْعُ الزَّوَال-এর উপমা হলো

بَطِيْئُ الزَّوَال-এর পরিচয় ঃ যে كُلِّي কোন বস্তুর হাকীকত বহির্ভূত হয়েও كُلِّي টি হাকীকত হতে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ না হয় এবং তা বিলম্বে পৃথক হয়, তাকেই بَطِيْئُ الزَّوَال বলা হয়। যথা- প্রেমিকের প্রেম। কেননা, প্রেম অনেক সাধনার পর অর্জিত হয় আর তা অন্তরের সাথে সম্পর্কিত, তাই এটা আনুষঙ্গিক বিষয় হলেও এটা বিলুপ্ত হতে বিলম্ব হয়, বিধায় এটা بَطِيْئُ الزَّوَال-এর উপমা হয়েছে।

خَاصَّة-এর পরিচয় ঃ خَاصَّة ঐ كُلِّي-কে বলে যা স্বীয় أَفْرَاد-এর হাকীকত বহির্ভূত, কিন্তু ঐ হাকীকতের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন- ضَاحِك - হাসুক বা قَارِئ - পাঠক; ইহা মানুষের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু হাকীকত নয়।

عَرَض عَام-এর পরিচয় ঃ اَلْعَرَضُ الْعَامُّ هُوَ كُلِّيٌّ خَارِجٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَفْرَادٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَ حَقَائِقَ অর্থাৎ, عَرَض عَام হলো সত্তা বহির্ভূত, কিন্তু একাধিক সত্তা বিশিষ্ট কতগুলো فَرْد-এর ওপর প্রযোজ্য। যেমন- اَلْمَاشِي - চলমান। এর দ্বারা চলন্ত সবকিছুই উদ্দেশ্য হতে পারে যদিও তার হাকীকত বিভিন্ন। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে উপরোক্ত আলোচনার পরিচয় প্রদান করা হলো।

اَلْمَفْهُوْمُ
(শব্দ হতে যা বোধগম্য হয়)

- ১ جُزْئِي
  - ১ حَقِيْقِي
    إِنْ مَنَعَ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ وُقُوْعِ الشِّرْكَةِ فِيْهِ كَزَيْدٍ
  - ২ إِضَافِي
    يَصْدُقُ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا جِنْس كَالْإِنْسَانِ
- ২ كُلِّي

সম্ভাবনা, নিষেধ অস্তিত্ব ও অস্তিত্ব হীনতার দিক হতে كُلِّي ছয় প্রকার

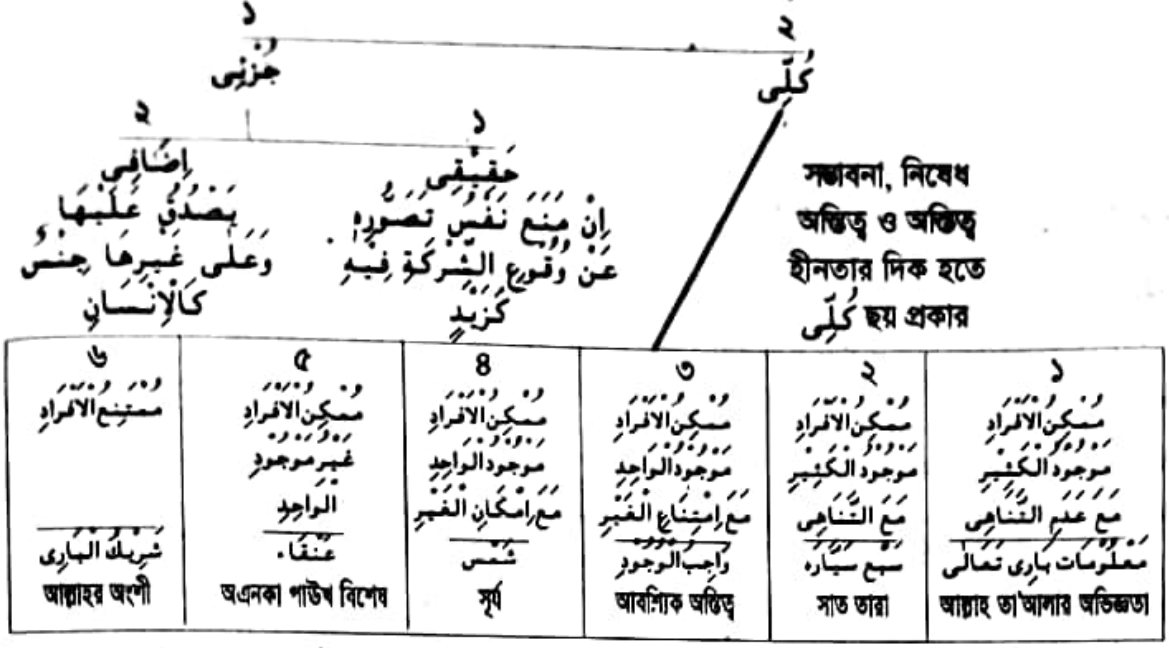

১	২	৩	৪	৫	৬
مُمْكِنُ الْأَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْكَثِيْرِ مَعَ عَدَمِ التَّنَاهِي	مُمْكِنُ الْأَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْكَثِيْرِ مَعَ التَّنَاهِي	مُمْكِنُ الْأَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْوَاحِدِ مَعَ اِمْتِنَاعِ الْغَيْرِ	مُمْكِنُ الْأَفْرَادِ مَوْجُوْدُ الْوَاحِدِ مَعَ اِمْكَانِ الْغَيْرِ	مُمْكِنُ الْأَفْرَادِ غَيْرُ مَوْجُوْدِ الْوَاحِدِ	مُمْتَنِعُ الْأَفْرَادِ
مَعْلُوْمَاتُ بَارِي تَعَالَى	سَبْعُ سَيَّارَة	وَاجِبُ الْوُجُوْدِ	شَمْس	عَنْقَاء	شَرِيْكُ الْبَارِي
আল্লাহ তা'আলার অভিজ্ঞতা	সাত তারা	আবশ্যিক অস্তিত্ব	সূর্য	অএনকা পাউখ বিশেষ	আল্লাহর অংশী

مَاهِيَّت ও مَاهِيَّت-এর অংশ এবং مَاهِيَّت বহির্ভূত হওয়ার দিক হতে كُلِّي পাঁচ প্রকার।

كُلِّي

- ১ جِنْس — সম্প্রদায়মূলক
  - ১ جِنْس قَرِيْب — حَيْوَان
  - ২ جِنْس بَعِيْد — جِسْم نَامِي
- ২ نَوْع — জাতিমূলক
  - ১ حَقِيْقِي — اِنْسَان
  - ২ اِضَافِي — حَيْوَان
- ৩ فَصْل — গোত্রমূলক
  - ১ فَصْل قَرِيْب — نَاطِق
  - ২ فَصْل بَعِيْد — اِحْسَاس
- ৪ خَاصَّه — বিশেষণমূলক, যথা– ضَاحِك
- ৫ عَرْض عَام — বৈশিষ্ট্যমূলক, যথা– مَشْي

(১–৩) ذَاتِيَات; (৪–৫) عَرْضِيَات

عَرْض

- ১ عَرْض لَازِم — অবিচ্ছেদ্য
  - ১ لَازِم مَاهِيَّت — মাহিয়্যাত (مَاهِيَّت)
    - ১ بَيِّن — প্রকাশ্য — اَلْوَاحِدُ فَرْد
    - ২ غَيْر بَيِّن — অপ্রকাশ্য — حُدُوْثُ الْعَالَم
  - ২ لَازِم وُجُوْد — অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য
    - ১ بَيِّن — প্রকাশ্য — سَوَاد لِلْحَبْشِي
    - ২ غَيْر بَيِّن — অপ্রকাশ্য
- ২ عَرْض مُفَارِق — বিচ্ছেদ্য
  - ১ دَائِم — স্থায়ী
  - ২ زَائِل — পৃথকতা গ্রহণকারী-এর অবিচ্ছেদ্য
    - ১ سَرِيْعُ الزَّوَال — দ্রুত হ্রাস পায় — ক্রোধের সময়ের চেহারার রং
    - ২ بَطِيْئُ الزَّوَال — বিলম্বে হ্রাস পায় — প্রেম

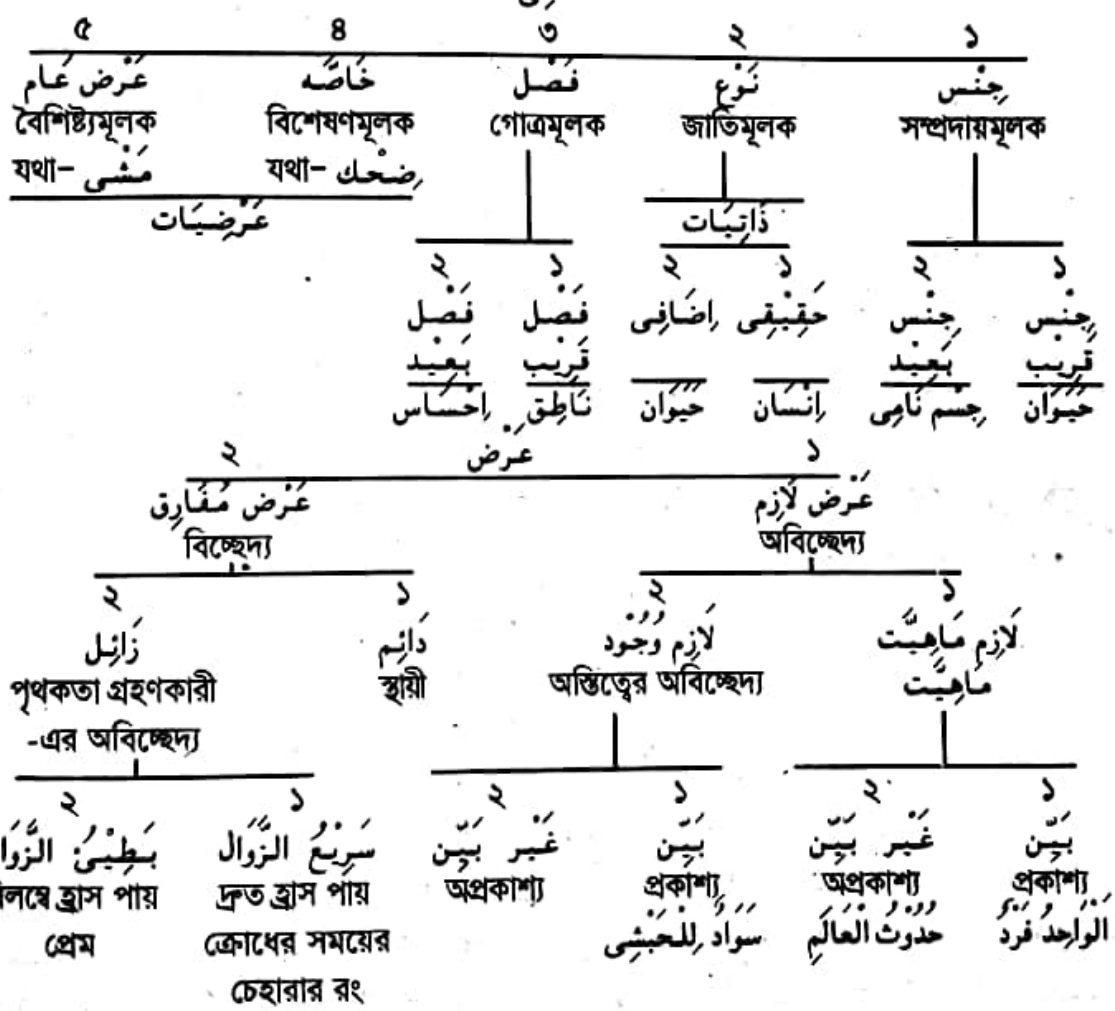

فَصْلٌ اَلْكُلِّيَّانِ مُتَسَاوِيَانِ اِنْ صَدَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلٰى كُلِّ مَايَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ كَالْاِنْسَانِ وَالنَّاطِقِ وَبَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصُوْصٌ مُطْلَقًا اِنْ صَدَقَ اَحَدُهُمَا عَلٰى كُلِّ مَاصَدَقَ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ كُلِّيٍّ كَالْحَيَوَانِ وَالْاِنْسَانِ وَبَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ خُصُوْصٌ مِّنْ وَجْهٍ اِنْ صَدَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلٰى بَعْضِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ فَقَطْ كَالْحَيَوَانِ وَالْاَبْيَضِ وَبَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ اِنْ لَّمْ يَصْدُقْ شَيْءٌ مِّنْهُمَا عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ كَالْحَيَوَانِ وَالشَّجَرِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ দুই كُلِّى হয়তো مُتَسَاوِى বা সমতামূলক হবে, যদি দুই كُلِّى-এর প্রত্যেকটি একটি অপরটির প্রত্যেকটির اَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য হয়। যথা- اِنْسَان এবং نَاطِق ; (অর্থাৎ, উভয় كُلِّى-এর প্রত্যেকটি অপরটির সমস্ত اَفْرَاد-এর ওপর সমভাবে প্রযোজ্য হয়েছে।) এবং উভয় كُلِّى-এর মধ্যে عَام خَاص مُطْلَق (সাধারণভাবে সমতামূলক) সম্পর্ক হবে, যদি উভয় كُلِّى-এর একটি অপরটির সকল اَفْرَاد-এর ওপর সমভাবে প্রযোজ্য হয়, কিন্তু অপরটি প্রথমটির সকল فَرْد-এর ওপর সভাবে প্রযোজ্য হয় না। যথা- عُمُوْم خُصُوْص مِن وَجْهٍ-এর মাঝের সম্পর্ক। এবং উভয় كُلِّى-এর মাঝে اِنْسَان ও حَيَوَان (ক্ষেত্র বিশেষ সমতামূলক) সম্পর্ক হবে, যদি উভয় كُلِّى-এর প্রত্যেকটি অপরটির কিছু اَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য হয়। যথা- حَيَوَان এবং اَبْيَض-এর মধ্যকার সম্পর্ক। এবং উভয় كُلِّى-এর মাঝে تَبَايُن (বৈপরীত্বমূলক) সম্পর্ক হবে, যদি উভয় كُلِّى-এর একটি অপরটির কোন فَرْد-এর ওপর প্রযোজ্য না হয়। যথা- حَيَوَان ও شَجَر-এর মধ্যকার সম্পর্ক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুই كُلِّى-এর মধ্যকার نِسْبَة বা সম্পর্কের বর্ণনা ঃ প্রকাশ থাকে যে, মানতিক শাস্ত্রে দু'টি كُلِّى-এর মধ্যে চার প্রকারের সম্পর্ক হতে পারে। যথা— ১. نِسْبَةُ التَّسَاوِى (সমতা সম্পর্ক), ২. نِسْبَةُ التَّبَايُن (বৈপরিত্যের সম্পর্ক), ৩. نِسْبَةُ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ مُطْلَق (সাধারণভাবে সমতামূলক সম্পর্ক), ৪. نِسْبَةُ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ مِن وَجْهٍ (ক্ষেত্র বিশেষ সমতামূলক সম্পর্ক)। নিম্নে উহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো।

نِسْبَة تَسَاوِى-এর পরিচয় ঃ আভিধানিক দৃষ্টিতে نِسْبَة শব্দের অর্থ- সম্পর্ক। আর تَسَاوِى শব্দটি বাবে تَفَاعُل-এর মাসদার। অর্থ হলো- পরস্পর সমতা অর্জন করা। এর পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন— "اِنْ صَدَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلٰى كُلِّ مَايَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ" অর্থাৎ, দু'টি كُلِّى-এর একটি অপরটির اَفْرَاد-এর ওপর সমভাবে প্রযোজ্য হলে তাকে نِسْبَة التَّسَاوِى বলে। যেমন- اِنْسَان এবং نَاطِق। কেননা اِنْسَان (মানুষ) كُلِّى টি نَاطِق-এর সমস্ত

-এর ওপর সমভাবে প্রযোজ্য, অনুরূপ نَاطِقٌ টি اِنْسَان-এর সমস্ত اَفْرَاد-এর ওপরও সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন, বলা হয়— كُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ ; আবার এটাও বলা যায় যে, كُلُّ نَاطِقٍ اِنْسَانٌ : কাজেই এটা نِسْبَة تَسَاوِى হলো।

نِسْبَةُ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ مُطْلَق-এর পরিচয় ঃ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা— اِنْ صَدَقَ اَحَدُهُمَا عَلٰى كُلِّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ অর্থাৎ, যদি দু'টি كُلِّى-এর একটি অপরটির সকল فَرْد-এর ওপর প্রযোজ্য হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি অপরটির সকল فَرْد-এর ওপর প্রযোজ্য না হয়, তবে তাকে نِسْبَةُ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ مُطْلَق বলে। যথা- اِنْسَان এবং حَيْوَان এ كُلِّى দু'টির মধ্যকার সম্পর্ক। কেননা, كُلُّ اِنْسَانٍ حَيْوَانٌ বা সকল মানুষ প্রাণী প্রযোজ্য হয় ; কিন্তু সকল প্রাণী মানুষ এ কথা প্রযোজ্য হয় না, তাই বলা হয়— كُلُّ حَيْوَانٍ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ অর্থাৎ, সকল প্রাণী মানুষ নয়।

نِسْبَةُ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ مِنْ وَجْهٍ-এর পরিচয়ঃ এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— "اِنْ صَدَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلٰى بَعْضِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ فَقَطْ" অর্থাৎ, দু'টি কুল্লির প্রত্যেকটি অপরটির শুধু কতিপয় اَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য হলে তাকে نِسْبَةُ الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ مِنْ وَجْهٍ বলে। যথা- حَيْوَان (প্রাণী) এবং اَبْيَض (সাদা)। এখানে حَيْوَان বা প্রাণীর কতিপয় সাদা হতে পারে। যেমন, আমরা বলতে পারি— بَعْضُ الْحَيْوَانِ اَبْيَض ; অনুরূপ কিছু সাদা বস্তু প্রাণী হতে পারে। যেমন— "بَعْضُ الْاَبْيَضِ حَيْوَانٌ"

نِسْبَةُ التَّبَايُن-এর পরিচয় ঃ প্রকাশ থাকে যে, تَبَايُن শব্দটি بَاب تَفَاعُل-এর মাসদার। অর্থ হলো- পরস্পর বৈপরিত্য অর্থাৎ, এটা نِسْبَةُ التَّسَاوِى-এর বিপরীত। পারিভাষিক সংজ্ঞায় গ্রন্থকার বলেন— "اِنْ لَمْ يَصْدُقْ شَيْئٌ مِنْهُمَا عَلٰى شَيْئٍ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْاٰخَرُ" অর্থাৎ, যদি দু'টি কুল্লির কোনটি অপরটির اَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য না হয় তাহলে উক্ত كُلِّى দু'টির মধ্যকার সম্পর্ককে نِسْبَةُ التَّبَايُن বলে। যথা- اِنْسَان এবং فَرَس; এখানে মানুষ এবং ঘোড়া দু'টি যা একটি অপরটির ওপর প্রযোজ্য হয় না। অতএব বলা যায়— اَحَدٌ مِنَ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কেউ ঘোড়া নয়। অনুরূপ اَحَدٌ مِنَ الْفَرَسِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ অর্থাৎ, কোন ঘোড়া মানুষ নয়।

চিত্রের সাহায্যে উপরোক্ত আলোচনার পরিচয়

اَلنِّسْبَةُ بَيْنَ الْكُلِّيَيْنِ

৪	৩	২	১
عُمُوْم وَخُصُوْص مِنْ وَجْهٍ	عُمُوْم وَخُصُوْص مُطْلَق	اَلتَّبَايُن	نِسْبَةُ التَّسَاوِى
اَبْيَض - حَيْوَان	حَيْوَان - اِنْسَان	شَجَر - حَجَر	اِنْسَان - نَاطِق
مُوْجِبَه جُزْئِيَّه	مُوْجِبَه كُلِّيَّه	سَالِبَه كُلِّيَّه	مُوْجِبَه كُلِّيَّه
وَسَالِبَه جُزْئِيَّه	وَسَالِبَه جُزْئِيَّه	দুইটি	দুইটি

فَصْلُ الْجُزْئِيُّ كَمَا يَصْدُقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَيُسَمَّى جُزْئِيًّا حَقِيقِيًّا فَكَذَا يَصْدُقُ عَلَى كُلِّ أَخَصٍّ تَحْتَ أَعَمٍّ وَيُسَمَّى جُزْئِيًّا إِضَافِيًّا -

সরল অনুবাদ ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ جُزْئِي যেভাবে উল্লিখিত অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং উহাকে جُزْئِي حَقِيقِي বলে, তদ্রূপ جُزْئِي টা প্রতিটি أَخَص-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়, যা أَعَم-এর অধীনে হবে। এবং এ জাতীয় جُزْئِي-কে جُزْئِي إِضَافِي বলা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جُزْئِي حَقِيقِي-এর পরিচয় ঃ جُزْئِي حَقِيقِي ঐ مَفْهُوم-কে বলে যার কল্পনা তার মধ্যে شِرْكَت বা অংশী হওয়াকে বাধা প্রদান করে। যথা– زَيْد-এর مَفْهُوم ; এখানে زَيْد বলতে একটি নির্ধারিত ব্যক্তিকেই বুঝায়, এর সাথে অন্য কাউকে বা কিছুকে বুঝায় না।

جُزْئِي إِضَافِي-এর পরিচয় ঃ جُزْئِي إِضَافِي ঐ أَخَص-কে বলে, যে أَخَص কোন أَعَم বা ব্যাপকের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাকে جُزْئِي إِضَافِي বা তুলনামূলক جُزْئِي বলে। جُزْئِي-এর এ সংজ্ঞা অনুসারে كُلِّي টিও جُزْئِي হতে পারে। কেননা, কোন কোন كُلِّي ও অন্য ব্যাপক অর্থের হিসেবে أَخَص হয়ে থাকে। সুতরাং إِنْسَان (মানুষ) كُلِّي হওয়া সত্ত্বেও جُزْئِي কেননা উহা حَيَوَان-এর অধীনে আর حَيَوَان (প্রাণী) إِنْسَان-এর তুলনায় عَام বা ব্যাপক, তদ্রূপ حَيَوَان ও جُزْئِي কেননা উহা جِسْم نَامِي-এর অধীনে। এরূপ جُزْئِي-কে جُزْئِي إِضَافِي বলে। نَامِي-এর তুলনায় خَاص ও نَامِي

جُزْئِي حَقِيقِي এবং جزئي اضافي-এর মধ্যকার সম্পর্ক ঃ আর جُزْئِي حَقِيقِي এবং جُزْئِي إِضَافِي-এর মধ্যে عَام وَخَاص مُطْلَق-এর نِسْبَت হবে। কেননা, مَادَّه اِجْتِمَاعِي যায়েদের মধ্যে পাওয়া যায়, যেহেতু زَيْد একদিকে جُزْئِي حَقِيقِي অপরদিকে زَيْد শব্দটি إِنْسَان-এর অধীনে হওয়ায় উহা جُزْئِي إِضَافِي ও হবে। কিন্তু حَيَوَان-এর মধ্যে شِرْكَت পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও جِسْم نَامِي-এর অধীনে হওয়ায় তা শুধু جُزْئِي إِضَافِي হবে, جُزْئِي حَقِيقِي হবে না। সুতরাং এখানে مَادَّه اِفْتِرَاقِي হলো। যে نِسْبَت-এর মধ্যে একটি مَادَّه اِجْتِمَاعِي ও একটি اِفْتِرَاقِي হয় তাকে عَام وَخَاص مُطْلَق-এর نِسْبَت বলে।

دَلِيْلُ الْحَصْرِ لِانْحِصَارِ النِّسْبَةِ بَيْنَ الْكُلِّيَّيْنِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ ঃ যেখানেই দুই كُلِّي পাওয়া যাবে তার অবশ্যই দু'টি অবস্থা হবে, তাহলো দু'টি كُلِّي-এর প্রত্যেকটি অন্যটির أَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য হবে বা হবে না। যদি না হয়, তাহলে দুই كُلِّي-এর মধ্যের সম্পর্কটি نِسْبَت تَبَايُن হবে। আর যদি প্রযোজ্য হয় তাহলে উহার তিনটি অবস্থা হবে— (১) প্রত্যেক كُلِّي অপর كُلِّي-এর সমস্ত أَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য হবে। (২) প্রত্যেক كُلِّي অপর كُلِّي-এর কিছু কিছু أَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য হবে। (৩) এক كُلِّي অপর كُلِّي-এর-এর সমস্ত أَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য হবে, কিন্তু অপর كُلِّي প্রথম كُلِّي-এর সমস্ত أَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য হবে না ; বরং কিছু أَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য হবে। প্রথম প্রকারের نِسْبَت-কে نِسْبَت تَسَاوِي বলে ; দ্বিতীয় প্রকারের نِسْبَت-কে نِسْبَت عَام وَخَاص مِنْ وَجْهٍ বলে ; তৃতীয় প্রকারের نِسْبَت-কে عَام وَخَاص مُطْلَق-এর نِسْبَت বলে।

দুই كُلِّي-এর মধ্যে উল্লিখিত চারটি অবস্থা ব্যতীত আর কোন অবস্থা নেই, বিধায় দুই كُلِّي نِسْبَت চারটির মধ্যে সীমিত হবে।

فَصْلُ النَّوْعُ كَمَا يَصْدُقُ عَلٰى مَاذَكَرْنَاهُ وَيُسَمّٰى نَوْعًا حَقِيْقِيًّا فَكَذَا يَصْدُقُ عَلٰى كُلِّ مَاهِيَّةٍ يُقَالُ عَلَيْهَا وَعَلٰى غَيْرِهَا جِنْسٌ فِىْ جَوَابِ مَاهُوَ قَوْلًا اَوَّلِيًّا وَيُسَمّٰى نَوْعًا اِضَافِيًّا وَمَرَاتِبُهُ اَرْبَعٌ لِاَنَّهُ اِمَّا اَعَمُّ الْاَنْوَاعِ وَهُوَ الْعَالِىْ كَالْجِسْمِ اَوْ اَخَصُّهَا وَهُوَ السَّافِلُ كَالْاِنْسَانِ وَيُسَمّٰى نَوْعَ الْاَنْوَاعِ اَوْ اَعَمُّ مِنَ السَّافِلِ وَاَخَصُّ مِنَ الْعَالِىْ كَالْحَيَوَانِ وَغَيْرِهٖ وَيُسَمّٰى مُتَوَسِّطًا اَوْ مُتَبَايِنٌ لِلْكُلِّ وَهُوَ الْمُفْرَدُ كَالْعَقْلِ اِنْ قُلْنَا اِنَّ الْجَوْهَرَ جِنْسٌ لَهٗ وَمَرَاتِبُ الْاَجْنَاسِ اَيْضًا اَرْبَعٌ وَلٰكِنَّ الْعَالِىَ كَالْجَوْهَرِ فِىْ مَرَاتِبِ الْاَجْنَاسِ يُسَمّٰى جِنْسَ الْاَجْنَاسِ وَالسَّافِلُ كَالْحَيَوَانِ وَالْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُمَا كَالْجِسْمِ النَّامِىْ وَالْجِسْمِ الْمُطْلَقِ وَالْجِنْسُ الْمُفْرَدُ كَالْعَقْلِ اِنْ قُلْنَا اِنَّ الْجَوْهَرَ لَيْسَ بِجِنْسٍ لَهٗ -

---

সরল অনুবাদ ঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ نَوْع যেরূপ আমাদের বর্ণিত বিষয়ের ওপর প্রযোজ্য হয় এবং তাকে نَوْع حَقِيْقِى বলা হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক এমন مَاهِيَّت-এর ওপরও প্রযোজ্য হয়, যে مَاهِيَّت ও অন্য مَاهِيَّت সম্পর্কে مَاهُوَ؟ দ্বারা প্রশ্ন করলে উহার উত্তরে প্রথমেই جِنْس বলা হয়। এ রূপ نَوْع-কে نَوْع اِضَافِى বলে। আর نَوْع اِضَافِى-এর স্তর মোট চারটি। কেননা, نَوْع হয়তো اَعَمُّ الْاَنْوَاعِ (অর্থাৎ, সর্বপ্রকার نَوْع হতে عَام বা ব্যাপক) হবে, আর উহাই نَوْع عَالِى (সর্বোচ্চ نَوْع)। যথা- جِسْم مُطْلَق ; অথবা اَخَصُّ الْاَنْوَاعِ (অর্থাৎ, সর্বপ্রকার نَوْع হতে خَاص) হবে, উহাই نَوْع سَافِل (সর্বনিম্ন نَوْع)। যথা- اِنْسَان ; আর اَخَصُّ الْاَنْوَاعِ বা نَوْع عَالِى এবং نَوْع سَافِل-কেই نَوْعُ الْاَنْوَاعِ বলা হয়। অথবা نَوْع سَافِل হতে عام হবে এবং نَوْع سَافِل-نَوْع হতে خَاص হবে। যথা- حَيَوَان ইত্যাদি একে نَوْع مُتَوَسِّط বলে। অথবা نَوْع مُتَبَايِن لِكُل অর্থাৎ, সমস্ত نَوْع হতে স্বতন্ত্র نَوْع হবে, আর উহা হলো نَوْع مُفْرَد যথা- عَقْل একটি نَوْع যদি جِنْس ধরে নেয়া হয়। এবং جِنْس-এরও চারটি স্তর রয়েছে। কিন্তু جَوْهَر-কে عَقْل-এর জন্য جِنْس ধরে নেয়া হয়। যথা- جَوْهَر সকলের ওপরে। তাকে جِنْسُ الْاَجْنَاسِ-এর স্তর সমূহের মধ্যে جِنْس عَالِى বলা হয়। এবং جِنْس سَافِل যথা- حَيَوَان এবং جِنْس مُتَوَسِّط যথা- جِسْم نَامِى ও جِسْم مُطْلَق এবং جِنْس مُفْرَد যথা- عَقْل আমরা যদি বলি যে, الجوهر টা তার جِنْس নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَوْع حَقِيْقِى-এর পরিচয় ঃ যে كُلِّى এক حَقِيْقَت বিশিষ্ট অনেক اَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য হয়, উহাকে نَوْع حَقِيْقِى বলে।

نَوْعِ اِضَافِى-এর পরিচয় : প্রত্যেক ঐ كُلِّى-কে نَوْعِ اِضَافِى বলে, যার সাথে অন্য كُلِّى-কে মিলিয়ে ; প্রকৃত অর্থে কি? দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তরে جِنْس বলা প্রযোজ্য হয়। যথা– اِنْسَان এটা এমন একটি كُلِّى যার সাথে অন্য كُلِّى যেমন فَرَس (ঘোড়া)-কে মিলিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরে جِنْس তথা حَيَوَان প্রযোজ্য হবে। সুতরাং اِنْسَان একটি نَوْعِ اِضَافِى

نَوْعِ اِضَافِى এবং نَوْعِ حَقِيْقِى-এর মধ্যকার সম্পর্ক : نَوْعِ حَقِيْقِى ও نَوْعِ اِضَافِى-এর মধ্যে نَوْعِ اِضَافِى এবং نَوْعِ حَقِيْقِى, নিসবত-এর-عَام وَخَاص مِنْ وَجْهٍ বা সম্পর্ক। কেননা, উভয়টি اِنْسَان-এর ওপর প্রযোজ্য হয়। আর نُقْطَه (বিন্দু)-এর ওপর نَوْعِ حَقِيْقِى প্রযোজ্য হয়, কিন্তু نَوْعِ اِضَافِى নয়, এবং حَيَوَان-এর ওপর نَوْعِ اِضَافِى প্রযোজ্য হয়, কিন্তু نَوْعِ حَقِيْقِى নয়, সুতরাং نَوْعِ حَقِيْقِى-এর কিছু اَفْرَاد-এর ওপর نَوْعِ اِضَافِى প্রযোজ্য হবে। যথা– اِنْسَان-এর ওপর আবার কিছু اَفْرَاد-এর ওপর নয়, যথা– نُقْطَه-এর ওপর نَوْعِ اِضَافِى প্রযোজ্য হবে না। তদ্রূপ نَوْعِ اِضَافِى-এর কিছু اَفْرَاد-এর ওপর نَوْعِ حَقِيْقِى প্রযোজ্য হবে। যথা– اِنْسَان ; এর ওপর উহা نَوْعِ حَقِيْقِى اِضَافِى হওয়া সত্ত্বেও نَوْعِ حَقِيْقِى প্রযোজ্য। আবার কিছু نَوْعِ اِضَافِى-এর ওপর প্রযোজ্য নয়, যথা– حَيَوَان এটা نَوْعِ اِضَافِى ; এর ওপর نَوْعِ حَقِيْقِى প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং প্রত্যেক نَوْع-এর আংশিক اَفْرَاد-এর ওপর প্রযোজ্য বিধায় এদের মধ্যে عَام وَخَاص مِنْ وَجْهٍ-এর نِسْبَت বা সম্পর্ক হবে।

نَوْع-এর স্তরসমূহ : প্রকাশ থাকে যে, جِنْس-এর মত نَوْع-এর স্তরও তিনটি, কিন্তু نَوْع-এর স্তর ওপর থেকে নিচের দিকে হয়ে থাকে। যথা— (১) نَوْعِ عَالِى (উচ্চ نَوْع) (২) نَوْعِ مُتَوَسِّط (মধ্যম نَوْع) (৩) نَوْعِ سَافِل (নিম্ন স্তরের نَوْع)। নিম্নে তাদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো

نَوْعِ عَالِى-এর পরিচয় : এর আভিধানিক অর্থ হলো– উচ্চ স্তরের نَوْع; পরিভাষায়— وَهُوَ مَالَايَكُوْنُ فَوْقَهٗ نَوْعٌ بَلْ يَكُوْنُ تَحْتَهٗ نَوْعٌ অর্থাৎ, যার ওপরে কোন نَوْع নেই, কিন্তু নিচে نَوْع বিদ্যমান আছে। যথা– جِسْمِ مُطْلَق-এর নিচে حَيَوَان ও اِنْسَان-এর نَوْع আছে, কিন্তু ওপরে কোন نَوْع নেই।

نَوْعِ مُتَوَسِّط-এর পরিচয় : এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো– وَهُوَ قَدْ يَكُوْنُ تَحْتَهٗ نَوْعٌ وَفَوْقَهٗ نَوْعٌ অর্থাৎ, যার ওপরে ও নিচে نَوْع বিদ্যমান আছে, তাকে نَوْعِ مُتَوَسِّط বলে। যথা– حَيَوَان-এর ওপরে جِسْمِ مُطْلَق এবং নিচে اِنْسَان দু'টি نَوْع বিদ্যমান আছে।

نَوْعِ سَافِل-এর পরিচয় : এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— "لَايَكُوْنُ تَحْتَهٗ نَوْعٌ بَلْ يَكُوْنُ فَوْقَهٗ نَوْعٌ" অর্থাৎ, যার নিম্নে আর কোন نَوْع নেই, কিন্তু তার ওপরে نَوْع বিদ্যমান আছে, তাকে نَوْعِ سَافِل বলে। যথা– اِنْسَان-এর নিম্নে আর কোন نَوْع নেই, কিন্তু ওপরে حَيَوَان ও جِسْمِ مُطْلَق বিদ্যমান আছে।

جِنْس-এর স্তরসমূহ : তর্কশাস্ত্রে جِنْس-এর স্তরসমূহ তিনটি, যা নিম্নের দিক থেকে ওপরের দিকে হয়ে থাকে। যথা— (১) جِنْس سَافِل (নিম্ন স্তরের জিনস), (২) جِنْس مُتَوَسِّط (মধ্যম স্তরের জিনস), (৩) جِنْس عَالِى (উচ্চ স্তরের জিনস)। নিম্নে তাদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

جِنْس سَافِل-এর পরিচয় : এর সংজ্ঞায় মিরকাত প্রণেতা বলেন— هُوَ مَالَايَكُوْنُ تَحْتَهٗ جِنْسٌ وَيَكُوْنُ فَوْقَهٗ جِنْسٌ بَلْ اِنَّمَا يَكُوْنُ تَحْتَهُ النَّوْعُ অর্থাৎ, جِنْس سَافِل হলো যার নিচে কোন জিনস নেই; কিন্তু ওপরে জিনস আছে, তবে উহার নিচে نَوْع আছে। যথা– حَيَوَان-এর নিচে কোন জিনস নেই, কিন্তু نَوْع আছে। উহা হলো– اِنْسَان

جِنْس مُتَوَسِّط -এর পরিচয় ঃ এর সংজ্ঞায় মিরকাত প্রণেতা বলেন— هُوَ مَايَكُوْنُ تَحْتَهُ جِنْسٌ وَفَوْقَهُ اَيْضًا جِنْسٌ অর্থাৎ যে جِنْس-এর ওপরে এবং নিচে جِنْس বিদ্যমান আছে, তাকে جِنْس مُتَوَسِّط বলে। যথা- جِسْم نَامِى ; কেননা এর নিচে حَيَوَان এবং ওপরে جِسْم مُطْلَق

جِنْس عَالِى -এর পরিচয় ঃ সর্বোচ্চ স্তরের জিনস-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— هُوَ مَالَايَكُوْنُ فَوْقَهُ جِنْسٌ অর্থাৎ جِنْس عَالِى হলো ঐ جِنْس যার ওপরে আর কোন জিনস নেই। যথা- جَوْهَر-এর নিচে جِنْس বিদ্যমান; কিন্তু ওপরে কোন জিনস নেই।

চিত্রের মাধ্যমে উপরোক্ত আলোচনার পরিচয়

مَرَاتِبُ الْاَنْوَاعِ
نَوْع সকলের শ্রেণী বা স্তরসমূহ

১	২	৩	৪
نَوْع عَالِى	نَوْع مُتَوَسِّط	نَوْع سَافِل	نَوْع مُفْرَد
অথবা	যথা- حيوان	অথবা	যথা- عَقْل
اَعَمُّ الْاَنْوَاعِ		نَوْعُ الْاَنْوَاعِ	যদি جَوْهَر
যথা- جِسْم مُطْلَق		যথা- اِنْسَان	জন্য جِنْس হয়।

مَرَاتِبُ الْاَجْنَاسِ
বা جِنْس সমূহের স্তরসমূহ

১	২	৩	৪
جِنْس عَالِى	جِنْس مُتَوَسِّط	جِنْس سَافِل	جِنْس مُفْرَد
অথবা	যথা- جِسْم نَامِى	অথবা	যথা- عَقْل
جِنْسُ الْاَجْنَاسِ		اَخَصُّ الْاَجْنَاسِ	যদি جَوْهَر-এর
যথা- جَوْهَر		যথা- حَيَوَان	জন্য جِنْس না হয়।

مَقُوْلَات عَشَر-এর পরিচয় ঃ তোমরা জেনে রাখ যে, جِنْس সমূহের স্তরের মধ্যে সর্বোচ্চ اَجْنَاس عَالِيَه কে جِنْس عَالِى বা جِنْسُ الْاَجْنَاسِ বলে। আর এ সাধারণত দশ প্রকার। যেগুলোকে مَقُوْلَات عَشَر ও বলা হয়। যথা— (১) جَوْهَر (২) كَمْ (৩) كَيْفَ (৪) اَيْنَ (৫) اِضَافَت (৬) مِلْك (৭) فِعْل (৮) اِنْفِعَال (৯) مَتٰى (১০) وَضْع

উল্লিখিত ১০টির মধ্যে একটি হলো جَوْهَر আর অবশিষ্ট নয়টি হলো عَرَض ; ফারসী কবি اَجْنَاس عَالِيَه-এর দশ প্রকারকে একটি ছন্দের মধ্যে একত্রিত করে বলেছেন—

مردے دراز نیکو دیدم بشهر امروز * خواسته نشسته از کرد خویش فیروز

অর্থাৎ, আমি সৎ লম্বা এক ব্যক্তিকে আজ শহরে স্বেচ্ছায় বসা অবস্থায় দেখলাম যে সে নিজ কর্মে সফল। উল্লিখিত বয়াতের মধ্যে—

(১) جَوْهَر - مردے
(২) كَمْ - دراز
(৩) كَيْفَ - نیکو
(৪) اِنْفِعَال - دیدم
(৫) اَيْنَ - بشهر
(৬) مَتٰى - امروز
(৭) اِضَافَت - بخواسته
(৮) وَضْع - نشسته
(৯) فِعْل - کرد
(১০) مِلْك - فیروز

مقولات عشر-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

جوهر ঃ সে جنس عالی-কে বলে যা নিজেই আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম।

عرض ঃ এমন جنس عالی-কে বলে যা অন্যের মাধ্যমে অস্তিত্বশীল।

كم ঃ সে جنس عالی-কে বলা হয় যা সত্তাগতভাবে নিজেই قابل تقسيم বা বিভাজ্য।

كيف ঃ সে جنس عالی-কে বলে যা ناقابل قسمت ও ناقابل نسبت অর্থাৎ যা বিভাজ্যও নয় এবং সম্পর্কযোগ্যও নয়।

أين ঃ কোন বস্তু কোন স্থানে অবস্থানের কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে أين বলে।

متى ঃ কোন বস্তু কোন কালে বিদ্যমান হওয়ার কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে متى বলে।

فعل ঃ কোন বস্তুর মধ্যে কর্তার ক্রিয়া করা।

إنفعال ঃ কোন বস্তু কর্তার ক্রিয়াকে গ্রহণ করে নেয়া।

وضع ঃ কোন বস্তু অঙ্গ সমূহের সাথে সম্পর্কের কারণে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে وضع বলে।

ملك ঃ কোন বস্তুর সে অবস্থাকে ملك বলা হয়, যে অবস্থা এমন একটি বস্তুর দ্বারা লাভ হয়, যে বস্তুটি তাকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং বেষ্টিত বস্তু বেষ্টনকারী বস্তুর সাথে তার অবস্থার পরিবর্তন করতে থাকে।

فَصْلٌ فِى التَّعْرِيْفَاتِ اَلْمُعَرِّفُ لِلشَّئِ وَهُوَ الَّذِى يَسْتَلْزِمُ تَصَوُّرُهُ تَصَوُّرَ ذٰلِكَ الشَّئِ وَيُسَمّٰى حَدًّا تَامًّا اِنْ كَانَ بِجِنْسٍ وَفَصْلٍ قَرِيْبَيْنِ وَحَدًّا نَاقِصًا اِنْ كَانَ بِفَصْلٍ قَرِيْبٍ وَحْدَهٗ اَوْ بِهٖ وَبِجِنْسٍ بَعِيْدٍ وَ رَسْمًا تَامًّا اِنْ كَانَ بِجِنْسٍ قَرِيْبٍ وَ خَاصَّةٍ وَ رَسْمًا نَاقِصًا اِنْ كَانَ بِهَا فَقَطْ اَوْ بِهَا وَ بِجِنْسٍ بَعِيْدٍ وَيَجِبُ الْاِحْتِرَازُ عَنْ تَعْرِيْفِ الشَّئِ بِمَا يُسَاوِيْهِ فِى الْمَعْرِفَةِ وَالْجَهَالَةِ وَعَنْ اِسْتِعْمَالِ اَلْفَاظٍ غَرِيْبَةٍ غَيْرِ ظَاهِرَةِ الدَّلَالَةِ بِالْقِيَاسِ اِلَى السَّائِلِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ পরিচয় দেয়া প্রসঙ্গে। বস্তুর পরিচয় দানকারী এমন জিনিসকে বলা হয় যা কল্পনা করলে সে বস্তুর কল্পনাও অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর একে حَدّ تَام বা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বলে নামকরণ করা হয়েছে। যদি এটা جِنس قَرِيب ও فَصل قَرِيب দ্বারা গঠিত হয়। (যথা- حَيَوَان نَاطِق-এর দ্বারা اِنسَان-এর পরিচয় প্রদান করা।) এবং পরিচয়টি حَدّ نَاقِص হবে, যদি পরিচয়টি শুধুমাত্র فَصل قَرِيب দ্বারা বা فَصل قَرِيب এবং جِنس بَعِيد দ্বারা করা হয়। (যথা- جِسم نَاطِق কিংবা نَاطِق দ্বারা اِنسَان-এর পরিচয় প্রদান করা।) এবং رَسم تَام হবে যদি পরিচয়টি جِنس قَرِيب ও خَاصَّه দ্বারা করা হয়। (যথা- حَيَوَان ضَاحِك দ্বারা اِنسَان-এর পরিচয় প্রদান করা।) এবং رَسم نَاقِص হবে যদি শুধু خَاصَّه দ্বারা বা خَاصَّه এবং جِنس بَعِيد দ্বারা করা হয়। (যথা- কেবলমাত্র ضَاحِك বা جِسم ضَاحِك দ্বারা

اِنْسَان-এর পরিচয় প্রদান করা।) আর যে সকল শব্দ পরিচিতি ও অপরিচিতির দিক হতে সমপর্যায়ের, সে সকল শব্দ দ্বারা বস্তুর পরিচয় প্রদান করা হতে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং যে কোন শব্দ সম্পূর্ণ রূপে অপরিচিত এবং প্রশ্নকর্তার দৃষ্টি অর্থ বুঝানোর ক্ষেত্রে অপ্রকাশ্য এমন সকল শব্দ ব্যবহার করা থেকেও বিরত থাকা অবশ্যই উচিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُعَرِّف-এর পরিচয় : تَعْرِيفَات শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো تَعْرِيف : এটা বাবে تَفْعِيل-এর মাসদার। অর্থ হলো مُعَرِّف : مُعَرِّف শব্দটি 'রা' বর্ণে কাসরা যোগে اِسْم فَاعِل একবচন এর সীগাহ। অর্থ– পরিচয় দানকারী। আর اَلشَّيْ শব্দটি একবচন ; অর্থ হলো– বস্তু। অতএব উভয়ের একত্রে অর্থ হলো– বস্তুর পরিচয়দানকারী বা বস্তুর সংজ্ঞা।

এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন–اَلْمُعَرِّفُ لِلشَّيْءِ وَهُوَ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ تَصَوُّرُهُ تَصَوُّرَ ذٰلِكَ الشَّيْءِ অর্থাৎ, কোন বস্তুর مُعَرِّف বা পরিচয় দাতা ঐ বিষয়কে বলে, যার কল্পনা করলে বস্তুর কল্পনাও অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফযলে ইমাম খায়রাবাদী বলেন— مُعَرِّفُ الشَّيْءِ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِإِفَادَةِ تَصَوُّرِهِ অর্থাৎ, যে-কোন বিষয়ের সংজ্ঞা উহাকে বলা হয়, যা বিষয়টির "تَصَوُّر"-এর ফায়দা অর্জনের জন্য তার ওপর আরোপিত হয়। এর উদাহরণ হলো– اَلْاِنْسَان ; এর مُعَرِّف হচ্ছে– اَلْحَيْوَانُ النَّاطِقُ বা বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণী।

مُعَرِّفُ لِلشَّيْءِ-এর প্রকারভেদ : প্রকাশ থাকে যে, مُعَرِّفُ لِلشَّيْءِ চার প্রকার। যথা– (১) حَدّ تَام বা পূর্ণ সংজ্ঞা, (২) حَدّ نَاقِص বা অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা, (৩) رَسْم تَام বা সম্পূর্ণ চিহ্নিতকরণ, (৪) رَسْم نَاقِص বা অসম্পূর্ণ চিহ্নিতকরণ।

১. **حَدّ تَام-এর পরিচয় :** পরিপূর্ণ সংজ্ঞা বলতে ঐ مُعَرِّف-কে বলে যা শুধু جِنْس قَرِيْب এবং فَصْل قَرِيْب-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন– اِنْسَان-এর সংজ্ঞা اَلْحَيْوَانُ النَّاطِقُ দ্বারা প্রদান করা। এখানে حَيْوَان হলো جِنْس قَرِيْب এবং نَاطِق হলো فَصْل قَرِيْب

২. **حَدّ نَاقِص-এর পরিচয় :** যদি বস্তুর পরিচয় جِنْس بَعِيْد ও فَصْل قَرِيْب দ্বারা দেয়া হয় অথবা শুধু فَصْل قَرِيْب দ্বারা প্রদান করা হয়, তবে তাকে حَدّ نَاقِص বলে। যথা– اِنْسَان-এর সংজ্ঞায় اَلْحَيْوَانُ النَّاطِقُ বা শুধু حَيْوَان দ্বারা প্রদান করা।

৩. **رَسْم تَام -এর পরিচয় :** যদি বস্তুর تَعْرِيف বা সংজ্ঞা جِنْس قَرِيْب ও خَاصَّة দ্বারা প্রদান করা হয় তাহলে তাকে رَسْم تَام বা পূর্ণ চিহ্নিতকরণ বলে। যথা– اِنْسَان-এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয় حَيْوَان ضَاحِك দ্বারা। এখানে حَيْوَان হলো جِنْس قَرِيْب আর ضَاحِك হলো خَاصَّة

৪. **رَسْم نَاقِص-এর পরিচয় :** যদি কোন বিষয়ের সংজ্ঞা جِنْس بَعِيْد ও خَاصَّة-এর সমন্বয়ে প্রদান করা হয় অথবা শুধু خَاصَّة দ্বারা প্রদান করা হয়, তবে তাকে رَسْم نَاقِص বলে। যথা– اِنْسَان-এর পরিচয় শুধু ضَاحِك অথবা جِسْم ضَاحِك দ্বারা প্রদান করা। এখানে ضَاحِك পদটি হলো خَاصَّة আর جِسْم কুল্লিটি হলো اِنْسَان-এর জন্য جِنْس بَعِيْد ; অতএব সংজ্ঞাটি رَسْم نَاقِص হলো।

مُعَرِّف-এর শর্ত : قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْاِحْتِرَازُ عَنْ تَعْرِيْفِ الخ — এ ইবারতের দ্বারা বুঝা যায় যে, مُعَرِّف ('রা'এর যের দ্বারা) পরিচয় দাতা مُعَرَّف ("ر"-এর যবর দ্বারা) যার পরিচয় দেয়া হয়েছে তার তুলনায় স্পষ্ট ও উত্তম হওয়া আবশ্যক। এ শর্তের দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, مُعَرِّف বা পরিচয় দাতা পরিচিতি ও অপরিচিত হওয়ার দিক হতে مُعَرَّف ("ر" এর যবর যোগে) বা যার পরিচয় দেয়া হয়েছে তার সমপর্যায়ের হতে পারবে না। আর تَعْرِيف বা পরিচয় প্রদানের বেলায় এমন শব্দের ব্যবহার পরিহার

করতে হবে যার অর্থ অস্পষ্ট এবং প্রশ্নকর্তা উহার অর্থ বুঝতে অক্ষম। চিত্রের সাহায্যে উপরোক্ত আলোচনার পরিচয় দেয়া হলো—

مُعَرِّف - পরিচয় দাতা

৪	৩	২	১
رَسْم نَاقِص	رَسْم تَام	حَدّ نَاقِص	حَدّ تَام
অপূর্ণ চিহ্ন	পূর্ণ চিহ্ন	অপূর্ণ সংজ্ঞা	পূর্ণ সংজ্ঞা
إِنْسَان-এর পরিচয়	إِنْسَان-এর পরিচয়	إِنْسَان-এর পরিচয়	إِنْسَان-এর পরিচয়
جِسْم ضَاحِك	حَيَوَان ضَاحِك	جِسْم نَاطِق	حَيَوَان نَاطِق

شَرَائِط مُعَرِّف
(مُعَرِّف-এর জন্য শর্তসমূহ)

২	১
اَلْاِحْتِرَازُ عَنِ الْاَلْفَاظِ الْغَرِيْبَةِ غَيْرِ ظَاهِرَةِ الدَّلَالَةِ	اَلْاِحْتِرَازُ عَنْ تَعْرِيْفِ الشَّيْءِ بِمَا يُسَاوِيْهِ مَعْرِفَةً وَجِهَالَةً

اَلتَّعْرِيْفُ

২	১
تَعْرِيْف لَفْظِى	تَعْرِيْف حَقِيْقِى
যথা– سَعْدَانَةُ نَبْتٌ	যথা– اَلْاِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ

اَلتَّمْرِيْنُ – অনুশীলনী

১। مَفْهُوْم কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২। كُلِّى কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

৩। جِنْس ও نَوْع-এর পরিচয় দাও এবং উহাদের প্রকারগুলো বিস্তারিত লিখ।

৪। اَلنِّسْبَةُ بَيْنَ الْكُلِّيَيْنِ কয়টি ও কি কি? উপমাসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৫। مَرَاتِبُ الْجِنْس ও مَرَاتِبُ النَّوْعِ কয়টি ও কি কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৬। مَقُوْلَات عَشَر কাকে বলে? এ সম্পর্কে যা জান বুঝিয়ে লিখ।

৭। لَازِم কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৮। مُعَرِّف কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় দাও।

فَصْلٌ فِىْ تَعْرِيْفِ الْقَضَايَا وَاَقْسَامِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْقَضِيَّةُ قَوْلٌ يُقَالُ لِقَائِلِهِ اَنَّهُ صَادِقٌ اَوْ كَاذِبٌ وَهِىَ شَرْطِيَّةٌ اِنِ انْحَلَّتْ اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ بَعْدَ حَذْفِ الرَّابِطِ وَاِلَّا فَحَمْلِيَّةٌ فَالشَّرْطِيَّةُ اِمَّا مُتَّصِلَةٌ وَهِىَ الَّتِىْ يُحْكَمُ فِيْهَا بِصِدْقِ قَضِيَّةٍ اَوْ لَا صِدْقِهَا عَلٰى تَقْدِيْرِ اُخْرٰى كَقَوْلِنَا اِنْ كَانَ هٰذَا اِنْسَانًا فَهُوَ حَيَوَانٌ وَلَيْسَ اِنْ كَانَ هٰذَا اِنْسَانًا فَهُوَ جَمَادٌ -

সরল অনুবাদ ঃ নবম পরিচ্ছেদ ঃ বাক্য ও তার প্রকার এবং উহার সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের পরিচয় প্রসঙ্গে। বাক্য বা اَلْقَضِيَّة এমন উক্তির নাম যার বক্তাকে সত্যবাদী অথবা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা যায়। এবং قَضِيَّة شَرْطِيَّة হবে বাক্যের সংযোজক অব্যয়কে ফেলে দিলে قَضِيَّة টি দু'টি قَضِيَّة তে বিভক্ত হয়ে যায়। অন্যথায় (যদি বাক্যের সংযোজক অব্যয়কে ফেলে দেয়ার পর বাক্যটি দু'টি বাক্যে বিভক্ত না হয়, তবে) উহা حَمْلِيَّة হবে। অতঃপর شَرْطِيَّة হয়তো مُتَّصِلَة হবে। আর তাহলো যার মধ্যে একটি قَضِيَّة-এর সত্য বা মিথ্যা হওয়ার হুকুম দেয়া নির্ভর করে অপর قَضِيَّة-এর ওপর। যথা, আমাদের কথা— اِنْ كَانَ هٰذَا اِنْسَانًا فَهُوَ حَيَوَانٌ অর্থাৎ, ইহা যদি মানুষ হয় ,তবে অবশ্যই তা প্রাণী এবং وَلَيْسَ اِنْ كَانَ هٰذَا اِنْسَانًا فَهُوَ جَمَادٌ অর্থাৎ, এবং ইহা সত্য নয় যে, ইহা যদি মানুষ হয়, তবে উহা পাথর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَضِيَّة-এর পরিচয় ঃ প্রকাশ থাকে যে, সরফীদের নিকট قَضِيَّة শব্দটি اِسْم مَصْدَر একবচন। এর বহুবচন হলো قَضَايَا ; শব্দটি বাবে ضَرَبَ থেকে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো— (১) اَلْحُكْم বা সমাধান করা, (২) اَلْاَمْر বা নির্দেশ অর্থে। যেমন, মহান আল্লাহর বাণী— "وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ" (৩) এ ছাড়া মীমাংসা বা ফয়সালা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قَضِيَّة-এর পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন— "اَلْقَضِيَّةُ قَوْلٌ يُقَالُ لِقَائِلِهِ اَنَّهُ صَادِقٌ اَوْ كَاذِبٌ" অর্থাৎ, قَضِيَّة এমন একটি বাক্য যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায়। মিরকাত প্রণেতার মতে— "هِىَ قَوْلٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ" অর্থাৎ, قَضِيَّة এমন একটি বাক্য যাতে সত্য-মিথ্যার সম্ভাবনা আছে। যথা- كَتَبَ زَيْدٌ - যায়েদ লিখেছে। এ বক্তব্যটি সত্য ও মিথ্যা উভয় হতে পারে, তাই এটি قَضِيَّة-এর উপমা হলো।

قَضِيَّة-এর প্রকারভেদ ঃ মানতিক শাস্ত্রে قَضِيَّة প্রথমত দু'প্রকার। যথা—

১. قَضِيَّة شَرْطِيَّة ২. قَضِيَّة حَمْلِيَّة ; নিম্নে এদের বিবরণ দেয়া হলো।

قَضِيَّة شَرْطِيَّة-এর বর্ণনা ঃ এর সংজ্ঞায় গ্রন্থকার বলেন— اِنِ انْحَلَّتْ اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ بَعْدَ حَذْفِ الرَّابِطِ অর্থাৎ, যদি قَضِيَّة-এর رَابِط বা সংযোজক অব্যয়কে حَذْف করে দিলে قَضِيَّة টি দুই قَضِيَّة তে বিভক্ত হয়, তাহলে তাকে قَضِيَّة شَرْطِيَّة বলে।

কারো কারো মতে, قَضِيَّة شَرْطِيَّة কে বলে যার মধ্যে সংযোগ অব্যয়গুলোকে বাদ দিলে দু'টি قَضِيَّة অবশিষ্ট থাকে। যথা- "اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ" অর্থাৎ, যদি সূর্য উদিত হয় তাহলে দিন বিদ্যমান হয়। উক্ত বাক্য থেকে "اِنْ كَانَتْ" সংযোজক অব্যয়টি বিলুপ্ত করলে দু'টি قَضِيَّة বিদ্যমান থাকে। উহা হলো "اَلشَّمْسُ طَالِعَةٌ" এবং "اَلنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ"

قَضِيَّة شَرْطِيَّة-এর প্রকারভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, "قَضِيَّة شَرْطِيَّة" আবার দু'প্রকার। যথা—

(১) شَرْطِيَّة مُوْجِبَة (২) شَرْطِيَّة سَالِبَة ; উহাদের বর্ণনা নিম্নরূপ—

১. مُوْجِبَة (ইতিবাচক) ঃ যে قَضِيَّة شَرْطِيَّة তে কোন কিছু সাব্যস্ত করা হয় তাকে مُوْجِبَة বলে। যেমন- "اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ" অর্থাৎ, যদি সূর্য উদিত হয় তাহলে দিন বিদ্যমান হয়।

২. سَالِبَة (নেতিবাচক) ঃ যে قَضِيَّة شَرْطِيَّة তে কোন কিছু نَفِى করা হয় তাকে سَالِبَة বলে।

প্রকাশ থাকে যে, قَضِيَّة شَرْطِيَّة আবার দু'প্রকার। যথা—

(১) شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة (২) شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة

১. شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة-এর পরিচয় ঃ এর পরিচয়ে গ্রন্থকার বলেন— وَهِىَ الَّتِىْ يُحْكَمُ فِيْهَا بِصِدْقِ قَضِيَّةٍ اَوْ كِذْبِهَا عَلٰى تَقْدِيْرِ اُخْرٰى অর্থাৎ, مُتَّصِلَة সে قَضِيَّة-কে বলে যার মধ্যে একটি قَضِيَّة-এর সত্য অথবা মিথ্যা হওয়ার হুকুম দেয়া হয় অন্য বাক্যের ওপর নির্ভর করে।

মিরকাত প্রণেতার মতে— هِىَ الَّتِىْ حُكِمَ فِيْهَا بِثُبُوْتِ نِسْبَةٍ عَلٰى تَقْدِيْرِ نِسْبَةٍ اُخْرٰى فِى الْاِيْجَابِ وَبِنَفْىِ نِسْبَةٍ اُخْرٰى فِى السَّلْبِ অর্থাৎ, شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة এমন-কে বলে যাতে ইতিবাচকের ক্ষেত্রে একটি نِسْبَت গ্রহণীয় হওয়ার ওপর অন্য একটি نِسْبَت বা সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়। যথা- اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا অর্থাৎ, যদি যায়েদ মানুষ হয় তাহলে সে প্রাণী। আলোচ্য উপমায় যায়েদের মানুষ হওয়ার نِسْبَت-এর ওপর حَيَوَان হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة-এর প্রকারভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, شَرْطِيَّة মুত্তাসিলা দু'প্রকার। যথা- (১) مُتَّصِلَة لُزُوْمِيَّة (আবশ্যিক মুত্তাসিলা), (২) مُتَّصِلَة اِتِّفَاقِيَّة (সমন্বিত মুত্তাসিলা)।

مُتَّصِلَة لُزُوْمِيَّة-এর পরিচয় ঃ এর সংজ্ঞায় ফযলে ইমাম খায়রাবাদী বলেন— "اِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْحُكْمُ لِعَلَاقَةٍ بَيْنَ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِى سُمِّيَتْ لُزُوْمِيَّةً" অর্থাৎ, যদি কোন قَضِيَّة مُتَّصِلَة তে مُقَدَّم ও تَالِى-এর পারস্পরিক সম্পর্কের দরুন হুকুম প্রবর্তিত হয়, তবে তাকে مُتَّصِلَة لُزُوْمِيَّة বলে। যথা— اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ ; অত্র উদাহরণে যে হুকুম দেয়া হয়েছে তা مُقَدَّم এবং تَالِى-এর মধ্যকার সম্পর্কের কারণে। কারণ সূর্য উদিত হলে দিন হবেই।

مُتَّصِلَة اِتِّفَاقِيَّة-এর পরিচয় ঃ মিরকাত প্রণেতা বলেন— "اِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْحُكْمُ بِدُوْنِ الْعَلَاقَةِ سُمِّيَتْ اِتِّفَاقِيَّةً" অর্থাৎ, যদি مُقَدَّم এবং تَالِى-এর মধ্যে কোন সম্পর্ক ছাড়াই হুকুম দেয়া হয়, তবে তাকে مُتَّصِلَة اِتِّفَاقِيَّة বলে। মূলত দু'টি বাক্যের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কোন সম্পর্কের কারণ ছাড়াই কোন ঘটনাক্রমে হয়ে থাকে। যথা- اِنْ كَانَ الْاِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاطِقٌ ; অত্র উদাহরণে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক নেই।

وَاَمَّا مُنْفَصِلَةٌ وَهِىَ الَّتِىْ يُحْكَمُ فِيْهَا بِالتَّنَافِىْ بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ فِى الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا وَيُسَمّٰى حَقِيْقَةً كَقَوْلِنَا هٰذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ اَوْ بِنَفِيْهِ كَقَوْلِنَا لَيْسَ هٰذَا اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ حَيَوَانًا اَوْ اَسْوَدَ اَوْ فِى الصِّدْقِ فَقَطْ وَيُسَمّٰى مَانِعَةَ الْجَمْعِ كَقَوْلِنَا هٰذَا اِمَّا اِنْسَانٌ اَوْ فَرَسٌ اَوْ فِى الْكِذْبِ فَقَطْ وَيُسَمّٰى مَانِعَةَ الْخُلُوِّ كَقَوْلِنَا زَيْدٌ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ فِى الْبَحْرِ اَوْ لَايَغْرَقُ فَالْحَمْلِيَّةُ تَتَحَقَّقُ بِاَجْزَاءٍ ثَلَاثَةٍ مَوْضُوْعٌ اَعْنِىْ مَحْكُوْمًا عَلَيْهِ وَمَحْمُوْلٌ اَعْنِىْ مَحْكُوْمًا بِهِ وَنِسْبَةٌ بَيْنَهُمَا وَاللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهَا يُسَمّٰى رَابِطَةً كَهُوَ فِىْ زَيْدٌ هُوَ عَالِمٌ وَيُسَمّٰى ج ثُلَاثِيَّةً –

সরল অনুবাদ ঃ অথবা مُنْفَصِلَة হবে। তাহলো যার মধ্যে দুই قَضِيَّة-এর মাঝে বিপরীতভাবে একই সাথে সত্য মিথ্যার ব্যাপারে হওয়া না হওয়ার হুকুম দেয়া হয়। এ রূপ قَضِيَّة-কে قَضِيَّة حَقِيْقِيَّة مُنْفَصِلَة বলা হয়। যথা, আমাদের কথা— هٰذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ অর্থাৎ, এ সংখ্যাটি হয়তো জোড় হবে বা বেজোড় হবে। অথবা দুই قَضِيَّة-এর মাঝে বিপরীতভাবে না হওয়ার হুকুম দেয়া হবে। যথা, আমাদের কথা— لَيْسَ هٰذَا اِمَّا يَكُوْنُ حَيَوَانًا اَوْ اَسْوَدَ অর্থাৎ, এই রূপ নয় যে, ইহা প্রাণী হবে অথবা কালো হবে। অথবা শুধু সত্য হবার ব্যাপারে একে مَانِعَةُ الْجَمْع বলা হয়। যথা, আমাদের কথা— هٰذَا اِمَّا اِنْسَانٌ اَوْ فَرَسٌ অর্থাৎ, ইহা হয়তো মানুষ অথবা ঘোড়া। অথবা শুধু মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে। আর একে مَانِعَةُ الْخُلُوّ বলা হয়। যথা, আমাদের কথা— زَيْدٌ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ فِى الْبَحْرِ اَوْ لَا يَغْرَقُ অর্থাৎ, যায়েদ হয়তো সমুদ্রে অথবা ডুবেনি। আর قَضِيَّة حَمْلِيَّة তিনটি অংশ দ্বারা গঠিত। (১) مَوْضُوْع অথাৎ, مَحْكُوْم عَلَيْه (২) مَحْمُوْل অর্থাৎ, مَحْكُوْم بِه এবং مَحْمُوْل-এর মধ্যকার সম্পর্ক বা نِسْبَت ; আর যে শব্দ نِسْبَت-এর ওপর বুঝায় তাকে رَابِطَه বলা হয়। যথা– زَيْدٌ هُوَ عَالِمٌ-এর মধ্যে هُوَ ; এবং এরূপ قَضِيَّة حَمْلِيَّة-কে ثُلَاثِيَّة বলা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

২. شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة-এর পরিচয় ঃ এর পরিচয়ে মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন—

"مُنْفَصِلَةٌ وَهِىَ الَّتِىْ يُحْكَمُ فِيْهَا بِالتَّنَافِىْ بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ فِى الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ" অর্থাৎ, قَضِيَّة ঐ قَضِيَّة مُنْفَصِلَة-কে বলে যার মধ্যে সত্য-মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে একই সাথে দুই قَضِيَّة-এর মাঝে পরস্পর বিপরীতভাব হওয়া না হওয়ার হুকুম দেয়া হয়। মূলত যাতে দু'টি বাক্যের মধ্যে সত্য বা মিথ্যার ক্ষেত্রে বৈপরিত্যের হুকুম দেয়া হয়। যথা– "هٰذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ" অর্থাৎ, এ সংখ্যাটি জোড় অথবা বেজোড়। উদাহরণটিতে জোড় এবং বেজোড় হওয়া পরস্পর বিপরীত।

উল্লেখ্য, قَضِيَّة شَرْطِيَّة অন্যদিক থেকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- مُوجِبَة এবং سَالِبَة

هٰذَا إِمَّا أَنْ আর দুই قَضِيَّة-এর মধ্যে বৈপরীত্বের সম্পর্ক নেই এমন قَضِيَّة-এর উপমা হলো يَكُونَ حَيَوَانًا أَوْ أَسْوَدَ অর্থাৎ, এটা হয়তো প্রাণী হবে অথবা কালো। একই বিষয় হয়তো প্রাণী হবে অথবা কালো হবে এ ব্যাপারে আবশ্যক নয়, বিধায় এদের বিপরীতভাব নেই। তাই এখানে এর উপমা প্রযোজ্য নয় বলে لَيْسَ هٰذَا الخ বলা হয়েছে।

شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة-এর প্রকারভেদ ঃ মানতিক শাস্ত্রে উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা— (১) مُنْفَصِلَة حَقِيْقِيَّة (২) مَانِعَةُ الْجَمْعِ (৩) مَانِعَةُ الْخُلُوِّ ; উহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ—

১. مُنْفَصِلَة حَقِيْقِيَّة-এর পরিচয় ঃ আমাদের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতার মতে— اَلَّتِىْ يَحْكُمُ فِيْهَا بِالتَّنَافِىْ بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ فِى الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ مَعًا وَيُسَمّٰى حَقِيْقِيَّةً অর্থাৎ, যদি সত্য ও মিথ্যা উভয় হিসেবে দু'টি قَضِيَّة-এর মধ্যে বিরোধ থাকা অথবা বিরোধ না থাকার হুকুম প্রবর্তন করা হয়, তখন তাকে مُنْفَصِلَة حَقِيْقِيَّة বলে।

প্রকাশ থাকে যে, ইহা إِيْجَاب হাঁ-বোধক এবং سَلْب না-বোধক উভয় হতে পারে। যথা- إِيْجَاب বা হাঁ-বোধক-এর উদাহরণ। যেমন- "هٰذَا الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ" অর্থাৎ, এ সংখ্যাটি জোড় অথবা বেজোড়। এখানে জোড় এবং বেজোড় হওয়া পরস্পর বিপরীত।

২. مَانِعَةُ الْجَمْعِ-এর পরিচয় ঃ এর আভিধানিক অর্থ হলো- একত্র হতে বাধা হওয়া। পারিভাষিক সংজ্ঞায় মিরকাত প্রণেতা বলেন— "اَنْ حُكِمَ فِيْهَا بِالتَّنَافِىْ اَوْ بِعَدَمِهٖ صِدْقًا فَقَطْ كَانَتْ مَانِعَةُ الْجَمْعِ" অর্থাৎ, যদি কেবল صِدْق-এর ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় পরস্পর تَنَافِى বা تَنَافِى না হওয়ার হুকুম দেয়া হয়, তখন তাকে مَانِعَةُ الْجَمْعِ বলে। কোন কোন মানতিকবিদ বলেন, قَضِيَّة-এর মধ্যে বিপরীতভাব হওয়া না হওয়ার হুকুম যদি শুধু সত্যের মধ্যে দেয়া হয়, তবে তাকে مَانِعَةُ الْجَمْعِ বলে। যথা- "هٰذَا إِمَّا إِنْسَانٌ أَوْ فَرَسٌ" অর্থাৎ, ইহা হয়তো মানুষ অথবা ঘোড়া। এখানে সত্যতার ব্যাপারে দু'টি বিষয়ের মধ্যে تَنَافِى বর্তমান, কারণ একই সাথে উভয়টি মানুষ এবং ঘোড়া হতে পারে না।

৩. مَانِعَةُ الْخُلُوِّ-এর বর্ণনা ঃ এর সংজ্ঞায় ফযলে ইমাম খায়রাবাদী বলেন— "اِنْ حُكِمَ فِيْهَا بِالتَّنَافِىْ اَوْ سَلْبِهٖ كِذْبًا كَانَتْ مَانِعَةُ الْخُلُوِّ অর্থাৎ, যদি শুধু মিথ্যা এর বিচারে দু'টি বিষয়ের মধ্যে বিপরীতভাব হওয়া বা না হওয়ার হুকুম প্রদান করা হয়, তবে তাকে مَانِعَةُ الْخُلُوِّ বলা হবে।

কোন কোন মানতিকবিদের মতে, قَضِيَّة-এর মধ্যে বিপরীতভাব হওয়া না হওয়ার হুকুম যদি শুধু মিথ্যার মধ্যে দেয়া হয় তাহলে তাকে مَانِعَةُ الْخُلُوِّ বলা হয়। যথা- زَيْدٌ إِمَّا يَكُوْنُ فِى الْبَحْرِ اَوْ لَا يَغْرَقُ অর্থাৎ, যায়েদ হয়তো সমুদ্রে থাকবে অথবা ডুববে না। আলোচ্য উপমায় উভয়টি একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ নয়। অতএব যায়েদ ডুবে যাওয়াও নিষেধ নয়। কিন্তু নিষেধ হলো যায়েদ সমুদ্রেও যাবে না এবং ডুবেও যাবে না।

قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর পরিচয় ঃ এর সংজ্ঞায় আমাদের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা বলেন— "وَاِنْ لَمْ اِنْحَلَّتْ اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ بَعْدَ حَذْفِ الرَّابِطِ অর্থাৎ, رَابِط বা সংযোজক অব্যয়কে হযফ করে দেয়ার পরে যদি قَضِيَّة টি দু'টি قَضِيَّة তে বিভক্ত না হয় তাহলে তাকে "قَضِيَّة حَمْلِيَّة" বলে।

কারো কারো মতে— "اَلْقَضِيَّةُ الْحَمْلِيَّةُ هُوَ مَا لَا يَنْحَلُّ اِلٰى قَضِيَّتَيْنِ" অর্থাৎ, যে قَضِيَّة দু'টি ভাগে বিভক্ত হয় না, তাকে قَضِيَّة حَمْلِيَّة বলে। যথা- "زَيْدٌ قَائِمٌ" – যায়েদ দণ্ডায়মান বা زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ ; এ বাক্যের "هُوَ"-কে বাদ দিলে দু'টি قَضِيَّة বিদ্যমান থাকে না; বরং দু'টি مُفْرَد বিদ্যমান থাকে, তাই এটি قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর উপমা হলো।

قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর প্রকারভেদ ঃ قَضِيَّة حَمْلِيَّة ও আবার দু'প্রকার। (১) حَمْلِيَّة مُوجِبَة (২) حَمْلِيَّة سَالِبَة ; এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ—

১. مُوجِبَة (ইতিবাচক) ঃ যে قَضِيَّة حَمْلِيَّة তে কোন কিছু সাব্যস্ত করা হয়, তাকে مُوجِبَة বলে। যেমন- زَيْدٌ عَالِمٌ

২. سَالِبَة (নেতিবাচক) ঃ যে বাক্যে নেতিবাচক হুকুম বিদ্যমান থাকে, তাকে قَضِيَّة حَمْلِيَّة سَالِبَة বলে। যেমন- زَيْدٌ لَيْسَ بِعَالِمٍ

উল্লেখ্য যে, قَضِيَّة حَمْلِيَّة তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। (১) مَحْكُوم عَلَيْه বা مَوْضُوع যাকে নাহুর পরিভাষায় مُبتدأ বলা হয়। (২) مَحْكُوم بِه বা مَحْمُول যাকে নাহুর পরিভাষায় خَبَر বলা হয়। (৩) رَابِطَة বা نِسْبَت যাকে নাহুর পরিভাষায় ضَمِير فَصْل বলা হয়। সুতরাং زَيْدٌ هُوَ عَالِمٌ এ উপমায় زَيْد পদটি হলো مَوْضُوع আর هُوَ টি হলো رَابِطَة বা نِسْبَت আর عَالِم পদটি مَحْمُول

জেনে রাখা দরকার, যে শব্দ نِسْبَت-এর অর্থের ওপর দালালত করে তাকে رَابِطَة বলা হয়। আর যখন قَضِيَّة তিন অংশ দ্বারা গঠিত হয়, তখন তাকে ثُلَاثِيَّة বলা হয়।

وَقَدْ تُحْذَفُ الرَّابِطَةُ فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ وَتُسَمَّى ثُنَائِيَّةً كَزَيْدٌ عَالِمٌ وَهِيَ مُوْجِبَةٌ إِنْ صَحَّ أَنْ يُّقَالَ إِنَّ الْمَوْضُوْعَ مَحْمُوْلٌ كَقَوْلِنَا اَلْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ وَسَالِبَةٌ إِنْ صَحَّ أَنْ يُّقَالَ إِنَّ الْمَوْضُوْعَ لَيْسَ بِمَحْمُوْلٍ كَقَوْلِنَا اَلْإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَجَرٍ فَمَوْضُوعُهَا إِنْ كَانَ شَخْصًا مُعَيَّنًا سُمِّيَتْ مَخْصُوصَةً وَشَخْصِيَّةً وَإِنْ كَانَ كُلِّيًّا فَإِنْ بُيِّنَ فِيهَا مِقْدَارُ أَفْرَادِ الْمَوْضُوْعِ سُمِّيَتْ مَحْصُورَةً وَمَسُورَةً وَاللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهِ سُمِّيَ سُورًا –

সরল অনুবাদ ঃ কোন কোন لُغَات বা অভিধানে قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর رَابِطَة-কে حَذْف করা হয়, তখন সে قَضِيَّة-কে ثُلَاثِيَّة বলা হয়। যথা- زَيْدٌ عَالِمٌ অর্থাৎ, যায়েদ শিক্ষিত। আর قَضِيَّة حَمْلِيَّة টি مُوجِبَة হবে যদি مَوْضُوع-কে مَحْمُول বলা সঠিক হয়। যথা, আমাদের কথা— اَلْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ অর্থাৎ, মানুষ প্রাণী। এবং قَضِيَّة حَمْلِيَّة টি سَالِبَة হবে যদি مَوْضُوع টি مَحْمُول নয় বলা ঠিক হয়। যথা, আমাদের কথা— اَلْإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَجَرٍ অর্থাৎ, মানুষটি পাথর নয়। অতঃপর قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর مَوْضُوع যদি شَخْص مُعَيَّن বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি হয়, তখন তাকে شَخْصِيَّة বা مَخْصُوصَة বলা হয়, এবং যদি قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর مَوْضُوع টি এমন كُلِّي হয়, যে كُلِّي-এর মধ্যে مَوْضُوع এর-افْرَاد-এর পরিমাণ বর্ণিত হয়, তখন তাকে مَحْصُورَة এবং مَسُورَة বলা হয়। আর যে শব্দ পরিমাণ বুঝায়, তাকে سُوْر বলা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর সংযোজক অব্যয় তথা رَابِطَة-কে حَذْف করলে قَضِيَّة حَمْلِيَّة টিকে ثُنَائِيَّة বলা হবে। যথা- زَيْدٌ عَالِمٌ অর্থাৎ, যায়েদ জ্ঞানী। এটা মূলে ছিল زَيْدٌ هُوَ عَالِمٌ ; এখানে هُوَ

যা সংযোজক অব্যয় উহাকে ফেলে দেয়া হয়েছে, ফলে زَيْدٌ عَالِمٌ অবশিষ্ট রয়েছে। এটাই ثُنَائِيَّةٌ :
এবং قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ مُوجِبَةٌ যথা- اَلْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ অর্থাৎ, মানুষ প্রাণী। এখানে اَلْإِنْسَانُ
হলো مَوْضُوعٌ আর حَيَوَانٌ হলো مَحْمُولٌ ; এবং قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ سَالِبَةٌ যথা- اَلْإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَجَرٍ
অর্থাৎ, মানুষ পাথর নয়। এখানে মানুষকে পাথর না বলা ঠিক হয়েছে, তাই এটা سَالِبَةٌ হয়েছে।

سُوْر-এর পরিচয় ঃ যে শব্দটি পরিমাণ বুঝায়, তাকে سُوْر বলে। যথা- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ অর্থাৎ, প্রতিটি মানুষই প্রাণী। এখানে كُلُّ শব্দটি হলো سُوْر কেননা, এর দ্বারা পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।

قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর প্রকারভেদ ঃ উল্লেখ্য যে, قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ টা কয়েক ভাগে বিভক্ত। প্রথমত তার অংশের প্রতি লক্ষ্য করে। দ্বিতীয়ত তার مَوْضُوع-এর প্রতি লক্ষ্য করে। তৃতীয়ত তার مَوْضُوع-এর অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করে। চতুর্থত তার اَطْرَاف-এর প্রতি লক্ষ্য করে।

مَوْضُوع হিসেবে "قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ"-এর প্রকার ঃ প্রকাশ থাকে যে, مَوْضُوع-এর দিক থেকে উহা চার প্রকার। যথা— (১) شَخْصِيَّةٌ (ব্যক্তি বাচক), (২) طَبْعِيَّةٌ (স্বভাব বাচক), (৩) مَحْصُوْرَةٌ (সীমাবদ্ধ) ও (৪) مُهْمَلَةٌ (সন্দেহ বাচক)।

১. شَخْصِيَّةٌ-এর পরিচয় ঃ প্রকাশ থাকে যে, شَخْصِيَّةٌ শব্দটি شَخْص থেকে উৎপত্তি। এর অর্থ হলো– ব্যক্তি। এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন— "مَوْضُوعُهَا اِنْ كَانَ شَخْصًا مُعَيَّنًا سُمِّيَتْ شَخْصِيَّةً" অর্থাৎ, قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর مَوْضُوع টি যখন নির্দিষ্ট ব্যক্তি হয় তখন তাকে شَخْصِيَّةٌ বলে।

মিরকাত প্রণেতা বলেন— "اِنْ كَانَ جُزْئِيًّا وَشَخْصِيًّا مُعَيَّنًا سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ شَخْصِيَّةً" অর্থাৎ, قَضِيَّةٌ-এর উদ্দেশ্য যদি جُزْئِى ও নির্দিষ্ট ব্যক্তি হয় তখন তাকে شَخْصِيَّةٌ বলে। যথা- "زَيْدٌ عَالِمٌ" অর্থাৎ, যায়েদ জ্ঞানী। এ বাক্যে مَوْضُوع হলো যায়েদ নির্দিষ্ট ব্যক্তি, তাই ইহা شخصية-এর উদাহরণ হলো।

২. طَبْعِيَّةٌ-এর বর্ণনা ঃ طَبْعِيَّةٌ শব্দটির অর্থ হলো- خَصْلَةٌ বা স্বভাব। এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, قضية-এর উদ্দেশ্য যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তি না হয়ে كُلِّى হয় এবং এর হুকুম যদি হাকীকত-এর ওপর প্রদত্ত হয়, তবে তাকে طَبْعِيَّةٌ বলা হয়। যথা- اَلْإِنْسَانُ نَوْعٌ ; এখানে كُلِّى টি যার ওপর نَوْع-এর হুকুম দেয়া হয়েছে।

৩. مَحْصُوْرَةٌ-এর বর্ণনা ঃ প্রকাশ থাকে যে, مَحْصُوْرَةٌ শব্দটি اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ। অর্থ হলো– সীমাবদ্ধ। পারিভাষিক সংজ্ঞায় আমাদের গ্রন্থকার বলেন— اِنْ كَانَ كُلِّيًّا فَاِنْ بَيَّنَ فِيْهَا مِقْدَارَ اَفْرَادِ الْمَوْضُوْعِ سُمِّيَتْ مَحْصُوْرَةً অর্থাৎ, قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ-এর مَوْضُوْع টি যখন كُلِّى হবে, আর সে كُلِّى-এর মধ্যে مَوْضُوع-এর পরমাণ বর্ণিত হয়, তখন তাকে مَحْصُوْرَةٌ বলে। যথা- كُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ বাকশক্তি সম্পন্ন। এখানে اِنْسَان-এর সকল فَرْد-এর ওপর نَاطِق হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, قَضِيَّةٌ مَحْصُوْرَةٌ আবার চার প্রকার। যথা—

(১) مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ (২) سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ (৩) مُوْجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ (৪) سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ

৪. مُهْمَلَةٌ-এর পরিচয় ঃ এর সংজ্ঞা হলো, যদি قَضِيَّةٌ-এর مَوْضُوْع কুল্লি হয়ে اَفْرَاد-এর ওপর হুকুম হয়, তবে সংখ্যার পরিমাণ বর্ণনা করা হবে না। যথা– "اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ" অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু এখানে কোন পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি, তাই পরিমাণ অনির্ধারিত হলে তাকে مُهْمَلَةٌ বলে।

"قَضِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ"-এর প্রকারভেদ باِعْتِبَارِ وُجُوْدِ مَوْضُوْع ঃ প্রকাশ থাকে যে, مَوْضُوْع পাওয়ার ভিত্তিতে তিন প্রকার। যথা- (১) خَارِجِيَّةٌ (বাহিরে বিদ্যমান), (২) ذِهْنِيَّةٌ (কল্পনায় বিদ্যমান),

(৩) حقيقية (প্রকৃত বিদ্যমান)। নিম্নে উহাদের পরিচয় উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো।

১. حَمْلِيَّة خَارِجِيَّة-এর পরিচয় ঃ যদি قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর مَوْضُوع বাহিরের বিষয় হয় এবং বাস্তবে তা বিদ্যমান থাকে অতঃপর উহার ওপর مَحْمُول-এর হুকুম আরোপিত হয়, তবে তাকে حَمْلِيَّة خَارِجِيَّة বলে। যথা– الْإِنْسَانُ كَاتِبٌ: উদাহরণটিতে উদ্দেশ্য হলো إِنْسَان এবং বিধেয় হলো كَاتِب যা বাহিরের জিনিস, যার ওপর হুকুম আরোপিত হয়েছে।

২. حَمْلِيَّة ذِهْنِيَّة-এর পরিচয় ঃ যদি حَمْلِيَّة-এর مَوْضُوع বা উদ্দেশ্য মস্তিষ্কে বিদ্যমান থাকে এবং মস্তিষ্কে বিদ্যমান হিসেবেই যদি উহার ওপর হুকুম প্রদান করা হয়, তাহলে তাকে حَمْلِيَّة ذِهْنِيَّة বলে। যথা– الْإِنْسَانُ كُلِّيٌّ : এ উদাহরণটির বিষয়বস্তু মস্তিষ্কে বিদ্যমান আছে, বাহিরে এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

৩. حَمْلِيَّة حَقِيقِيَّة-এর পরিচয় ঃ যদি مَوْضُوع বা উদ্দেশ্য এর মধ্যে হুকুম প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতার নিরিখে প্রদান করা হয়, তবে তাকে حَمْلِيَّة حَقِيقِيَّة বলে। যথা– الْأَرْبَعُ ضِعْفُ الْإِثْنَانِ অর্থাৎ, চার দুই-এর দ্বিগুণ। এখানে ৪ সংখ্যাটি ২-এর দ্বিগুণ যা প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ।

وَهِيَ إِمَّا مُوْجِبَةٌ كُلِّيَّةٌ وَسُوْرُهَا كُلُّ كَقَوْلِنَا كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ أَوْ سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ وَسُوْرُهَا لَاشَيْءَ وَلَا وَاحِدَ كَقَوْلِنَا لَاشَيْءَ وَلَا وَاحِدَ مِنَ النَّاسِ بِجَمَادٍ أَوْمُوجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ وَسُوْرُهَا بَعْضٌ وَوَاحِدٌ كَقَوْلِنَا بَعْضُ الْحَيَوَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ وَسُوْرُهَا لَيْسَ كُلُّ وَلَيْسَ بَعْضُ وَبَعْضُ لَيْسَ وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ فَإِنْ لَمْ تَصْلُحْ لِأَنْ تُقْصَدَ بِهِ كُلِّيَّةٌ وَجُزْئِيَّةٌ سُمِّيَتْ طَبْعِيَّةً وَإِلَّا فَمُهْمَلَةٌ كَقَوْلِنَا اَلْحَيَوَانُ جِنْسٌ وَالْإِنْسَانُ لَفِيْ خُسْرٍ وَالْمُهْمَلَةُ فِيْ قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ إِذْ مَتَى صَدَقَ الْإِنْسَانُ لَفِيْ خُسْرٍ صَدَقَ بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَفِيْ خُسْرٍ وَبِالْعَكْسِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ قَضِيَّة مَحْصُوْرَة হয়তো مُوْجِبَة كُلِّيَّة হবে এবং ইহার سُوْر হবে كُل শব্দ। যথা– كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ অর্থাৎ,. প্রত্যেক আগুন গরম। অথবা سَالِبَة كُلِّيَّة হবে এবং এর سُوْر হবে لَاشَيْءَ ও لَا وَاحِد যথা, আমাদের উক্তি— لَاشَيْءَ وَلَا وَاحِدَ مِنَ النَّاسِ بِجَمَادٍ অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কেউই পাথর নয়। অথবা مُوْجِبَة جُزْئِيَّة হবে এবং ইহার সূর হবে بعض ও وَاحِد যথা– بَعْضُ الْحَيَوَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُ إِنْسَانٌ অর্থাৎ, কোন কোন প্রাণী মানুষ। অথবা سَالِبَة جُزْئِيَّة হবে এবং এর سُوْر হবে لَيْسَ كُل, لَيْسَ بَعْض ও بَعْضُ لَيْسَ যথা– بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ অর্থাৎ, কোন কোন প্রাণী মানুষ নয়। আর যদি قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর مَوْضُوْع-এর أَفْرَاد-এর সংখ্যা ও পরিমাণ উল্লেখ না থাকে এবং مَوْضُوْع দ্বারা كُلِّي এবং جُزْئِي উদ্দেশ্য করার যোগ্যতা যদি قَضِيَّة না রাখে, তখন সে قَضِيَّة-কে قَضِيَّة طَبْعِيَّة বলে। নতুবা অর্থাৎ, যদি قَضِيَّة টি مَوْضُوْع দ্বারা كُلِّي এবং جُزْئِي উদ্দেশ্য করার যোগ্য হয়

তখন তাকে قَضِيَّة طَبْعِيَّة বলে। قَضِيَّة طَبْعِيَّة-এর উদাহরণ— اَلْحَيَوَانُ جِنْسٌ অর্থাৎ, প্রাণী একটি جِنْس : قَضِيَّة مُهْمَلَة -এর উদাহরণ— اَلْإِنْسَانُ لَفِىْ خُسْرٍ অর্থাৎ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। قَضِيَّة مُهْمَلَة সাধারণত جُزْئِيَّة-এর পর্যায়ে। কেননা, যখন اَلْإِنْسَانُ لَفِىْ خُسْرٍ বলা ঠিক হবে, তখন بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَفِىْ خُسْرٍ বলাও ঠিক হবে এবং উহার বিপরীতও বলা ঠিক হবে। যেমন- بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ فِىْ خُسْرٍ অর্থাৎ, কোন কোন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَضِيَّة مَحْصُوْرَة-এর প্রকারভেদের বর্ণনা : قَضِيَّة مَحْصُوْرَة সাধারণত চার প্রকার : (১) مُوْجِبَة كُلِّيَّة (২) سَالِبَة كُلِّيَّة (৩) مُوْجِبَة جُزْئِيَّة (৪) سَالِبَة جُزْئِيَّة

مُوْجِبَة كُلِّيَّة-এর سُوْر হবে كُل শব্দ। যথা- كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ অর্থাৎ, প্রত্যেক আগুন গরম।

سَالِبَة كُلِّيَّة-এর سُوْر হবে لَاشَيْئَ ও لَاوَاحِد যথা- لَاشَيْئَ وَ لَا وَاحِدَ مِنَ النَّاسِ بِجَمَادٍ অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কেউই পাথর নয়।

مُوْجِبَة جُزْئِيَّة-এর سُوْر হবে بَعْض ও وَاحِد যথা- بَعْضُ الْحَيَوَانِ اَوْ وَاحِدٌ مِنْهُ اِنْسَانٌ অর্থাৎ, কোন কোন প্রাণী মানুষ।

سَالِبَة جُزْئِيَّة-এর سُوْر হবে لَيْس بَعْض ও لَيْسَ كُل যথা- لَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ অর্থাৎ, কোন কোন প্রাণী মানুষ নয়।

سُوْر : سُوْر বলতে ঐ শব্দকে বুঝায় যা اَفْرَاد-এর পরিমাণ বুঝায়। এক কথায় ইহা مَوْضُوْع-এর اَفْرَاد-এর পরিমাণের জন্য عَلَامَت বিশেষ।

قَضِيَّة طَبْعِيَّة : যদি مَوْضُوْع-এর اَفْرَاد-এর পরিমাণ বর্ণনা করা না হয় এবং قَضِيَّة টি যদি এ রূপ হয় যে مَوْضُوْع দ্বারা كُلِّيَّة এবং جُزْئِيَّة হওয়া উদ্দেশ্য নয় ; বরং مَوْضُوْع তার ذَات বা সত্তাকে বুঝায়, তখন এ قَضِيَّة-কে قَضِيَّة طَبْعِيَّة বলে। যথা- اَلْحَيَوَانُ جِنْسٌ অর্থাৎ, প্রাণী جِنْس ; এখানে جِنْس হওয়ার হুকুম ذَات حَيَوَان -এর ওপর।

قَضِيَّة مُهْمَلَة : আর যদি قَضِيَّة দ্বারা كُلِّيَّة - جُزْئِيَّة হওয়ার উদ্দেশ্য হওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে قَضِيَّة مُهْمَلَة হবে। যথা- اَلْإِنْسَانُ لَفِىْ خُسْرٍ অর্থাৎ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে اَلْإِنْسَان শব্দ مَوْضُوْع এবং এর মধ্যে اَفْرَاد ও সংখ্যা আছে, তাই এ قَضِيَّة-কে قَضِيَّة طَبْعِيَّة বলে।

উল্লেখ্য যে, قَضِيَّة مُهْمَلَه টি جزئيه-এর পর্যায়ে। কেননা, যখন اَلْإِنْسَانُ لَفِىْ خُسْرٍ প্রযোজ্য হয় তখন بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَفِىْ خُسْرٍ-এর বিপরীত অর্থাৎ, بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ فِىْ خُسْرٍ এটাও প্রযোজ্য হবে।

চিত্রের মাধ্যমে উপরোক্ত আলোচনার পরিচয়

قَضِيَّة (বাক্য)

- ১ شَرْطِيَّه
  - ১ مُتَّصِلَه
  - ২ مُنْفَصِلَه
    - ১ حَقِيْقَة: اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ
    - ২ مَانِعَةُ الْجَمْعِ: هٰذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ وَاِمَّا فَرْدٌ
    - ৩ مَانِعَةُ الْخُلُوِّ: زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ وَلَا يَغْرَقُ
- ২ حَمْلِيَّه
  - পাঁচ قَضِيَّه حَمْلِيَّه দিক হতে বিভক্ত হয়
    - ১ بِاعْتِبَارِ جُزْءِ الْقَضِيَّه
    - ২ بِاعْتِبَارِ النِّسْبَةِ
    - ৩ بِاعْتِبَارِ الْمَوْضُوْعِ
    - ৪ بِاعْتِبَارِ وُجُوْدِ الْمَوْضُوْعِ
    - ৫ بِاعْتِبَارِ اَطْرَافِ الْقَضِيَّه

اَلْحَمْلِيَّةُ بِاعْتِبَارِ الْاَجْزَاءِ

- ১ ثُلَاثِيَّه যথা– زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ
- ২ ثُنَائِيَّه যথা– زَيْدٌ قَائِمٌ

اَلْحَمْلِيَّةُ بِاعْتِبَارِ النِّسْبَةِ

- ১ مُوْجِبَه যথা– زَيْدٌ عَالِمٌ
- ২ سَالِبَه যথা– زَيْدٌ لَيْسَ بِعَالِمٍ

اَلْقَضِيَّةُ الْحَمْلِيَّةُ بِاعْتِبَارِ الْمَوْضُوْعِ

- ১ شَخْصِيَّه যথা– زَيْدٌ قَائِمٌ
- ২ مَحْصُوْرَه যথা– كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ
  - ১ مُوْجِبَه كُلِّيَّه: كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ
    - سُوْر: كُلّ وَ لَام اِسْتِغْرَاق
  - ২ مُوْجِبَه جُزْئِيَّه: بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ
    - سُوْر: بَعْض، لَاوَاحِد
  - ৩ سَالِبَه كُلِّيَّه: لَاشَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ
    - سُوْر: لَاوَاحِد، لَاشَيْءَ
  - ৪ سَالِبَه جُزْئِيَّه: بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِاِنْسَانٍ
    - سُوْر: لَيْسَ كُلّ، لَيْسَ بَعْض، بَعْض لَيْسَ
- ৩ طَبْعِيَّه যথা– اَلْاِنْسَانُ نَوْعٌ
- ৪ مُهْمَلَه যথা– اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ

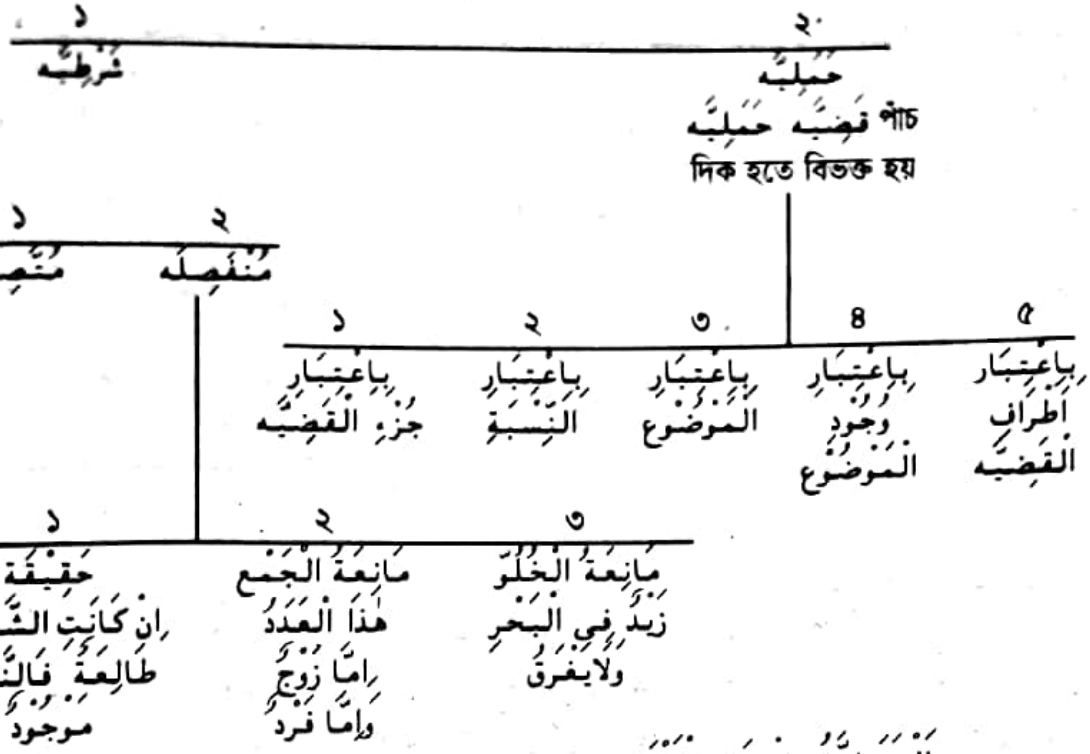

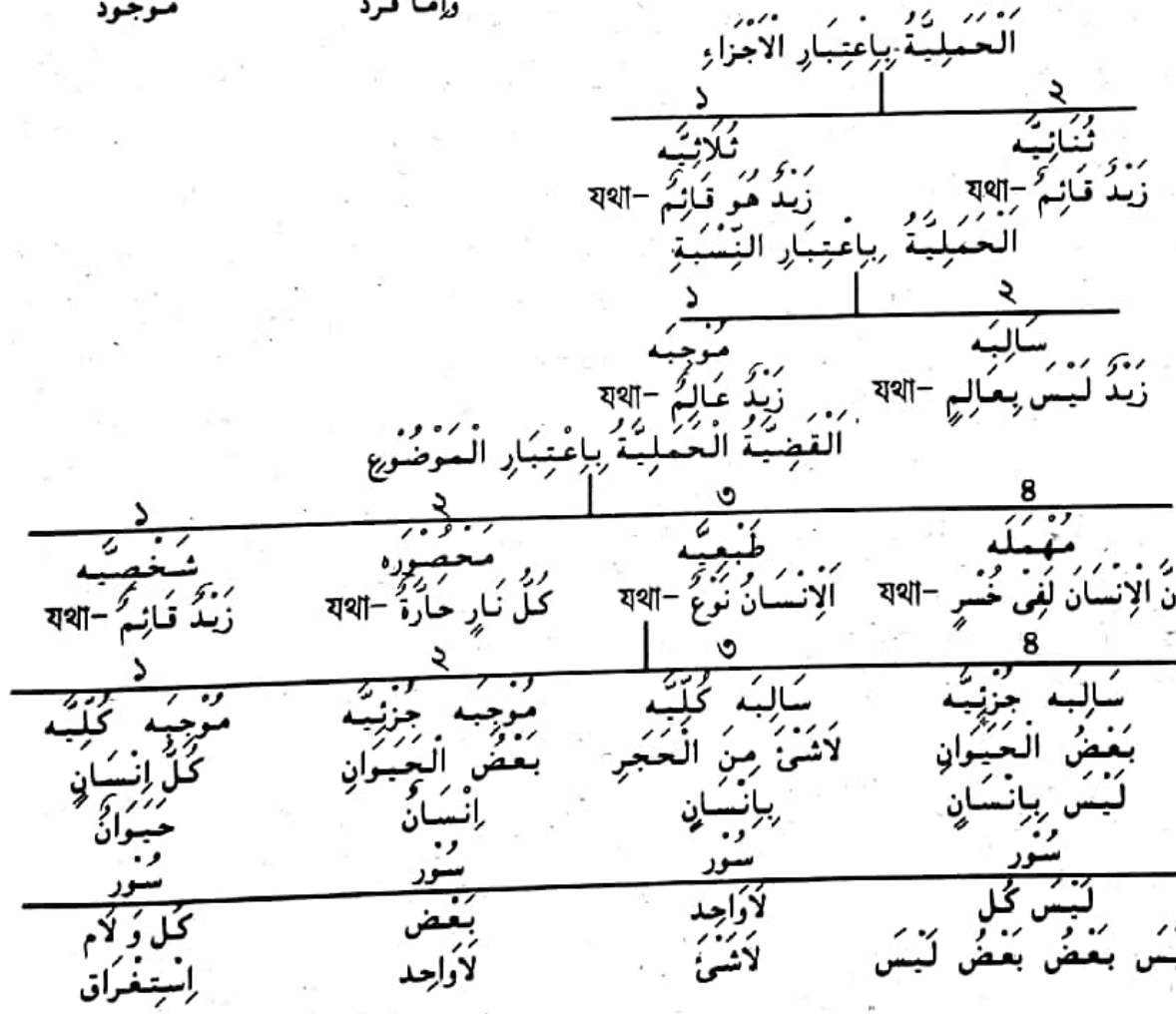

فَصْلٌ فِى الْعُدُوْلِ وَالتَّحْصِيْلِ حَرْفُ السَّلْبِ اِنْ كَانَ جُزْءًا مِّنَ الْمَوْضُوْعِ كَقَوْلِنَا اَللَّاحَيُّ جَمَادٌ اَوْ مِنَ الْمَحْمُوْلِ كَقَوْلِنَا اَلْجَمَادُ لَاحَيٌّ اَوْ مِنْهُمَا كَقَوْلِنَا اَللَّاحَيُّ لَا عَالِمٌ سُمِّيَتْ مَعْدُوْلَةً مُوْجِبَةً كَانَتْ اَوْ سَالِبَةً وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ جُزْءً بِشَىْءٍ مِّنْهُمَا سُمِّيَتْ مُحَصَّلَةً اِنْ كَانَتْ مُوْجِبَةً وَبَسِيْطَةً اِنْ كَانَتْ سَالِبَةً وَالْاِعْتِبَارُ بِالْاِيْجَابِ وَالسَّلْبِ بِالنِّسْبَةِ لَا بِطَرَفَيْهَا فَاِنَّ كُلَّ مَا لَيْسَ بِحَيٍّ فَهُوَ لَا عَالِمٌ مُوْجِبَةٌ مَعَ اَنَّ طَرَفَيْهَا عَدَمِيَّانِ وَلَا شَىْءَ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ بِسَاكِنٍ سَالِبَةٌ مَعَ طَرَفَيْهَا وُجُوْدِيَّانِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ দশম পরিচ্ছেদ ঃ قَضِيَّة مُحَصَّلَة ও قَضِيَّة مَعْدُوْلَة -এর বর্ণনা প্রসঙ্গে। حَرْف سَلْب তথা না-বাচক অব্যয় যদি مَوْضُوْع -এর অংশ হয়। যথা- اَللَّاحَيُّ جَمَادٌ অর্থাৎ, প্রাণহীন বস্তু জড় পদার্থ। অথবা مَحْمُوْل -এর অংশ হয়। যথা- اَلْجَمَادُ لَاحَيٌّ অর্থাৎ, জড় বস্তু প্রাণহীন। অথবা مَحْمُوْل ও مَوْضُوْع টি حَرْف سَلْب -এর অংশ হবে। যথা- اَللَّاحَيُّ لَاعَالِمٌ অর্থাৎ, প্রাণহীন জ্ঞানী নয়। এ সকল অবস্থায় قَضِيَّة مَعْدُوْلَة টি قَضِيَّة হবে, চাই مُوْجِبَة হোক বা سَالِبَة হোক। আর যদি حَرْف سَلْب টি مَوْضُوْع এবং مَحْمُوْل কোনটিরই অংশ না হয় এবং قَضِيَّة টি যদি مُوْجِبَة হয়, তবে তাকে مُحَصَّلَة বলা হবে। আর যদি سَالِبَة হয়, তবে তাকে بَسِيْطَة বলা হবে। আর قَضِيَّة টি مُوْجِبَة এবং سَالِبَة হওয়া نِسْبَت অনুপাতে হয়, مَوْضُوْع এবং مَحْمُوْل -এর অংশ হওয়ার অনুপাতে নয়। সুতরাং كُلُّ مَالَيْسَ بِحَيٍّ فَهُوَ لَا عَالِمٌ অর্থাৎ, প্রত্যেক ঐ বস্তু যা প্রাণী নয় তা জ্ঞানীও নয়। বাক্যটি مُوْجِبَة অথচ এ বাক্যের উভয় অংশ অর্থাৎ, مَوْضُوْع এবং مَحْمُوْل না-বাচক ; এখানে عَدَمِى এবং حَرْف سَلْب যুক্ত। আর لَا شَىْءَ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ بِسَاكِنٍ এ বাক্যে যদিও مَوْضُوْع ও مَحْمُوْل উভয় দিক حَرْف سَلْب ও مُوْجِبَة তবুও এটা سَالِبَة কেননা, এর নিসবতটি سَالِبَة এ কারণ قَضِيَّة টিও سَالِبَة হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَضِيَّة مَعْدُوْلَة-এর পরিচয় ঃ قَضِيَّة -এর মধ্যে حَرْف سَلْب (না-বাচক অব্যয়) যদি مَوْضُوْع বা مَحْمُوْل বা উভয়টির অংশ হয়, তবে তাকে قَضِيَّة مَعْدُوْلَة বলা হবে। এবং এ অবস্থায় قَضِيَّة টি مُوْجِبَة ও হতে পারে এবং سَالِبَة ও হতে পারে। যথা- اَللَّاحَيُّ جَمَادٌ ; এটা مَوْضُوْع-এর মধ্যে حَرْف سَلْب হওয়ার উপমা। এবং اَلْجَمَادُ لَاحَيٌّ ; এটা مَحْمُوْل টিতে حَرْف سَلْب হওয়ার উপমা। এবং اَللَّاحَيُّ لَا عَالِمٌ ; এটা مَوْضُوْع এবং مَحْمُوْل উভয়টিতে حَرْف سَلْب হওয়ার উপমা।

مُحَصَّلَة -এর পরিচয় ঃ যদি قَضِيَّة -এর কোন অংশে حَرْف سَلْب না হয় এবং قَضِيَّة টি যদি مُوجِبَة হয়, তখন তাকে قَضِيَّة مُحَصَّلَة বলা হবে।

بَسِيْطَة -এর পরিচয় ঃ যদি قَضِيَّة -এর কোন অংশে حَرْف سَلْب না হয় এবং قَضِيَّة টি যদি سَالِبَة হয়, তবে তাকে قَضِيَّة بَسِيْطَة বলা হবে।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, قَضِيَّة مَعْدُوْلَة তিন প্রকার। যদি حَرْف سَلْب টি مَحْمُوْل-এর অংশ হয়, তখন مَعْدُوْلَةُ الْمَوْضُوْعِ হবে। আর যখন حَرْف سَلْب টি مَوْضُوْع-এর অংশ হয়, তখন উহা مَعْدُوْلَةُ الْمَحْمُوْلِ হবে। যখন حَرْف سَلْب টি مَوْضُوْع এবং مَحْمُوْل উভয়ের এর অংশ হয় তখন উহা مَعْدُوْلَةُ الطَّرَفَيْنِ হবে।

قَضِيَّة مَعْدُوْلَة-এর প্রকারভেদ ঃ উল্লেখ্য যে, نِسْبَت টির বিবেচনায় قَضِيَّة টি مُوْجِبَة বা سَالِبَة হবে, مَوْضُوْع অথবা مَحْمُوْل-এর বিবেচনায় নয়। সুতরাং نِسْبَت টি مُوْجِبَة হলে قَضِيَّة টি مُوْجِبَة হবে, আর নসবত টি سَالِبَة হলে قَضِيَّة টি سَالِبَة হবে ; যদিও مَوْضُوْع এবং مَحْمُوْل-এর অংশ مُوْجِبَة ও سَالِبَة হওয়ার দিক থেকে نِسْبَت-এর বিপরীত হোকনা কেন। যথা– مَالَيْسَ-এর نِسْبَت থাকলে حَرْف سَلْب উভয়ের অংশে مَحْمُوْل এবং مَوْضُوْع এ বাক্যের ; بِحَيٍّ فَهُوَ لَاعَالِمٌ টি مُوْجِبَة বিধায় قَضِيَّة টি مُوْجِبَة হবে, তদ্রূপ لَاشَيْئَ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ بِسَاكِنٍ বাক্যে যদিও مَوْضُوْع এবং مَحْمُوْل এ- حَرْف سَلْب নেই, কিন্তু نِسْبَت টি سَالِبَة হওয়ার দরুন قَضِيَّة টি سَالِبَة হবে।

قَضِيَّة مَعْدُوْلَة-এর নামকরণ ঃ উল্লেখ্য যে, قَضِيَّة-কে مَعْدُوْلَة এ জন্য বলা হয় যে, مَعْدُوْلَة শব্দের অর্থ হলো– পরিবর্তিত। قَضِيَّة مَعْدُوْلَة -এর মধ্যে حَرْف سَلْب এসে مَوْضُوْع এবং مَحْمُوْل -এর অর্থকে পরিবর্তন করে দেয়।

قَضِيَّة مُحَصَّلَة-এর নামকরণ ঃ مُحَصَّلَة অর্থ– অর্জনকৃত। قَضِيَّة مُحَصَّلَة -এর মধ্যে যেহেতু حَرْف سَلْب কোনটির অঙ্গ না ,বিধায় مَوْضُوْع এবং مَحْمُوْل -এর মূল অর্থের অস্তিত্ব অর্জন হয়, এ জন্য ইহাকে مُحَصَّلَة বলে।

قَضِيَّة بَسِيْطَة-এর নামকরণ ঃ بَسِيْطَة قَضِيَّة-এর মধ্যে مَوْضُوْع ও مَحْمُوْل কোনটির অংশ حَرْف سَلْب না হওয়ার কারণে যেহেতু مَوْضُوْع ও مَحْمُوْل অংশবিহীন, এ জন্য এقَضِيَّة-কে بَسِيْطَة বলে। কেননা, بَسِيْطَة অর্থ– অংশবিহীন।

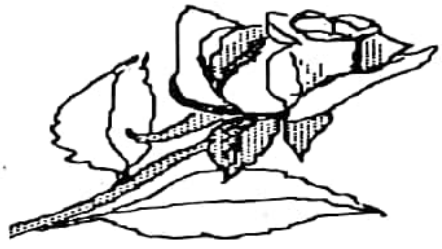

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَسِيْطَةِ وَالْمُوْجِبَةِ الْمَعْدُوْلَةِ الْمَحْمُوْلِ فِى اللَّفْظِ أَمَّا فِى الثُّلَاثِيَّةِ فَبِأَنَّهَا مُوْجِبَةٌ إِنْ قُدِّمَتِ الرَّابِطَةُ عَلَى حَرْفِ السَّلْبِ وَبَسِيْطَةٌ إِنْ أُخِّرَتْ عَنْهَا وَأَمَّا فِى الثُّنَائِيَّةِ فَبِالنِّيَّةِ أَوْ بِاصْطِلَاحٍ عَلَى تَخْصِيْصِ لَفْظٍ غَيْرٍ أَوْ لَا بِالْإِيْجَابِ الْمَعْدُوْلِ وَلَفْظُ لَيْسَ بِالسَّلْبِ الْبَسِيْطَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ -

সরল অনুবাদ ঃ بَسِيْطَة এবং مُوْجِبَة مَعْدُوْلَة-এর মধ্যে শব্দগত পার্থক্য হলো, তিন অক্ষর বিশিষ্ট قَضِيَّة -এর ক্ষেত্রে যদি رَابِطَة-কে حَرْف سَلْب-এর ওপর مُقَدَّم করা হয়, তবে তা مُوْجِبَة হবে। আর যদি رَابِطَة-কে حَرْف سَلْب-এর পরে নেয়া হয়, তবে قَضِيَّة টি بَسِيْطَة হবে। এবং قَضِيَّة ثُنَائِيَّة-এর ক্ষেত্রে নিয়ত বা নির্দিষ্ট পরিভাষার ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হবে। এবং قَضِيَّة مُوْجِبَة -এর মধ্যে غَيْر ও لَا হলো নির্দিষ্ট করার মাধ্যম। আর بَسِيْطَة -এর মধ্যে لَيْس শব্দ হলো নির্দিষ্ট করার মাধ্যম। অথবা এর বিপরীত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَسِيْطَة এবং مُوْجِبَة مَعْدُوْلَة الْمَحْمُوْل-এর মধ্যকার শাব্দিক পার্থক্য ঃ مُوجِبة معدولة المحمول এবং بَسِيْطَة -এর মধ্যকার শাব্দিক পার্থক্য হলো, যদি رَابِطَة টি حَرْف سَلْب -এর পূর্বে বসে তাহলে قَضِيَّة ثُلَاثِيَّة টি مُوْجِبَة مَعْدُوْلَة হবে। যথা- زَيْدٌ هُوَ لَيْس بِكَاتِبٍ ; এ বাক্যে رَابِطَة টি حَرْف سَلْب-এর পূর্বে বসেছে এবং লেখক না হওয়ার সম্পর্কটি যায়েদের সাথে করা হয়েছে, কাজেই এটি قَضِيَّة مُوْجِبَة হলো। আর যদি رَابِطَة টি حَرْف سَلْب -এর পরে বসে, তবে قَضِيَّة بَسِيْطَة হবে। যথা- زَيْدٌ لَيْسَ هُوَ كَاتِبٌ ; এখানে رَابِطَة টি حَرْف سَلْب -এর পরে বসায় سَالِبَة হয়েছে।

আর ثُنَائِيَّة অর্থাৎ, যে বাক্যে رَابِطَة -এর উল্লেখ নেই, সেখানে দু'ভাবে পার্থক্য করা যেতে পারে। (১) নিয়তের দ্বারা পার্থক্য করা যাবে। (২) পরিভাষার সাহায্যে পার্থক্য করা হবে। নিয়ত দ্বারা পার্থক্য করার অর্থ হলো, যদি বাক্যের মধ্যে رَابِطُ السَّلْبِ (অর্থাৎ, ছিনিয়ে নেয়ার সম্পর্ক) -এর নিয়ত করা হয়, তবে قَضِيَّة টি قَضِيَّة مُوْجِبَة مَعْدُوْلَة হবে। আর যদি سَلْبُ الرَّبْطِ বা সম্পর্ক ছিন্নের নিয়ত করা হয়, তাহলে قَضِيَّة سَالِبَة হবে। পরিভাষার দ্বারা পার্থক্য করার অর্থ হলো, কোন কোন না-বাচক শব্দকে যথা- غَيْر ، لَا-কে কেবলমাত্র مُوْجِبَة-এর জন্য ব্যবহার করা। যথা- اَلْحَيُّ غَيْرُ جَمَادٍ অর্থ- জীবিত জড় পদার্থ নয়। অথবা اَلْحَيُّ لَا جَمَادٌ ; এমতাবস্থায় বাক্যটি مَعْدُوْلَة الْمَحْمُوْل হবে। এবং কোন কোন না-বাচক শব্দ যথা- لَيْس-কে শুধু سَالِبَة -এর জন্য ব্যবহার করা। যথা- اَلْحَيُّ لَيْسَ بِجَمَادٍ অর্থ- জীবিত জড় পদার্থ নয়। এর বিপরীত পরিভাষাও গ্রহণ করা যেতে পারে, যেরূপ لَيْس-কে مُوْجِبَة-এর জন্য এবং غَيْر বা لَا-কে سَالِبَة-এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

مَفْهُوْم বা مُوْجِبَة مَعْدُوْلَة الْمَحْمُوْل এবং بَسِيْطَة-এর মধ্যকার অর্থগত পার্থক্য ঃ অর্থগত পার্থক্য হলো, قَضِيَّة مُوْجِبَة -এর ভিতরে স্পষ্ট পতিত হওয়ার হুকুম দেয়া হয় এবং سَالِبَة -এর মধ্যে সম্পর্ক ছিনিয়ে নেয়ার হুকুম দেয়া হয়।

مادّہ বা মূলগত পার্থক্য এই যে, سَالِبَة بَسِيطَة সাধারণত مَعْدُولَة হতে عَام বা ব্যাপক। এ জন্য مَعْدُولَة مُوجِبَة যখনই প্রযোজ্য হবে, তখনই سَالِبَة بَسِيطَة ও প্রযোজ্য হবে। কিন্তু سَالِبَة بَسِيطَة যখন প্রযোজ্য হবে তখন مُوجِبَة مَعْدُولَة বাক্যের প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক নয়।

দু'টি প্রশ্ন ও তার সদুত্তর ঃ প্রথম প্রশ্ন হলো, قَضِيَّة مَعْدُولَة যেমন- مَعْدُولَةُ الْمَحْمُوْلِ-এর উল্লেখ কেন করা হলো? ইহার উত্তর এই যে, যদিও এ কথা সত্য যে উল্লিখিত তিন প্রকারকে مَعْدُولَة বলা হয়, কিন্তু মানতিক শাস্ত্রের পণ্ডিতদের নিকট কেবলমাত্র مَعْدُولَةُ الْمَحْمُوْلِ-ই গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অসংখ্য قَضِيَّة مُحَصَّلَة ও مَعْدُولَةُ الْمَحْمُوْلِ সব ছেড়ে দিয়ে শুধু سَالِبَة بَسِيطَة-এর مُوْجِبَةُ الْمَحْمُوْلِ-কেই কেন বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে? এর উত্তর হলো, কেবল مَحْمُول বা বিধেয়ের ব্যাপারে مَعْدُولَة বা مُحَصَّلَة-কে ধর্তব্য হলেই চার প্রকার হয়ে যাবে। কারণ حَرْف سَلْب যদি مَحْمُول-এর অংশ হয়, তবেই مَعْدُولَة হয়ে যায়। আর যদি حَرْف سَلْب টি مَحْمُول-এর অংশ না হয়, তখন مُحَصَّلَة হয় ; চাই مَوْضُوع তখন অস্তিত্বশীল হোক বা না হোক। আর প্রত্যেকটি দুই প্রকার। অতএব এখানে মোট চার প্রকার হলো—

১. مُوْجِبَة مُحَصَّلَة যেমন- زَيْدٌ كَاتِبٌ (যায়েদ লেখক)।
২. سَالِبَة مُحَصَّلَة যেমন- زَيْدٌ لَيْسَ بِكَاتِبٍ (যায়েদ লেখক নয়)।
৩. مُوْجِبَة مَعْدُولَة যেমন- زَيْدٌ بِلَاكَاتِبٍ (যায়েদ অলেখক)।
৪. سَالِبَة مَعْدُولَة যেমন- زَيْدٌ لَيْسَ بِلَا كَاتِبٍ (যায়েদ অলেখক নয়)।

এখন ওপরে উল্লিখিত قَضِيَّة বা বাক্য সমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত বাক্য সমূহের মধ্যে কোথাও একটি বাক্যের অন্যটির সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই, শুধু سَالِبَة مُحَصَّلَة ছাড়া। যেমন- مُوْجِبَةُ مَعْدُولَةُ الْمَحْمُوْلِ যেমন- زَيْدٌ لَا كَاتِبٌ এবং زَيْدٌ لَيْسَ بِكَاتِبٍ-এর মধ্যে। কারণ এই উভয় প্রকার বাক্যের ভিতর حَرْف سَلْب এক একটি হওয়ার কারণে এটা ঠিক করা যায় না যে কোনটি مَعْدُولَةُ الْمَحْمُوْلِ আর কোনটি سَالِبَة مُحَصَّلَة ; এ কারণেই বিশেষভাবে এ দুই প্রকার قَضِيَّة-কে উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়েছে, যেন উভয়ের মাঝে সহজেই পার্থক্য করা যায়।

চিত্রের সাহায্যে উপরোক্ত আলোচনার পরিচয়

اَلْقَضِيَّةُ الْحَمْلِيَّةُ بِاعْتِبَارِ الْاَطْرَافِ

১	২	৩
مَعْدُولَة	مُحَصَّلَة	بَسِيطَة

مَعْدُولَة:

১	২	৩
مَعْدُولَةُ الْمَوْضُوعِ	مَعْدُولَةُ الْمَحْمُوْلِ	مَعْدُولَةُ الطَّرَفَيْنِ
اَللَّاحَيُّ جَمَادٌ	اَلْجَمَادُ لَاحَيٌّ	اَللَّاحَيُّ لَاعَالِمٌ
প্রাণহীন জড় পদার্থ	জড় পদার্থ প্রাণহীন	প্রাণহীন শিক্ষাহীন

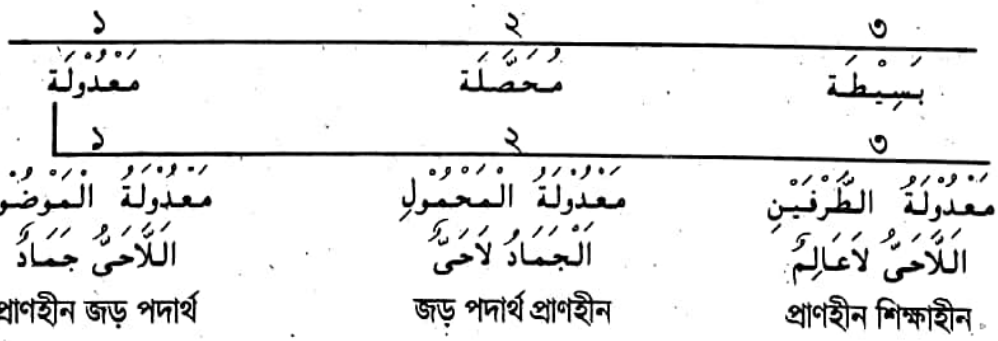

فَصْلٌ فِى الْقَضَايَا الْمُوَجَّهَةِ الَّتِى جَرَى الْاِصْطِلَاحُ بِالْبَحْثِ عَنْهَا ثَلٰثَ عَشَرَةَ بَسِيْطَةٌ وَ مُرَكَّبَةٌ اَمَّا الْبَسَائِطُ وَهِىَ الَّتِى حَقِيْقَتُهَا اِيْجَابٌ فَقَطْ اَوْ سَلْبٌ فَقَطْ فَسِتَّةٌ اَلضَّرُوْرِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِىَ الَّتِى يُحْكَمُ فِيْهَا بِضَرُوْرَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبِهٖ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوْعِ مَوْجُوْدَةً كَقَوْلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَ بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَىْءَ مِنَ النَّاسِ بِحَجَرٍ، اَلدَّائِمَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِىَ الَّتِى يُحْكَمُ فِيْهَا بِدَوَامِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبِهٖ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُهٗ مَوْجُوْدَةً وَ قَدْ مَرَّ مِثَالُهَا اِيْجَابًا وَسَلْبًا ، اَلْمَشْرُوْطَةُ الْعَامَّةُ وَهِىَ الَّتِى يُحْكَمُ فِيْهَا بِضَرُوْرَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبِهٖ عَنْهُ بِشَرْطِ وَصْفِ الْمَوْضُوْعِ كَقَوْلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا وَبِالضَّرُوْرَةِ لَاشَىْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا ، اَلْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ وَهِىَ الَّتِى يُحْكَمُ فِيْهَا بِدَوَامِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبِهٖ عَنْهُ بِشَرْطِ وَصْفِهٖ وَمَرَّ مِثَالُهَا اِيْجَابًا وَسَلْبًا ، اَلْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ وَهِىَ الَّتِى يُحْكَمُ فِيْهَا بِثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبِهٖ عَنْهُ بِالْفِعْلِ كَقَوْلِنَا بِالْاِطْلَاقِ الْعَامِّ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ وَلَاشَىْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ ، اَلْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ وَهِىَ الَّتِى يُحْكَمُ فِيْهَا بِارْتِفَاعِ الضَّرُوْرَةِ عَنِ الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ كَقَوْلِنَا بِالْاِمْكَانِ الْعَامِّ كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ وَ بِهٖ لَاشَىْءَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ -

---

সরল অনুবাদ ঃ একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ قَضِيَّة مُوَجَّهَة-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে। যে قَضِيَّة مُوَجَّهَة সম্পর্কে আলোচনার জন্য মানতিক শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষা প্রচলিত হয়েছে। আর সে قَضِيَّة مُوَجَّهَة তের প্রকার। তন্মধ্যে কিছু بَسِيْطَة এবং কিছু مُرَكَّبَة ; ঐ بَسِيْطَة-কে বলে যার حَقِيْقَت শুধু اِيْجَاب অথবা শুধু سَلْب ; আর সেই بَسِيْطَة ছয় প্রকার ঃ (১) ضَرُوْرِيَّة مُطْلَقَة ঐ বাক্যের নাম যার মধ্যে مَوْضُوْع বিরাজমান থাকা পর্যন্ত

-এর জন্য مَحْمُوْل-কে অপরিহার্যভাবে সাব্যস্ত হওয়ার অথবা অপরিহার্যভাবে مَحْمُوْل -কে مَوْضُوْع হতে سَلْب করার হুকুম দেয়া হয়। যথা, আমাদের উক্তি — بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (অবশ্যই প্রত্যেক মানুষ প্রাণী)। ইহা إِيْجَاب-এর উদাহরণ। আর سَلْب-এর উদাহরণ- بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَيْءَ مِنَ النَّاسِ بِحَجَرٍ (অবশ্যই কোন মানুষ পাথর নয়)। (২) مُطْلَقَة دَائِمَة এমন বাক্যকে বলা হয় যে বাক্যের মধ্যে مَوْضُوْع -এর ذَات বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত مَوْضُوْع -এর জন্য مَحْمُوْل-কে স্থায়ীভাবে সাব্যস্ত করার অথবা স্থায়ীভাবে مَوْضُوْع হতে مَحْمُوْل-কে سَلْب করার হুকুম দেয়া হয়। এর إِيْجَابِى ও سَلْبِى উভয় প্রকারের উপমা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (৩) مَشْرُوْطَة عَامَّة এমন বাক্যকে বলে যার মধ্যে مَوْضُوْع -এর وَصْف বা গুণের শর্তে مَوْضُوْع-এর জন্য مَحْمُوْل-কে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সাব্যস্ত করার অথবা سَلْب করার হুকুম দেয়া হয়। যথা- بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا অর্থাৎ, প্রত্যেক লেখক যতক্ষণ লিখতে থাকে ততক্ষণ হাত নড়াচড়া করে এবং بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا অর্থাৎ, অবশ্যই কোন লিখক যতক্ষণ লিখে ততক্ষণ তার হস্ত স্থির থাকে না। (৪) عُرْفِيَّة عَامَّة এমন قَضِيَّة-কে বলে যার মধ্যে مَوْضُوْع কোন وَصْف-এর সাথে مَوْصُوْف থাকার শর্তে স্থায়ীভাবে مَحْمُوْل-কে مَوْضُوْع-এর জন্য সাব্যস্ত করার অথবা مَوْضُوْع হতে مَحْمُوْل-কে স্থায়ীভাবে سَلْب করার হুকুম দেয়া হয়। ইহার إِيْجَاب ও سَلْب উভয়ের উদাহরণ পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে অর্থাৎ, مَشْرُوْطَة عَامَّة -এর যে উদাহরণ ইহারও সে উদাহরণ। তবে بِالضَّرُوْرَة শব্দের পরিবর্তে بِالدَّوَام শব্দ হবে। এবং (৫) مُطْلَقَة عَامَّة ইহা ঐ قَضِيَّة-কে বলে যার মধ্যে بِالْفِعْل অর্থাৎ, উপস্থিতভাবে مَوْضُوْع-এর জন্য مَحْمُوْل-কে সাব্যস্ত করার অথবা مَوْضُوْع হতে مَحْمُوْل-কে سَلْب করার হুকুম দেয়া হয়, بِالْقُوَّة হুকুম দেয়া হয় না। যথা- আমরা إِطْلَاق عَام-এর সাথে যদি বলি- بِالْإِطْلَاقِ الْعَامِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ অর্থাৎ, সাধারণত প্রত্যেক মানুষ শ্বাস নিক্ষেপকারী ও إِيْجَاب তখন ইহা مُطْلَقَة عَامَّة হবে। প্রথমটি بِالْإِطْلَاقِ الْعَامِّ لَاشَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ -এর এবং দ্বিতীয়টি سَلْب -এর উদাহরণ। (৬) مُمْكِنَة عَامَّة ঐ قَضِيَّة -কে বলে যার মধ্যে বিপরীত দিক হতে سَلْب-কে ضَرُوْرَت-কে سَلْب করে দেয়ার হুকুম দেয়া হয়। যথা- بِالْإِمْكَانِ الْعَامِّ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِّ لَاشَيْءَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ ও كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَضِيَّة مُوَجَّهَة -এর পরিচয় ঃ যদি قَضِيَّة حَمْلِيَّة -এর মধ্যে نِسْبَت-এর كَيْفِيَّت বা অবস্থা বর্ণনা করা হয়, তবে তাকে قَضِيَّة مُوَجَّهَة বলা হবে।

جِهَة-এর পরিচয় ঃ قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর মধ্যে نِسْبَت -এর অবস্থা যে শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা হয় তাকে جِهَة বলে। যথা— ضَرُوْرَت ، دَوَام ، إِمْكَان ، إِمْتِنَاع ইত্যাদি হলো قَضِيَّة -এর جِهَة

قَضِيَّة مُطْلَقَة-এর পরিচয় ঃ যদি قَضِيَّة حَمْلِيَّة -এর মধ্যে نِسْبَت-এর كَيْفِيَّت বা অবস্থা বর্ণনা করা না হয়, তবে তাকে قَضِيَّة مُطْلَقَة বলা হবে।

قَضِيَّة مُوجَّهَة-এর প্রকারভেদ ঃ قَضِيَّة مُوجَّهَة দুই প্রকার ঃ (১) بَسِيْطَة – অমিশ্র, (২) مُرَكَّبَة – মিশ্রিত।

قَضِيَّة بَسِيْطَة-এর পরিচয় ঃ প্রকাশ থাকে যে, بَسِيْطَة শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো بَسَائِط ; অর্থ– অমিশ্রিত। অতএব একত্রে অর্থ হবে– অমিশ্রিত কাযিয়্যাহ। قَضِيَّة بَسِيْطَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন—

قَضِيَّة بَسِيْطَة اَمَّا الْبَسَائِطُ وَهِىَ الَّتِىْ حَقِيْقَتُهَا اِيْجَابٌ فَقَطْ اَوْ سَلْبٌ فَقَطْ অর্থাৎ, قَضِيَّة مُوَجَّهَة ঐ قَضِيَّة-কে বলে যাতে শুধু نِسْبَت اِيْجَابِى বা ইতিবাচক সম্পর্ক অথবা نِسْبَت سَلْبِى বা নেতিবাচক সম্পর্ক পাওয়া যাবে। সহজ ভাষায় আমরা বলতে পারি, যে قَضِيَّة-এর মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক বা নেতিবাচক সম্পর্কের যে-কোন একটি বিদ্যমান তাকেই قَضِيَّة بَسِيْطَة বলা হয়। যথা–

"كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ"

بَسِيْطَة-এর প্রকারভেদ ঃ ইহা মোট ছয় প্রকার। যথা– (১) ضَرُوْرَة مُطْلَقَة (২) دَائِمَة ; مُمْكِنَة عَامَّة (৬) مُطْلَقَة عَامَّة (৫) عُرْفِيَّة عَامَّة (৪) مَشْرُوْطَة عَامَّة (৩) مُطْلَقَة নিম্নে উদাহরণসহ উহাদের পরিচয় প্রদান করা হলো।

১. ضَرُوْرَة مُطْلَقَة-এর পরিচয় ঃ এর পরিচয় দিতে গিয়ে মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন—

ضَرُوْرِيَّة, অর্থাৎ وَهِىَ يُحْكَمُ فِيْهَا بِضَرُوْرَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ الخ قَضِيَّة بَسِيْطَة -কে যাতে مَوْضُوْع -এর জন্য মাহমূলকে সাব্যস্ত করা হয়; অথবা مَوْضُوْع হতে مَحْمُوْل -কে ছিনিয়ে নেয়ার হুকুম দেয়া হয় যতক্ষণ مَوْضُوْع -এর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। যথা, مُوْجِبَة -এর উদাহরণ হলো— بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ অর্থাৎ, অবশ্যই প্রত্যেক মানুষ প্রাণী। আলোচ্য উদাহরণে মানুষের জন্য প্রাণী হওয়া জরুরীভাবে সাব্যস্ত। سَالِبَة -এর উদাহরণ হলো— لَاشَئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ অর্থাৎ, কোন মানুষ পাথর নয়। এখানে মানুষের জন্য পাথর হওয়াকে স্থায়ীভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

২. دَائِمَة مُطْلَقَة-এর পরিচয় ঃ دَائِمَة مُطْلَقَة ঐ قَضِيَّة بَسِيْطَة-কে বলে যাতে مَوْضُوْع-এর জন্য মাহমূলকে সাব্যস্ত করা হয়, অথবা مَوْضُوْع থেকে مَحْمُوْل-কে سَلْب করার সার্বক্ষণিকভাবে হুকুম দেয়া হয়। যথা– "بِالدَّوَامِ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ" অর্থাৎ, ইহা সার্বক্ষণিকভাবে প্রত্যেক মানুষ প্রাণী। আলোচ্য উদাহরণে মানুষের জন্য প্রাণী হওয়া স্থায়ীভাবে সাব্যস্ত।

৩. مَشْرُوْطَة عَامَّة-এর সংজ্ঞা ঃ مَشْرُوْطَة عَامَّة ঐ قَضِيَّة مُوْجِبَة-কে বলা হয় যাতে উদ্দেশ্যের জন্য বিশেষণের অস্তিত্বকাল পর্যন্ত বিধেয়কে তার জন্য জরুরীভাবে সাব্যস্ত করা কিংবা তা হতে বিধেয়কে নিষেধ করা হয়। যথা, اِيْجَاب-এর ক্ষেত্রে— كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا অর্থাৎ, প্রত্যেক লিখকের অঙ্গুলি নড়াচড়া করে যতক্ষণ পর্যন্ত সে লিখে। আর سالبة-এর উদাহরণ হলো— لَاشَئَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا অর্থাৎ, লিখক যতক্ষণ লিখে ততক্ষণ তার অঙ্গুলি স্থির থাকে না।

৪. عُرْفِيَّة عَامَّة-এর পরিচয় ঃ عُرْفِيَّة عَامَّة ঐ قَضِيَّة -কে বলে যার মধ্যে مَوْضُوْع -এর জন্য مَحْمُوْل সাব্যস্ত করা এবং مَوْضُوْع হতে মাহমূলকে سَلْب করার সার্বক্ষণিকভাবে হুকুম দেয়া হয়,

যে পর্যন্ত উদ্দেশ্য কোন গুণের সাথে গুণান্বিত থাকে। যথা— "بِالدَّوَامِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ অর্থাৎ, ইহা স্থায়ী যে, প্রত্যেক লিখক আঙুল নড়াচড়াকারী যে পর্যন্ত সে লিখে। مَادَامَ كَاتِبًا"

৫. مُطْلَقَة عَامَّة-এর পরিচয় ঃ উহা ঐ قَضِيَّة بَسِيْطَة-কে বলে যার মধ্যে مَوْضُوْع-এর জন্য مَحْمُوْل-কে সাব্যস্ত করা এবং উদ্দেশ্য হতে বিধেয়কে سَلْب করার হুকুম কার্যকরভাবে সাব্যস্ত করা হয়। যথা- "بِاِطْلَاقِ الْعَامِّ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ অর্থাৎ, সাধারণত প্রত্যেক মানুষ নিঃশ্বাস ত্যাগকারী।

৬. مُمْكِنَة عَامَّة-এর পরিচয় ঃ مُمْكِنَة عَامَّة ঐ قَضِيَّة بَسِيْطَة-কে বলে যার মধ্যে বিপরীত দিক হতে আবশ্যকতাকে না-বোধক করে দেয়ার হুকুম দেয়া হয়। যথা, مُوْجِبَة -এর ক্ষেত্রে— "بِالْاِمْكَانِ الْعَامِّ كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ" অর্থাৎ, সম্ভব যে, সাধারণত প্রত্যেক আগুন গরম। سَالِبَة -এর ক্ষেত্রে— بِالْاِمْكَانِ الْعَامِّ لَاشَيْءَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ অর্থাৎ, সম্ভব যে, সাধারণত কোন আগুন ঠাণ্ডা নয়।

وَاَمَّا الْمُرَكَّبَاتُ وَهِىَ الَّتِىْ حَقِيْقَتُهَا يَتَرَكَّبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ مُخَالِفَتَيِ الْكَيْفِيَّةِ وَمُوَافِقَتَيِ الْكَمِّيَّةِ مُعْتَبَرًا اِيْجَابُهَا وَسَلْبُهَا بِالْقَضِيَّةِ الْاُوْلٰى فَسَبْعُ الْمَشْرُوْطَةُ الْخَاصَّةُ وَهِىَ الْمَشْرُوْطَةُ الْعَامَّةُ مَعَ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ وَاللَّادَوَامُ عِبَارَةٌ عَنْ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ فَالْمَشْرُوْطَةُ الْخَاصَّةُ اِنْ كَانَتْ مُوْجِبَةً كَقَوْلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَادَائِمًا فَمِنْ مُوْجِبَةٍ مَشْرُوْطَةٍ عَامَّةٍ وَسَالِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَاِنْ كَانَتْ سَالِبَةً كَقَوْلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَادَائِمًا فَمِنْ سَالِبَةٍ مَشْرُوْطَةٍ عَامَّةٍ وَمُوْجِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ ، اَلْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ وَهِىَ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ وَهِىَ اِنْ كَانَتْ مُوْجِبَةً فَتَرْكِيْبُهَا مِنْ مُوْجِبَةٍ عُرْفِيَّةٍ عَامَّةٍ وَسَالِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَاِنْ كَانَتْ سَالِبَةً فَتَرْكِيْبُهَا مِنْ سَالِبَةٍ عُرْفِيَّةٍ عَامَّةٍ وَمُوْجِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَمِثَالُهَا قَدْ مَرَّ ، اَلْوُجُوْدِيَّةُ اللَّاضَرُوْرِيَّةُ وَهِىَ الْمُطْلَقَةُ مَعَ قَيْدِ اللَّاضَرُوْرَةِ بِحَسْبِ الذَّاتِ وَاللَّاضَرُوْرَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مُمْكِنَةٍ عَامَّةٍ فَالْوُجُوْدِيَّةُ اللَّاضَرُوْرِيَّةُ اِنْ كَانَتْ مُوْجِبَةً كَقَوْلِنَا كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ

لَابِالضَّرُوْرَةِ فَمِنْ مُوْجِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَسَالِبَةٍ مُمْكِنَةٍ عَامَّةٍ وَإِنْ كَانَتْ سَالِبَةً كَقَوْلِنَا لَاشَيْئَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ لَابِالضَّرُوْرَةِ فَمِنْ سَالِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَمُوْجِبَةٍ مُمْكِنَةٍ عَامَّةٍ -

সরল অনুবাদ ঃ এবং مُرَكَّبَات এমন قَضِيَّة-কে বলা হয় যার حَقِيْقَة এমন দু'টি قَضِيَّة দ্বারা গঠিত হয় যারা كَيْفِيَّت তথা مُوْجِبَة এবং سَالِبَة হওয়ার দৃষ্টিতে একে অপরের বিপরীত এবং كَمِّيَّت তথা كُلِّى এবং جُزْئِى হওয়ার দৃষ্টিতে উভয়ে এক। এবং এর مُوْجِبَة ও سَالِبَة হওয়া প্রথম قَضِيَّة-এর অনুপাতে হয়। এগুলো (مُرَكَّبَات) সাতটি। (১) مَشْرُوْطَة خَاصَّة ; مَشْرُوْطَة عَامَّة-এর সাথে জাতিগত قَيْد লাগালে لَادَوَام-এর হয়ে যায়। আর لَادَوَام অর্থ হলো مُطْلَقَة عَامَّة ; যদি مَشْرُوْطَة خَاصَّة টি مُوْجِبَة হয়। যথা– بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَادَائِمًا তখন এটা مَشْرُوْطَة عَامَّة ও مُوْجِبَة مُطْلَقَة عَامَّة দ্বারা গঠিত হবে। আর যদি سَالِبَة হয়, যথা– بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَيْئَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَادَائِمًا তখন এটা سَالِبَة مَشْرُوْطَة عَامَّة এবং سَالِبَة مُطْلَقَة عَامَّة-এর দ্বারা গঠিত হবে। (২) عُرْفِيَّة خَاصَّة ; عُرْفِيَّة عَامَّة-এর সাথে জাতিগতভাবে لَادَوَام-এর قَيْد যুক্ত করা হলে উহাকে عُرْفِيَّة خَاصَّة বলে। যদি এটা مُوْجِبَة হয়, তখন এটা مُوْجِبَة عُرْفِيَّة عَامَّة ও سَالِبَة مُطْلَقَة عَامَّة দ্বারা গঠিত হয়। আর যদি سَالِبَة হয় তাহলে مُوْجِبَة عُرْفِيَّة عَامَّة ও سَالِبَة مُطْلَقَة عَامَّة দ্বারা গঠিত হয়। ইহার উদাহরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (৩) وُجُوْدِيَّة لَاضَرُوْرِيَّة ; مُطْلَقَة-এর সাথে জাতিগতভাবে لَاضَرُوْرَة-এর قَيْد যুক্ত করা হলে وُجُوْدِيَّة لَاضَرُوْرِيَّة গঠিত হয়। এবং لَاضَرُوْرَة-এর অর্থ– مُمْكِنَة عَامَّة ; অতএব وُجُوْدِيَّة لَاضَرُوْرِيَّة যদি مُوْجِبَة হয়, যথা– كُلُّ إِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَابِالضَّرُوْرَةِ তখন مُوْجِبَة مُطْلَقَة عَامَّة ও سَالِبَة مُمْكِنَة عَامَّة দ্বারা গঠিত হয়। আর যদি سَالِبَة হয়, যথা– لَاشَيْئَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ لَابِالضَّرُوْرَةِ তখন ইহা سَالِبَة مُطْلَقَة عَامَّة ও مُوْجِبَة مُمْكِنَة عَامَّة দ্বারা গঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُرَكَّبَة-এর আভিধানিক অর্থ হলো, مُرَكَّبَة শব্দটি إِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ। এর বাব হলো تَفْعِيْل ; শাব্দিক অর্থ– যুক্ত বা মিলিত।

قَضِيَّة مُرَكَّبَة-এর পারিভাষিক পরিচয় হলো— وَهِيَ الَّتِي حَقِيْقَتُهَا يَتَرَكَّبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ مُخَالِفَتَيِ الْكَيْفِيَّةِ وَمُوَا فِقَتَيِ الْكَمِّيَّةِ مُعْتَبَرًا অর্থাৎ, مركبة এমন কাযিয়্যাকে বলে যার হাকীকত এমন দু'টি قضية দ্বারা গঠিত যা ইতিবাচক ও নেতিবাচক হওয়ার দৃষ্টিতে একে অপরের বিপরীত এবং كلى ও جزئى হওয়ার দৃষ্টিতে উভয়ে এক।

اَلْمَشْرُوْطَةُ الْخَاصَّةُ -এর প্রকারভেদ ঃ مُرَكَّبَات মোট সাত প্রকার। যথা— (১) مُرَكَّبَات-এর (২) اَلْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ (৩) وُجُوْدِيَّةٌ لَاضَرُوْرِيَّةٌ (৪) وُجُوْدِيَّةٌ لَا دَائِمَةٌ (৫) وَقْتِيَّةٌ (৬) مُنْتَشِرَةٌ (৭) مُمْكِنَةٌ خَاصَّةٌ ; নিম্নে এদের বিবরণ দেয়া হলো।

১. اَلْمَشْرُوْطَةُ الْخَاصَّةُ -এর সংজ্ঞা ঃ مَشْرُوْطَةٌ خَاصَّةٌ-এর সংজ্ঞায় গ্রন্থকার বলেন— وَهِيَ الْمَشْرُوْطَةُ الْعَامَّةُ مَعَ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ অর্থাৎ, مَشْرُوْطَةٌ خَاصَّةٌ ঐ مَشْرُوْطَةٌ عَامَّةٌ-কে বলে যা জাতিগতভাবে "لَادَوَام"-এর সাথে জড়িত হয়। যেমন- بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَادَائِمًا অর্থাৎ, প্রত্যেক লিখক যতক্ষণ পর্যন্ত লিখতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই তার আঙুল নড়াচড়া করে।

২. اَلْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ-এর পরিচয় ঃ এর সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন— اَلْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ وَهِيَ الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ অর্থাৎ, عُرْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ বলা হয় সেই عُرْفِيَّةٌ عَامَّةٌ-কে যার সাথে জাতিগতভাবে "لَادَوَام"-এর قَيْد যুক্ত করা হয়। যথা- "بِالدَّوَامِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ لَادَائِمًا" অর্থাৎ, এটা স্থায়ী যে, প্রত্যেক লিখক আঙুল নড়াচড়াকারী।

৩. وُجُوْدِيَّةٌ لَاضَرُوْرِيَّةٌ-এর পরিচয় ঃ وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ مَعَ قَيْدِ اللَّاضَرُوْرَةِ بِحَسْبِ الذَّاتِ অর্থাৎ, مُطْلَقَةٌ-এর সাথে জাতিগতভাবে لَاضَرُوْرَة-এর قَيْد যুক্ত করা হলে তাকে وُجُوْدِيَّةٌ لَاضَرُوْرِيَّةٌ বলে। যেমন- "كُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَابِالضَّرُوْرَةِ"

اَلْوُجُوْدِيَّةُ اللَّادَائِمَةُ وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ وَهِيَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُوْجِبَةً اَوْسَالِبَةً فَمِنْ مُطْلَقَتَيْنِ عَامَّتَيْنِ اِحْدٰهُمَا مُوْجِبَةٌ وَالْاُخْرٰى سَالِبَةٌ وَمِثَالُهَا مَامَرَّ ، اَلْوَقْتِيَّةُ وَهِيَ الَّتِيْ يُحْكَمُ فِيْهَا بِضَرُوْرَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبِهٖ عَنْهُ فِيْ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ اَوْقَاتِ وُجُوْدِ الْمَوْضُوْعِ مُقَيَّدًا بِاللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ وَهِيَ اِنْ كَانَتْ مُوْجِبَةً كَقَوْلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْاَرْضِ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الشَّمْسِ لَادَائِمًا فَمِنْ مُوْجِبَةٍ وَقْتِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ وَسَالِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَاِنْ كَانَتْ سَالِبَةً كَقَوْلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ وَقْتَ التَّرْبِيْعِ لَادَائِمًا فَمِنْ سَالِبَةٍ وَقْتِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ وَمُوْجِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ ، اَلْمُنْتَشِرَةُ وَهِيَ الَّتِيْ يُحْكَمُ فِيْهَا بِضَرُوْرَةِ ثُبُوْتِ الْمَحْمُوْلِ لِلْمَوْضُوْعِ اَوْ سَلْبِهٖ عَنْهُ فِيْ وَقْتٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ اَوْقَاتِ وُجُوْدِ الْمَوْضُوْعِ مَعَ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ وَهِيَ اِنْ كَانَتْ

مُوْجِبَةٌ كَقَوْلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ اِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ فِىْ وَقْتٍ مَّا لَادَائِمًا فَمِنْ مُوْجِبَةٍ مُنْتَشِرَةٍ مُطْلَقَةٍ وَسَالِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَاِنْ كَانَتْ سَالِبَةً كَقَوْلِنَا بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَىْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ فِىْ وَقْتٍ مَّا لَادَائِمًا فَمِنْ سَالِبَةٍ مُنْتَشِرَةٍ مُطْلَقَةٍ وَ مُوْجِبَةٍ مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ ، اَلْمُمْكِنَةُ الْخَاصَّةُ وَهِىَ الَّتِىْ يُحْكَمُ فِيْهَا بِارْتِفَاعِ الضَّرُوْرَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنْ جَانِبَىِ الْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ جَمِيْعًا سَوَاءٌ كَانَتْ مُوْجِبَةً كَقَوْلِنَا بِاِمْكَانِ الْخَاصِّ كُلُّ اِنْسَانٍ كَاتِبٌ اَوْ سَالِبَةً كَقَوْلِنَا بِالْاِمْكَانِ الْخَاصِّ لَاشَىْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِكَاتِبٍ فَمِنْ مُمْكِنَتَيْنِ عَامَّتَيْنِ مُوْجِبَةٌ وَ سَالِبَةٌ -

---

সরল অনুবাদ ঃ (৪) وُجُوْدِيَّة لَادَائِمَة -এর সাথে জাতিগতভবে لَادَوَام مُطْلَقَة عَامَّة ; -এর সাথে قَيْد যুক্ত করলে وُجُوْدِيَّة لَادَائِمَة গঠিত হয়। এবং এটা مُوْجِبَة হোক বা سَالِبَة হোক উভয় অবস্থাতেই দু'টি مُطْلَقَة عَامَّة দ্বারা গঠিত। একটি مُوْجِبَة ও অপরটি سَالِبَة ; এর উপমা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (৫) قَضِيَّة وَقْتِيَّة ; ঐ قَضِيَّة-কে বলা হয় যার মধ্যে مَوْضُوْع বিরাজ করার সময়ের মধ্য হতে যে-কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে مَوْضُوْع-এর জন্য مَحْمُوْل-কে سَلْب অনুরূপভাবে لَادَوَام-এর সাথে সাব্যস্ত করার বা مَوْضُوْع হতে مَحْمُوْل-কে অনুরূপভাবে بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقْتَ حَيْلُوْلَةِ الْاَرْضِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ করার হুকুম দেয়া হয়। যথা- الشَّمْسِ لَادَائِمًا ; এটা مُوْجِبَة وَقْتِيَّة مُطْلَقَة এবং مُوْجِبَة -এর উপমা, যা গঠিত হয়েছে بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَىْءَ مِنَ الْقَمَرِ مُنْخَسِفٌ -এর দ্বারা। আর যদি سَالِبَة হয়, যথা- سَالِبَة عَامَّة وَقْتَ التَّرْبِيْعِ لَادَائِمًا مُوْجِبَة مُطْلَقَة এবং سَالِبَة وَقْتِيَّة مُطْلَقَة তখন এটা গঠিত হয় -এর দ্বারা । (৬) مُنْتَشِرَة ; ঐ قَضِيَّة-কে বলে যার মধ্যে مَوْضُوْع বিরাজ করার সময়ের মধ্য হতে যে-কোন অনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে مَوْضُوْع-এর জন্য مَحْمُوْل-কে সাব্যস্ত করার অথবা مَوْضُوْع হতে مَحْمُوْل-কে سَلْب করার হুকুম لَادَوَام-এর সাথে দেয়া হয় এবং এ হুকুম উহার জাত হিসেবেই দেয়া হয়। ইহা যদি مُوْجِبَة হয়, যথা- بِالضَّرُوْرَةِ كُلُّ اِنْسَانٍ سَالِبَة مُطْلَقَة عَامَّة ও مُوْجِبَة مُنْتَشِرَة مُطْلَقَة তখন ইহা مُتَنَفِّسٌ فِىْ وَقْتٍ مَّا لَادَائِمًا -এর দ্বারা গঠিত হয়। আর যদি سَالِبَة হয়, যেমন- بِالضَّرُوْرَةِ لَاشَىْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ مُوْجِبَة مُطْلَقَة عَامَّة ও سَالِبَة مُنْتَشِرَة مُطْلَقَة তখন ইহা فِىْ وَقْ مَّا لَادَائِمًا -এর দ্বারা গঠিত হবে। (৭) مُمْكِنَة خَاصَّة ; ঐ قَضِيَّة-কে বলে যার মধ্যে قَضِيَّة-এর উভয় দিক অর্থাৎ, ইহা বাস্তবায়িত হওয়া ও না হওয়া উভয় দিক হতে আবশ্যকতা দূর হওয়ার হুকুম দেয়া হয় ; চাই উহা مُوْجِبَة হোক, যথা- بِالْاِمْكَانِ الْخَاصِّ كُلُّ اِنْسَانٍ كَاتِبٌ অথবা سَالِبَة

হোক, যথা- بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِّ لَاشَئَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٍ তখন উহা দু'টি مُمْكِنَةٌ عَامَّةٌ দ্বারা গঠিত হবে, একটি مُوجِبَةٌ ও অপরটি سَالِبَةٌ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

৪. وُجُودِيَّةٌ لَادَائِمَةٌ-এর পরিচয় ঃ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— "هِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ" অর্থাৎ مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ-এর সাথে জাতিগতভাবে لَادَوَام-এর قَيْد যুক্ত করা হলে যে وُجُود পাওয়া যায়, তাকে وُجُودِيَّةٌ لَادَائِمَةٌ বলা হয়। যেমন—

"كُلُّ إِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَادَائِمًا"

৫. وَقْتِيَّةٌ-এর পরিচয় ঃ ঐ قَضِيَّةٌ وَقْتِيَّةٌ-কে বলে যাতে مَوْضُوع-এর অস্তিত্বকালীন কোন নির্দিষ্ট সময়ে مَوْضُوع-এর জন্য مَحْمُول-কে ثُبُوت করা অথবা مَوْضُوع হতে مَحْمُول-কে سَلْب করার হুকুম দেয়া হয়। যেমন—

بِالضَّرُورَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقْتَ حَيْلُولَةِ الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الشَّمْسِ لَادَائِمًا

৬. مُنْتَشِرَةٌ-এর পরিচয় ঃ এর সংজ্ঞায় গ্রন্থকার বলেন, ঐ قَضِيَّةٌ مُنْتَشِرَةٌ-কে বলে যার মধ্যে مَوْضُوع-এর জন্য مَحْمُول-এর ثُبُوت এবং مَوْضُوع হতে مَحْمُول-কে سَلْب করার হুকুম لَادَوَام-এর সাথে জাতিগতভাবে দেয়া হয়। যেমন— بِالضَّرُورَةِ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ فِي وَقْتٍ مَّا لَا دَائِمًا

৭. مُمْكِنَةٌ خَاصَّةٌ-এর পরিচয় ঃ ঐ قَضِيَّةٌ مُمْكِنَةٌ خَاصَّةٌ-কে বলে যা বাস্তবায়িত হওয়া বা না হওয়া উভয় দিক হতে আবশ্যকতা দূর হওয়ার হুকুম দেয়া হয়। যেমন— مُوجِبَةٌ হলে بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِّ كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ ; আর سَالِبَةٌ-এর ক্ষেত্রে بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِّ لَاشَئَ مِنَ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ

চিত্রের সাহায্যে উপরোক্ত আলোচনার পরিচয়

اَلْقَضِيَّةُ الْحَمْلِيَّةُ بِاعْتِبَارِ الْجِهَةِ وَعَدَمِهَا

- ১ مُطْلَقَةٌ — لَاجِهَةَ لَهُ
- ২ مُوجَّهَةٌ — هِيَ الَّتِي لَهَا الْجِهَةُ
  - ১ بَسِيطَةٌ
    - ১ ضَرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ
    - ২ دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ
    - ৩ مَشْرُوطَةٌ عَامَّةٌ
    - ৪ عُرْفِيَّةٌ عَامَّةٌ
    - ৫ مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ
    - ৬ مُمْكِنَةٌ عَامَّةٌ
  - ২ مُرَكَّبَةٌ
    - ১ مَشْرُوطَةٌ خَاصَّةٌ
    - ২ عُرْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ
    - ৩ وُجُودِيَّةٌ لَاضَرُورِيَّةٌ
    - ৪ وُجُودِيَّةٌ لَادَائِمَةٌ
    - ৫ وَقْتِيَّةٌ
    - ৬ مُنْتَشِرَةٌ
    - ৭ مُمْكِنَةٌ خَاصَّةٌ

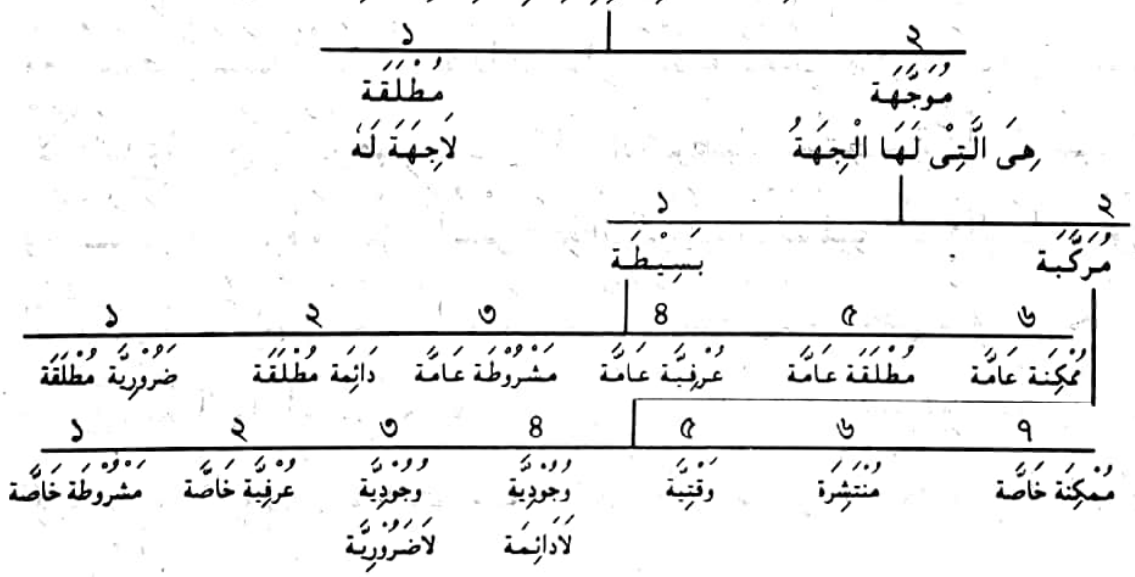

فَصْلٌ فِى الشَّرْطِيَّةِ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ فِيهَا يُسَمّٰى مُقَدَّمًا وَالثَّانِى تَالِيًا وَهِىَ مُتَّصِلَةٌ لُزُوْمِيَّةٌ اِنْ كَانَ صِدْقُ التَّالِى فِيهَا عَلٰى تَقْدِيرِ صِدْقِ الْمُقَدَّمِ لُزُوْمًا وَاتِّفَاقِيَّةٌ اِنْ كَانَ ذٰلِكَ بِمُجَرَّدِ الْاِتِّفَاقِ كَقَوْلِنَا اِنْ كَانَ الْاِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ وَمُنْفَصِلَةٌ حَقِيقِيَّةٌ اِنْ حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِى بَيْنَ جُزْئَيْهَا فِى الصِّدْقِ وَ الْكِذْبِ مَعًا كَقَوْلِنَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ وَمَانِعَةُ الْجَمْعِ اِنْ حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِى بَيْنَ جُزْئَيْهَا فِى الصِّدْقِ فَقَطْ كَقَوْلِنَا هٰذَا الشَّئُ اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ وَمَانِعَةُ الْخُلُوِّ اِنْ حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِى بَيْنَهُمَا فِى الْكِذْبِ فَقَطْ كَقَوْلِنَا اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ زَيْدٌ فِى الْبَحْرِ اَوْ لَا يَغْرَقُ فَسَالِبَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْقَضَايَا بِرَفْعِ مَا حُكِمَ بِهٖ فِى مُوْجِبَتِهَا وَاعْلَمْ اَنَّ كُلِّيَّةَ الشَّرْطِيَّةِ اَنْ يَّكُوْنَ التَّالِى لَازِمًا اَوْ مُعَانِدًا لِلْمُقَدَّمِ عَلٰى جَمِيعِ التَّقَادِيرِ الَّتِى لَاتَنَافِى مُقَدَّمِيَّةَ الْمُقَدَّمِ وَجُزْئِيَّتُهَا اَنْ يَّكُوْنَ كَذٰلِكَ عَلٰى بَعْضِ هٰذِهِ التَّقَادِيرِ وَخُصُوْصِيَّتُهَا اَنْ يَّكُوْنَ كَذٰلِكَ عَلٰى وَضْعٍ مُعَيَّنٍ وَاِهْمَالُهَا بِاِهْمَالِ الْاَوْضَاعِ فَسُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ فِى الشَّرْطِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ كُلَّمَا وَمَهْمَا وَحَيْثُمَا وَنَحْوُهٗ وَ سُوْرُ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمُنْفَصِلَةِ دَائِمًا وَسُوْرُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ فِيهِمَا لَيْسَ الْبَتَّةَ وَلِلْمُوْجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ قَدْ يَكُوْنُ وَسُوْرُ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ قَدْ لَايَكُوْنُ وَبِاِدْخَالِ حَرْفِ السَّلْبِ عَلٰى سُوْرِ الْاِيْجَابِ الْكُلِّىِّ وَاِهْمَالِهَا بِلَفْظِ لَوْ وَاِنْ وَاِذَا فِى الْمُتَّصِلَةِ وَاِمَّا وَ اَوْ فِى الْمُنْفَصِلَةِ-

---

সরল অনুবাদ ঃ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ قَضِيَّة شَرْطِيَّة-এর বর্ণনায়। قَضِيَّة شَرْطِيَّة-এর প্রথম অংশকে مُقَدَّم এবং দ্বিতীয় অংশকে تَالِى বলে। قَضِيَّة شَرْطِيَّة প্রথমে দুই প্রকার ঃ (১) مُتَّصِلَة (২) مُنْفَصِلَة ; অতঃপর مُتَّصِلَة দুই প্রকার ঃ (১) لُزُوْمِيَّة (২) اِتِّفَاقِيَّة ;

যদি قَضِيَّة -এর মধ্যে تَالِي -এর বাস্তবায়ন مُقَدَّم -এর বাস্তবায়নের ওপর আবশ্যকীয়ভাবে নির্ভর করে, তবে তাকে لُزُومِيَّة বলে। আর যদি تَالِي -এর বাস্তবায়ন ঘটনাচক্রে হয়ে থাকে, তবে তাকে قَضِيَّة إِتِّفَاقِيَّة বলে। যথা- إِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ ;

অতঃপর قَضِيَّة مُنْفَصِلَة ঐ قَضِيَّة-কে বলে যার দুই অংশের মধ্যে এক সাথে সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে পরস্পরের বিরোধ ভাবের হুকুম হয়। আর এ অবস্থায় قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة-কে حَقِيقِيَّة বলা হয়। যেমন, আমাদের উক্তি— هٰذَا الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ অর্থাৎ, এ সংখ্যাটি হয়তো জোড় অথবা বেজোড়। আর قَضِيَّة টি مَانِعَةُ الْجَمْعِ হবে, যদি قَضِيَّة -এর উভয় অংশের মধ্যে বিরোধ ভাবের হুকুম শুধু সত্যের ব্যাপারে হয়। যেমন, আমাদের উক্তি— هٰذَا الشَّيْئُ إِمَّا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ অর্থাৎ, এ বস্তুটি হয়তো গাছ হবে অথবা পাথর হবে। আর قَضِيَّة টি مَانِعَةُ الْخُلُوِّ হবে, যদি قَضِيَّة -এর মধ্যে পরস্পরের বিরোধ ভাবের হুকুম শুধু মিথ্যার মধ্যে হয়। যথা- زَيْدٌ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْبَحْرِ أَوْ لَا يَغْرَقُ অর্থাৎ, যায়েদ হয়তো সমুদ্রে অথবা ডুববে না। আর سَالِبَة এ সকল قَضِيَّة -এর প্রত্যেকটির مُوجِبَة -এর মধ্যে যে হুকুম হবে সে হুকুমকে উঠিয়ে দেয়া দ্বারা হবে অর্থাৎ, سَالِبَة -এর মধ্যে مُوجِبَة -এর হুকুমকে উঠিয়ে দেয়া হবে।

জেনে রাখ যে, شَرْطِيَّة كُلِّيَّة এমন বাক্যকে বলে যার مُقَدَّم পূর্বে আসায় কোনরূপ বাধা নেই, সে সকল স্থানে যদি مُقَدَّم -এর জন্য تَالِي লাযেম অথবা مُعَانِد হয়, তখন তাকে شَرْطِيَّة كُلِّيَّة বলা হবে। এবং ঐ সকল অবস্থার কোন কোন অবস্থায় যদি مُقَدَّم -এর জন্য تَالِي আবশ্যক অথবা مُعَانِد হয়, তবে তাকে شَرْطِيَّة جُزْئِيَّة বলা হবে। شَرْطِيَّة مَخْصُوصَة বলা হয় যে সকল স্থানে مُقَدَّم পূর্বে আসার মধ্যে বাধা নেই, সে স্থানের কোন নির্দিষ্ট ও বিশেষ অবস্থায় যদি مُقَدَّم টি تَالِي-এর জন্য لَازِم বা مُعَانِد হয়। আর যদি مُقَدَّم -এর সকল অবস্থা বর্জন করে দেয়া হয়, তখন উহাকে شَرْطِيَّة مُهْمَلَة বলা হবে। যথা- لَيْسَ الْبَتَّةَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّمْسُ طَالِعَةً এবং شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّهَارُ مَوْجُودًا مُوجِبَة। এবং مُوجِبَة كُلِّيَّة -এর মধ্যে سُور হবে كُلَّمَا ، حَيْثُمَا ، مَهْمَا ইত্যাদি। এবং سَالِبَة كُلِّيَّة مُتَّصِلَة وَمُنْفَصِلَة -এর سُور হবে دَائِمًا জাতীয় শব্দ। এবং كُلِّيَّة مُنْفَصِلَة -এর سَالِبَة ; قَدْ يَكُونُ এবং مُوجِبَة جُزْئِيَّة -এর سُور হবে لَيْسَ الْبَتَّةَ ; এবং سُور -এর حَرْف -এর ওপর কোন سُور -এর مُوجِبَة كُلِّيَّة এবং قَدْ لَا يَكُونُ হয়েছে جُزْئِيَّة -এর سُور إِذَا ، إِنْ ، لَوْ যোগ করে। এবং شَرْطِيَّة مُهْمَلَة -এর سُور হয়েছে مُتَّصِلَة -এর মধ্যে سَلْب এবং مُنْفَصِلَة -এর মধ্যে إِمَّا ও أَوْ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَضِيَّة شَرْطِيَّة-এর প্রকারভেদ ঃ قَضِيَّة شَرْطِيَّة প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত ঃ (১) مُتَّصِلَة (২) مُنْفَصِلَة

قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة ঃ قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة ঐ-কে বলে যার মধ্যে একটি বিষয় সাব্যস্ত হওয়া না হওয়ার হুকুম অন্য একটি বিষয় সাব্যস্ত হওয়ার ওপর নির্ভর করে দেয়া হয়। مُوْجِبَة এবং سَالِبَة -এর মধ্যে যথা— إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ مُوْجِبَة-এর মধ্যে যথা— لَيْسَ الْبَتَّةَ إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ مَوْجُوْدٌ

قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة ঃ قَضِيَّة ঐ-কে বলে যার উভয় অংশের মধ্যে বিরোধভাব হওয়া না হওয়ার হুকুম দেয়া হয়। যথা– هٰذَا الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ

قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة-এর প্রকারভেদ ঃ قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة আবার দুই প্রকার ঃ (১) لُزُوْمِيَّة (২) اِتِّفَاقِيَّة

لُزُوْمِيَّة ঃ বা অবিচ্ছেদ্য ঐ قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة-কে বলে যার মধ্যে تَالِى -এর সত্য হওয়া مُقَدَّم -এর সত্য হওয়ার ওপর বাঞ্ছনীয়ভাবে নির্ভর করে। যথা—

كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ

اِتِّفَاقِيَّة ঃ এমন قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة-কে বলে যার মধ্যে দু'টি সম্পর্কের اِتِّصَال অথবা سَلْبِ اِتِّصَال -এর হুকুম কোন عَلَاقَة ব্যতীতই শুধু আকস্মিকভাবে হয়। যদি اِتِّصَال-এর হুকুম হয় তাহলে তাকে اِتِّفَاقِيَّة مُوْجِبَة বলে, আর سَلْبِ اِتِّصَال-এর হুকুম হলে তাকে اِتِّفَاقِيَّة سَالِبَة বলে।

قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة-এর প্রকারভেদ ঃ قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة তিন প্রকার ঃ (১) حَقِيْقِيَّة (২) مَانِعَةُ الْجَمْعِ (৩) مَانِعَةُ الْخُلُوِّ

حَقِيْقِيَّة ঃ ঐ مُنْفَصِلَة-কে বলে যার মধ্যে একই সাথে সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে مُنَافَات ও عَدَم مُنَافَات -এর হুকুম দেয়া হয় অর্থাৎ, উভয়টি একসাথে একত্রিত হয় না এবং উভয়টি একসাথে উচ্ছেদও হয় না। যথা– مُوْجِبَة-এর উদাহরণ–هٰذَا الشَّيْءُ إِمَّا أَنْ يَّكُوْنَ شَجَرًا أَوْ حَجَرًا এবং سَالِبَة -এর উদাহরণ– لَيْسَ الْبَتَّةَ إِمَّا أَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ مُنْقَسِمًا مُتَسَاوِيًا

مَانِعَةُ الْجَمْعِ ঃ ঐ مُنْفَصِلَة-কে বলে যার মধ্যে مُنَافَات ও عَدَم مُنَافَات -এর হুকুম শুধু সত্যের মধ্যে হয় অর্থাৎ, দু'টির একত্রিত হওয়া অসম্ভব কিন্তু উভয়ের এক সাথে উচ্ছেদ সম্ভব। مُوْجِبَة যেমন– إِمَّا أَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا الشَّيْءُ شَجَرًا أَوْ حَجَرًا ; আর سَالِبَة যেমন–

لَيْسَ الْبَتَّةَ إِمَّا أَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا الْإِنْسَانُ حَيَوَانًا أَوْ أَسْوَدَ

مَانِعَةُ الْخُلُوِّ ঃ ঐ مُنْفَصِلَة-কে বলে যার মধ্যে مُنَافَات ও عَدَم مُنَافَات -এর হুকুম মিথ্যার মধ্যে হবে অর্থাৎ, উভয়ের একত্রিত হওয়া সম্ভব কিন্তু উভয়ের উচ্ছেদ অসম্ভব।

مُوْجِبَة যেমন– إِمَّا أَنْ يَّكُوْنَ زَيْدٌ فِى الْبَحْرِ أَوْلَا يَغْرَقُ ; سَالِبَة যেমন–

لَيْسَ الْبَتَّةَ إِمَّا أَنْ يَّكُوْنَ هٰذَا إِنْسَانًا أَوْ فَرَسًا

প্রকাশ থাকে যে, مُنْفَصِلَة আবার দুই প্রকার ঃ (১) عِنَادِيَّة (২) اِتِّفَاقِيَّة

সুতরাং مُنْفَصِلَة -এর তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকার যদি দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহলে مُنْفَصِلَة মোট ছয় প্রকার হবে।

عِنَادِيَّة ঃ ঐ مُنْفَصِلَة-কে বলে যার মধ্যে مُنَافَات ذَاتِى বিদ্যমান আছে অর্থাৎ, مُقَدَّم ও تَالِى উভয় অংশের প্রকৃতিই বৈপরীত্যের দাবি করে।

اِتِّفَاقِيَّة ঃ সেই مُنْفَصِلَة-কে বলে যার মধ্যে বৈপরীত্য শুধু আকস্মিক ব্যাপার।

জ্ঞাতব্য এই যে, মানতিক শাস্ত্রবিদগণের মতে بَحْث বা যুক্তির ব্যাপারে مُتَّصِلَة -এর সকল প্রকারের মধ্যে لُزُومِيَّة এবং مُنْفَصِلَة -এর মধ্যে শুধু عِنَادِيَّة গ্রহণযোগ্য হবে।

চিত্রের সাহায্যে উপরোক্ত আলোচনার পরিচয়

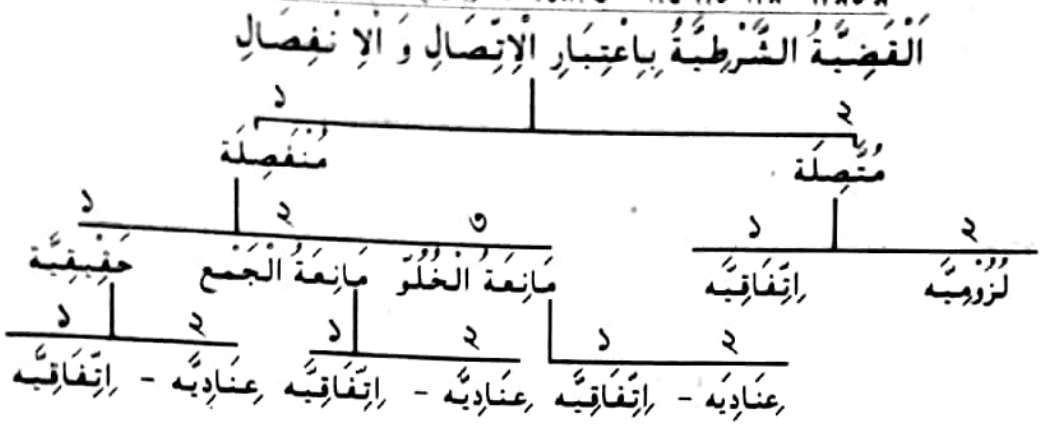

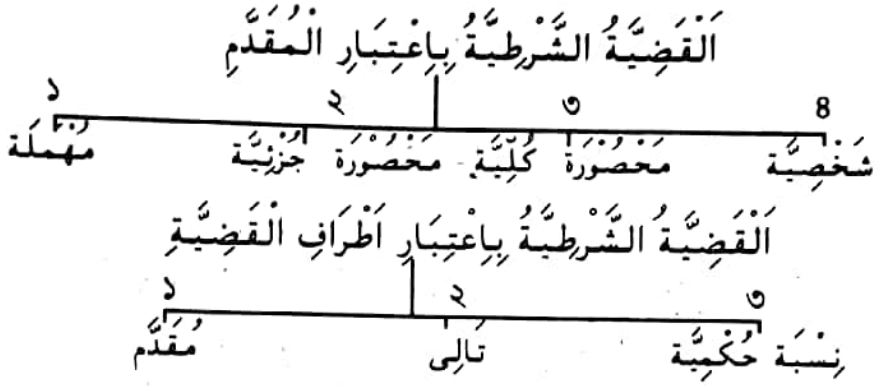

اَلتَّمْرِيْنُ – অনুশীলনী

১। قَضِيَّة কাকে বলে এবং উহা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

২। قَضِيَّة حَمْلِيَّة -এর সংজ্ঞা দিয়ে مَوْضُوع হিসেবে উহা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

৩। قَضِيَّة حَمْلِيَّة بِاِعْتِبَارِ وُجُود مَوْضُوع কত প্রকার ও কি কি? উপমাসহ বিস্তারিত বিরবণ দাও।

৪। قَضِيَّة شَرْطِيَّة কাকে বলে এবং উহা কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

৫। شَرْطِيَّة مُتَّصِلَة -এর পরিচয় দাও এবং উহা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

৬। شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة -এর পরিচয় দাও এবং উহার প্রকারগুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৭। قَضِيَّة بَسِيطَة -এর পরিচয় দাও এবং উহা কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৮। قَضِيَّة مُرَكَّبَة -এর পরিচয় দাও এবং উহা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

فَصْلٌ فِى التَّنَاقُضِ وَهُوَ اِخْتِلَافُ الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْاِيْجَابِ وَالسَّلْبِ بِحَيْثُ يَقْتَضِى لِذَاتِهٖ اَنْ يَّكُوْنَ اِحْدٰهُمَا صَادِقَةً وَالْاُخْرٰى كَاذِبَةً وَلَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ اِلَّا بِاِتِّحَادِ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ بَيْنَهُمَا -

সরল অনুবাদ ঃ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ تَنَاقُض বা পারস্পরিক প্রতিকুলতার বর্ণনায়। تَنَاقُض বলা হয় দু'টি قَضِيَّة (বাক্য) اِيْجَاب (হাঁ-বাচক) এবং سَلْب (না-বাচক)-এর মধ্যে এভাবে দ্বন্দ্বমুখর হওয়া যে, একটি সত্য হলে অপরটি জাতিগত ভাবেই মিথ্যা হয়ে যায়। আর উভয় বাক্যের মধ্যে হুকুমের সম্পর্ক একই বস্তু না হলে সেথায় تَنَاقُض সংগঠিত হয় না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَنَاقُض -এর পরিচয় ঃ প্রকাশ থাকে যে, تَنَاقُض শব্দটি بَاب تَفَاعُل -এর ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হলো- اَلتَّخَالُفُ বা পরস্পর বিরোধ হওয়া। এ ছাড়াও ভঙ্গ করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী— "اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ" ; পরস্পর বিপরীত হওয়া, ইত্যাদি।

تَنَاقُض -এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন— هُوَ اِخْتِلَافُ الْقَضِيَّتَيْنِ بِالْاِيْجَابِ وَالسَّلْبِ بِحَيْثُ يَقْتَضِى لِذَاتِهٖ اَنْ يَّكُوْنَ اِحْدٰهُمَا صَادِقَةً وَالْاُخْرٰى كَاذِبَةً অর্থাৎ, মানতিক শাস্ত্রে تناقض বলে দু'টি قضية হাঁ-বাচক ও না-বাচকের মধ্যে এ ভাবে বিরোধ হওয়া যে, একটি قَضِيَّة সত্য হলে জাতিগতভাবে অন্যটি মিথ্যা হবে। অন্য কারো মতে— هُوَ اِخْتِلَافُ الْقَضِيَّتَيْنِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ لِذَاتِهٖ مِنْ صِدْقِ كُلٍّ كِذْبُ الْاٰخَرِ اَوْ بِالْعَكْسِ অর্থাৎ, যদি দু'টি قَضِيَّة পরস্পর বিরোধী হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিগতভাবে একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হওয়া আবশ্যক হয় অথবা তার বিপরীত, তাহলে তাকে تَنَاقُض বলে। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ অর্থাৎ, যায়েদ দণ্ডায়মান এবং زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ অর্থাৎ, যায়েদ দণ্ডায়মান নয়। এখানে উভয় قَضِيَّة -এর মধ্যে বিরোধ। কেননা, প্রথমটি হাঁ-বোধক এবং দ্বিতীয়টি না-বোধক।

تَنَاقُض -এর শর্তসমূহ ঃ প্রকাশ থাকে যে, মানতিকীদের নিকট দু'টি قَضِيَّة বা বাক্যের মধ্যে تَنَاقُض বা বৈপরীত্ব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ৮টি বিষয় وَحْدَت থাকা শর্ত, যাকে আরবীতে وَحْدَت ثَمَانِيَة বলে, যা জনৈক কবি ছন্দের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন—

در تناقض بشت وحدت شرط دان * وحدت مَوْضُوْع ومَحْمُوْل و مَكَان
وحدت شَرْط و اِضَافَت جُز وكُل * قُوَّت و فِعْل ست در اخر زمان

নিম্নে উহা উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো—

১. وَحْدَت مَوْضُوْع বা উদ্দেশ্য এক হওয়া। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ ، زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ
২. وَحْدَت مَحْمُوْل বা বিধেয় এক হওয়া। যেমন- بَكْرٌ عَاقِلٌ ، بَكْرٌ لَيْسَ بِعَاقِلٍ
৩. وَحْدَت مَكَان বা স্থান এক হওয়া। যেমন- زَيْدٌ جَالِسٌ فِى الْبَيْتِ ، زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ فِى الْبَيْتِ
৪. وَحْدَت شَرْط বা শর্ত এক হওয়া। যেমন-
زَيْدٌ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِشَرْطِ كَوْنِهٖ كَاتِبًا ، زَيْدٌ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْاَصَابِعِ بِشَرْطِ كَوْنِهٖ كَاتِبًا
৫. وَحْدَت اِضَافَت বা সম্পর্ক এক হওয়া। যেমন- زَيْدٌ اَبٌ لِبَكْرٍ ، زَيْدٌ لَيْسَ بِاَبٍ لِبَكْرٍ
৬. وَحْدَت جُزْء وَ كُل বা আংশিক ও পূর্ণ হওয়ার বেলায় এক হওয়া। যেমন-
كُلُّ زَنْجِى لَيْسَ بِاَسْوَدَ ও كُلُّ زَنْجِى اَسْوَدُ এবং بَعْضُ زَنْجِى لَيْسَ بِاَسْوَدَ ও بَعْضُ زَنْجِى اَسْوَدُ

৭. وَحْدَت قُوَّة و فِعْل বা শক্তি ও কার্যে এক হওয়া। যথা-
اَلْخَمْرُ فِى الْاٰنِ بِمُسْكِرٍ بِالْقُوَّةِ ، اَلْخَمْرُ فِى الْاٰنِ لَيْسَ بِمُسْكِرٍ بِالْقُوَّةِ

৮. وَحْدَت زَمَان বা কাল এক হওয়া। যেমন- زَيْدٌ نَائِمٌ فِى اللَّيْلِ ، زَيْدٌ لَيْسَ بِنَائِمٍ فِى اللَّيْلِ

বিঃ দ্রঃ আধুনিক মানতিকীগণ আটটি শর্তের মাঝে মাত্র দু'টিকে تَنَاقُض -এর জন্য যথেষ্ট মনে করেন। উহা হলো مَوْضُوع এবং مَحْمُول এক হওয়া। যদি تَنَاقُض -এর মধ্যে قَضِيَّة مَحْصُورَة বিদ্যমান হয়, তবে তার জন্য اِخْتِلَافٌ فِى الْكَيْفِ অর্থাৎ, একটি قَضِيَّة হাঁ-বাচক ও অন্যটি না-বাচক হতে হবে এবং اِخْتِلَافٌ فِى الْكَمِّ অর্থাৎ, একটির كُلِّيَّة ও অন্যটির جُزْئِيَّة হওয়া আবশ্যক। আর যদি قَضِيَّة مُوَجَّهَه হয় তবে تَنَاقُض -এর জন্য উল্লিখিত শর্ত ও جِهَت -এর পার্থক্য আবশ্যক।

وَحْدَت -এর ব্যাপারে পার্থক্য কেন হলো ঃ উল্লেখ্য যে, مُتَاَخِّرِيْن গণ উল্লিখিত وَحْدَت গুলিকে বাদ দিয়ে শুধু দু'টি وَحْدَت অর্থাৎ, وَحْدَت مَوْضُوع ও وَحْدَت مَحْمُول -কে تَنَاقُض -এর জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। কারণ এ ছাড়া সকল وَحْدَت এ দু'টির অন্তর্ভুক্ত। اَبُو نَصْر فَارَابِى শুধু نِسْبَة حُكْمِيَّة -এর মধ্যে وَحْدَت -কে تَنَاقُض -এর জন্য যথেষ্ট মনে করেন। কেননা حَمْلِيَّة -এর অবশিষ্ট সকল وَحْدَت পাওয়া যায়।

চিত্রের সাহায্যে উপরোক্ত আলোচনার পরিচয়

اَحْكَامُ الْقَضَايَا (বাক্যের হুকুমসমূহ)

১	২	৩
تَنَاقُض	عَكْس مُسْتَوِى	عَكْس نَقِيْض
পারস্পরিক বিরোধ	সমতা মূলক বৈপরীত্য	বৈপরীত্য

شَرَائِط تَنَاقُض

১	২	৩
اِخْتِلَافٌ فِى الْكَيْفِ وَالْكَمِّ	اِخْتِلَافٌ فِى الْجِهَةِ	وَحْدَت ثَمَانِيَه
অবস্থান ও পরিমাণের পার্থক্য	جهت -এর পার্থক্য	আটটি একত্ব

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
وَحْدَت مَوْضُوع	وَحْدَت مَحْمُول	وَحْدَت مَكَان	وَحْدَت شَرْط	وَحْدَت اِضَافَت	وَحْدَت جُزْ وَكُل	وَحْدَت قُوَّت وَفِعْل	وَحْدَت زَمَان
زَيْدٌ قَائِمٌ وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ	زَيْدٌ قَائِمٌ وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ	زَيْدٌ جَالِسٌ فِى الْبَيْتِ وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِجَالِسٍ فِى الْبَيْتِ	زَيْدٌ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْاَصَابِعِ بِشَرْطِ كَوْنِهٖ كَاتِبًا وَ زَيْدٌ مُتَحَرِّكُ الْاَصَابِعِ بِشَرْطِ كَوْنِهٖ كَاتِبًا	زَيْدٌ اَبٌ لِبَكْرٍ وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِاَبٍ لِبَكْرٍ	كُلُّ زَنْجِى اَسْوَدُ وَ لَيْسَ كُلُّ زَنْجِى بِاَسْوَدَ	اَلْخَمْرُ فِى الْاٰنِ لَيْسَ بِمُسْكِرٍ بِالْقُوَّةِ وَ اَلْخَمْرُ فِى الْاٰنِ بِمُسْكِرٍ بِالْقُوَّةِ	زَيْدٌ نَائِمٌ فِى اللَّيْلِ وَ زَيْدٌ لَيْسَ بِنَائِمٍ فِى اللَّيْلِ

فَصْلٌ فِى الْعَكْسِ الْمُسْتَوِى وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ اَحَدِ طَرَفَيِ الْقَضِيَّةِ مَكَانَ الْاٰخَرِ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِيَّةِ فَاَمَّا الْكَمِّيَّةُ فَلَا تَبْقٰى فِى الْمُوْجِبَاتِ لِاَنَّهَا لَاتَنْعَكِسُ كُلِّيَّةً لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْمَحْمُوْلِ اَعَمَّ مِنَ الْمَوْضُوْعِ كَقَوْلِنَا كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ فَلَا تَنْعَكِسُ كُلِّيَّةً لِكَذِبِ قَوْلِنَا كُلُّ حَيَوَانٍ اِنْسَانٌ بِخِلَافِ السَّوَالِبِ لِاَنَّهَا تَنْعَكِسُ كُلِّيَّةً كَقَوْلِنَا لَاشَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ لِاَنَّهُ يَصْدُقُ لَاشَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ كُلِّيَّةً -

সরল অনুবাদ ঃ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ عَكْس مُسْتَوِى-এর বর্ণনায়। عَكْس مُسْتَوِى এমন قَضِيَّة-কে বলে যার صِدْق এবং كَيْف ঠিক রেখে قَضِيَّة-এর দু'টি অংশের প্রতিটিকে অপরটির অংশে রাখা যায়, তবে مُوْجِبَات -এর মধ্যে كَمِّيَّت অর্থাৎ كُلِّى এবং جُزْئِى হওয়ার অর্থ অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা, مُوْجِبَات সাধারণত كُلِّى হয়ে উল্টাতে পারে না। কেননা, كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ -এর মধ্যে مَوْضُوْع অপেক্ষা مَحْمُوْل টি عَام হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যথা- كُلُّ حَيَوَانٍ اِنْسَانٌ এটা كُلِّى হিসেবে উল্টাতে পারে না। কেননা, كُلُّ حَيَوَانٍ اِنْسَانٌ বাক্যটি শুদ্ধ নয়। তবে سَالِبَة -এর ক্ষেত্রে এর বিপরীত হুকুম হবে, কারণ তা كُلِّى হিসেবে উল্টাতে পারে। যথা- لَاشَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ ইহা سالبة ; এর বিপরীত বাক্য হলো لَاشَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ যা كُلِّيَّة সত্য হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَكْس مُسْتَوِى -এর পরিচয় ঃ প্রকাশ থাকে যে, عَكْس অর্থ اَلضِّد বা বিপরীত। এখানে مُسْتَوِى অর্থ হলো- উল্টিয়ে দেয়া। আর "مُسْتَوِى" শব্দটি اِسْتَوٰى থেকে ; অর্থ হলো- সমান সমান হওয়া। অতএব শব্দ দু'টির একত্রিত অর্থ হলো- সমানভাবে উল্টিয়ে দেয়া।

عَكْس مُسْتَوِى -এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন— هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ اَحَدِ طَرَفَيِ الْقَضِيَّةِ مَكَانَ الْاٰخَرِ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِيَّةِ অর্থাৎ, মানতিক শাস্ত্রে عَكْس مُسْتَوِى ঐ قَضِيَّة-কে বলে, যে قَضِيَّة -এর দু'দিকের এক দিককে অন্য দিকের স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা, যাতে মূল বাক্যের সত্যতা এবং كَيْفِيَّة বা প্রকৃতি ঠিক থাকে। মিরকাত প্রণেতা বলেন— هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ مِنَ الْقَضِيَّةِ ثَانِيًا وَالْجُزْءِ الثَّانِى اَوَّلًا مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِيَّةِ অর্থাৎ, প্রকৃতি ঠিক রেখে কোন قَضِيَّة -এর প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশে এবং দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশে পরিণত করাকে "عَكْس مُسْتَوِى" বলে। যেমন- لَاشَيْءَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ অর্থাৎ, কোন মানুষ পাথর নয়। এর عَكْس হলো لَاشَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ অর্থাৎ, কোন পাথর মানুষ নয়।

عَكْس مُسْتَوِى-এর গঠন প্রণালী ঃ গ্রন্থকারের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী উহার গঠন প্রণালী হলো, قَضِيَّة -এর উভয় অংশের একটিকে অন্য স্থানে রাখা। এর অর্থ হলো, যদি قَضِيَّة টি قَضِيَّة حَمْلِيَّة

হয় তাহলে قَضِيَّة -এর مَوْضُوْع কে-مَحْمُوْل কে مَحْمُوْل করা এবং مَوْضُوْع কে-مَحْمُوْل করা; আর قَضِيَّة شَرْطِيَّة হলে مُقَدَّم কে-تَالِى কে এবং تَالِى কে-مُقَدَّم করা।

صِدْق বাকি রাখা। এর অর্থ হলো যদি قَضِيَّة টির উভয় অংশ সত্য হয় তাহলে اِيْجَاب এবং سَلْب -এর কোন পার্থক্য না হয়ে উভয় অংশ বর্তমানেও সত্য থাকবে।

كَيْف বা প্রকৃতি ঠিক রাখা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِيْجَاب এবং سَلْب অর্থাৎ, মূল বাক্য যদি مُوْجِبَة বা হাঁ-বোধক হয় তাহলে عَكْس مُسْتَوِى করার পরও তা سَالِبَة থাকবে, আর মূল বাক্য سَالِبَة হলে عَكْس مُسْتَوِى করার পরও তা سَالِبَة থাকবে। যেমন- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ -এর عَكْس مُسْتَوِى হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ অর্থাৎ, কতিপয় প্রাণী মানুষ।

বিশ্লেষণ ঃ উক্ত বাক্য দু'টির প্রথম বাক্যে اِنْسَان শব্দটি مَوْضُوْع ছিল দ্বিতীয় বাক্যে উহাকে مَحْمُوْل করা হয়েছে। حَيَوَان শব্দটি مَحْمُوْل ছিল উহাকে مَوْضُوْع করা হয়েছে। প্রথম বাক্যটি مُوْجِبَة ছিল, দ্বিতীয় বাক্যটিও موجبة রয়েছে অর্থাৎ, বক্তব্যের সত্যতা অক্ষুন্ন রয়েছে।

১. قَضِيَّة -এর উভয় অংশের একটিকে অন্যটির স্থানে রাখা অথবা এক অংশের দ্বারা অন্য অংশের পরিবর্তন করা। এর অর্থ হলো যদি قَضِيَّة টি قَضِيَّة حَمْلِيَّة হয়, তাহলে قَضِيَّة-এর مَوْضُوْع-কে مَحْمُوْل করা এবং مَحْمُوْل-কে مَوْضُوْع করা। আর যদি قَضِيَّة شَرْطِيَّة হয় তবে تَالِى কে-مُقَدَّم এবং مُقَدَّم কে-تَالِى করা।

২. صِدْق অবশিষ্ট থাকার অর্থ হলো, যদি মূল قَضِيَّة সত্য হয় অথবা তাকে সত্য বলে ধরে নেয়া হয়ে থাকে, তবে قَضِيَّة -এর উভয় অংশ পরিবর্তন করবার পরও তা অনিবার্যভাবে সত্য থাকবে, অথবা তাকে সত্য মেনে নেয়া হবে।

৩. كَيْف -এর অবশিষ্ট থাকার অর্থ হলো, যদি মূল قَضِيَّة হাঁ-বাচক হয়, তবে নতুন قَضِيَّة টিও অনিবার্যভাবে হাঁ-বাচক হবে। আর যদি মূল قَضِيَّة টি না-বাচক হয়, তবে নতুন قَضِيَّة টি অনিবার্যভাবে না-বাচক হবে।

৪. عَكْس مُسْتَوِى-কে عَكْس مُسْتَقِيْم ও বলে। مُسْتَقِيْم অর্থ হলো- সরল ও সোজা, যেহেতু عَكْس مُسْتَوِى -এর নিয়ম অতি সহজ ও সরল, এ কারণেই তাকে عَكْس مُسْتَقِيْم বলে। অপর দিকে عَكْس نَقِيْض -এর নিয়ম সোজা নয়; বরং কঠিন।

عَكْس مُسْتَوِى -এর অবস্থাসমূহ ঃ عَكْس مُسْتَوِى -এর চারটি অবস্থা বিদ্যমান। যেমন—

عَكْس এর নাম	অর্থসহ উদাহরণ	عَكْس এর নাম	অর্থসহ উদাহরণ
سَالِبَة كُلِّيَّة	لَاشَيْئَ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ কোন মানুষই পাথর নয়	سَالِبَة كُلِّيَّة	لَاشَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ কোন পাথরই মানুষ নয়
سَالِبَة جُزْئِيَّة			এর عَكْس مُسْتَوِى হয় না
مُوْجِبَة كُلِّيَّة	كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ প্রত্যেক মানুষই প্রাণী	مُوْجِبَة جُزْئِيَّة	بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ কতিপয় প্রাণী মানুষ
مُوْجِبَة جُزْئِيَّة	بَعْضُ الْحَيَوَانِ اِنْسَانٌ কতিপয় প্রাণী মানুষ	مُوْجِبَة جُزْئِيَّة	بَعْضُ الْاِنْسَانِ حَيَوَانٌ কতিপয় মানুষ প্রাণী

চিত্রের সাহায্যে উপরোক্ত আলোচনার পরিচয়

عَكْس مُسْتَوِى

নাম	উদাহরণ	নাম	উদাহরণ
مُوجِبَة كُلِّيَة	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	مُوجِبَة جُزْئِيَة	بَعْضُ الْحَيْوَانِ إِنْسَانٌ
مُوجِبَة جُزْئِيَة	بَعْضُ الْإِنْسَانِ حَيَوَانٌ	مُوجِبَة جُزْئِيَة	بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ
سَالِبَة كُلِّيَّة	لَاشَيْئَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ	سَالِبَة كُلِّيَّة	لَاشَيْئَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانٍ
سَالِبَة جُزْئِيَة	×	×	এর عَكْس مُسْتَوِى হয় না

فَصْلٌ فِى عَكْسِ النَّقِيْضِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ كُلِّ طَرَفِي الْقَضِيَّةِ بِنَقِيْضِ الْاٰخَرِ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ كَمَا يُقَالُ فِىْ كُلِّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَكُلِّ لَاحَيَوَانٍ لَا إِنْسَانٌ وَعِنْدَ الْمُتَاخِّرِيْنَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ نَقِيْضِ الثَّانِى الْجُزْءَ الْاَوَّلَ وَعَيْنَ الْاَوَّلِ الثَّانِىَ مَعَ مُخَالَفَةِ الْاَصْلِ فِى الْكَيْفِ وَمُوَافَقَتِهٖ فِى الصِّدْقِ كَمَا يُقَالُ فِىْ كُلِّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ لَاشَيْئَ مِمَّا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ إِنْسَانٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا يُعْرَفُ فِى الْمُطَوَّلَاتِ -

<u>সরল অনুবাদ ঃ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ</u> عَكْس نَقِيْض-এর বর্ণনায়। عَكْس نَقِيْض-এর ব্যাখ্যা مُتَقَدِّمِيْن অর্থাৎ, পূর্ববর্তী মানতিক শাস্ত্রবিদগণের মতে قَضِيَّة-এর দুটি অংশের প্রত্যেকটিকে অন্যটির نَقِيْض দ্বারা এরূপভাবে পরিবর্তন করা যে উভয়ের صِدْق ও كَيْفِيَّت অপরিবর্তিত থাকে। যেমন– كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ ; ইহার عَكْس نَقِيْض হলো كُلُّ لَاحَيَوَانٍ مُتَاخِّرِيْن গণের পরিভাষায় عَكْس نَقِيْض হলো قَضِيَّة-এর দ্বিতীয় অংশের نَقِيْض কে-قَضِيَّة-এর প্রথম অংশ করা এবং প্রথম عَيْن বা হুবহুকে দ্বিতীয় অংশ এমনভাবে করা যে হাঁ-বাচক ও না-বাচকে পার্থক্য করা, কিন্তু صِدْق-এর মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। যেমন– كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ ; ইহার نَقِيْض হলো لَاشَيْئَ مِمَّا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ إِنْسَان অর্থাৎ, যা حَيَوَان নয় উহার মধ্যে কোনটি إِنْسَان নয়। مُتَقَدِّمِيْن ও مُتَاخِّرِيْن দের পরিভাষার ব্যবধান বড় বড় কিতাবের মাধ্যমে জানা যাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

<u>عَكْس نَقِيْض-এর পরিচয় ঃ</u> প্রকাশ থাকে যে, عَكْس শব্দের অর্থ হলো– উল্টা বা বিপরীত। আর نَقِيْض অর্থ হলো– ভঙ্গ করা। যেমন, আল্লাহর বাণী— اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ অতএব একত্রে মিলিত অর্থ হবে— কোন قَضِيَّة-কে ভেঙ্গে উল্টিয়ে দেয়া।

عَكْس نَقِيْض-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানতিকীগণের মাঝে মতানৈক্য। رَأْىُ الْمُتَقَدِّمِيْن বা পূর্ববর্তী মানতিকীদের মতে— عَكْسُ نَقِيْضٍ هُوَ جَعْلُ نَقِيْضِ

الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقَضِيَّةِ ثَانِيًا وَنَقِيْضِ الْجُزْءِ الثَّانِي أَوَّلًا مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ অর্থাৎ, কোন قَضِيَّة -এর মধ্যে صِدْق ও كِذْب অক্ষুন্ন রেখে উহার প্রথম অংশকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশে পরিণত করাকে عَكْس نَقِيْض বলে। যেমন- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ - প্রত্যেক মানুষ প্রাণী। এর عَكْس نَقِيْض হলো كُلُّ لَاحَيَوَانٍ لَا إِنْسَانٌ - প্রত্যেক অপ্রাণী মানুষ নয়।

رَأْيُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ বা পরবর্তী মানতিকীদের মতে—هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ نَقِيْضِ الثَّانِي الْجُزْءَ الْأَوَّلَ وَعَيْنِ الْأَوَّلِ الثَّانِيَ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ فِي الْكَيْفِ وَمُوَافَقَتِهِ فِي الصِّدْقِ অর্থাৎ, বাক্যের সত্যতা ঠিক রেখে এবং প্রকৃতি পরিবর্তন করে উহার দ্বিতীয় অংশকে প্রথম এবং হুবহু প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশে পরিণত করাকে عَكْس نَقِيْض বলে। যেমন- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ এর عَكْس نَقِيْض হবে لَاشَيْءَ مِمَّا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ إِنْسَانٌ অর্থাৎ, যা প্রাণী নয় তা মানুষ নয়।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানতিকীদের মধ্যকার পার্থক্য ঃ

১. مُتَقَدِّمِيْن -দের মতে, قَضِيَّة -এর প্রথম অংশকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় অংশকে প্রথম করে عَكْس نَقِيْض করতে হয়। কিন্তু مُتَأَخِّرِيْن -দের মতে, দ্বিতীয় অংশকে প্রথম এবং হুবহু প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশে পরিণত করতে হয়।

২. পূর্ববর্তীদের মতে, صِدْق এবং كَيْف ঠিক থাকবে। পক্ষান্তরে পরবর্তীদের মতে, শুধু كَيْف ঠিক থাকবে না। প্রকাশ থাকে যে, আমাদের গ্রন্থকার পূর্ববর্তীদের মাযহাব গ্রহণ করেছেন। চিত্রের মাধ্যমে উপরোক্ত আলোচনা পরিচয় দেয়া হলো—

عَكْس نَقِيْض

মূল قَضِيَّة -এর নাম	উদাহরণ	عَكْس نَقِيْض	উদাহরণ
مُوْجَبَة كُلِّيَّة	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	مُوْجَبَة كُلِّيَّة	كُلُّ لَاحَيَوَانٍ لَا إِنْسَانٌ
مُوْجَبَة جُزْئِيَّة	×	×	এর عَكْس نَقِيْض হয় না
سَالِبَة كُلِّيَّة	لَاشَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِفَرَسٍ	سَالِبَة جُزْئِيَّة	بَعْضُ اللَّافَرَسِ لَيْسَ بِلَا إِنْسَانٍ
سَالِبَة جُزْئِيَّة	بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ	سَالِبَة جُزْئِيَّة	بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِلَا حَيَوَانٍ

فَصْلٌ فِي الْقِيَاسِ

فَصْلٌ فِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا مَتَى سُلِّمَتْ لَزِمَ عَنْهُ لِذَاتِهِ قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ اسْتِثْنَائِيٌّ إِنْ كَانَ عَيْنُ النَّتِيْجَةِ أَوْ نَقِيْضُهَا مَذْكُوْرَةً فِيْهِ بِالْفِعْلِ كَقَوْلِنَا كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ لٰكِنَّهَا طَالِعَةٌ فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ فَالنَّتِيْجَةُ وَهِيَ فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ مَذْكُوْرَةٌ بِعَيْنِهَا فِيْهِ وَلَوْ قُلْتَ لٰكِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ يَنْتِجُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ فَنَقِيْضُهَا وَهُوَ أَنَّهَا طَالِعَةٌ مَذْكُوْرَةٌ فِيْهِ

وَاِقْتِرَانِىٌّ اِنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ كَقَوْلِنَا كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَكُلُّ حَيَوَانٍ حَسَّاسٌ فَكُلُّ اِنْسَانٍ حَسَّاسٌ فَلَيْسَتِ النَّتِيْجَةُ وَلَانَقِيْضُهَا مَذْكُوْرَةً فِيْهِ بِالْفِعْلِ -

সরল অনুবাদ ঃ ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ঃ قِيَاس - এর বর্ণনায়। قِيَاس এমন একটি উক্তিকে বলে যা এমন কয়েকটি বাক্য দ্বারা গঠিত হয়েছে যখন সে বাক্যগুলি মেনে নেয়া হবে তখন স্বভাবত উহা হতে অন্য একটি উক্তি আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। আর اِسْتِثْنَائِى টি قِيَاس হবে যদি قِيَاس-এর মধ্যে উপস্থিতভাবে قِيَاس-এর نَتِيْجَة অথবা نَتِيْجَة-এর نَقِيْض তথা বিপরীত দিক উল্লেখ করা হয়। যেমন, আমাদের উক্তি— كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ وَلٰكِنَّهَا طَالِعَةٌ فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ ; এখানে قِيَاس-এর মধ্যে তার হুবহু نَتِيْجَة (ফলাফল) فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ বিদ্যমান আছে। এখানে যদি لٰكِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ বলা হয়, তবে তার نَتِيْجَة হবে اِنَّهَا لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ যা قِيَاس-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি ; কিন্তু তার نَقِيْض (বিপরীত) اِنَّهَا طَالِعَةٌ-কে قِيَاس-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উভয় قِيَاس اِسْتِثْنَائِى ই-قِيَاس যদি قِيَاس-এর মধ্যে نَتِيْجَة অথবা نَتِيْجَة কোনটিই উল্লেখ না থাকে। তখন উহাকে قِيَاس اِقْتِرَانِى বলে। যথা— كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَكُلُّ حَيَوَانٍ حَسَّاسٌ فَكُلُّ اِنْسَانٍ حَسَّاسٌ অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ প্রাণী এবং প্রত্যেক প্রাণী অনুভূতিশীল, সুতরাং প্রত্যেক মানুষ অনুভূতিশীল। এখানে قِيَاس-এর মধ্যে نَتِيْجَة এবং نَقِيْض نَتِيْجَة কোনটিরই উপস্থিতভাবে উল্লেখ নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قِيَاس-এর পরিচয় ঃ قِيَاس শব্দটি بَاب مُفَاعَلَة-এর ক্রিয়ামূল হিসেবে এবং بَاب ضَرَبَ থেকেও ব্যবহৃত হয়। এর শাব্দিক অর্থ কয়েকটি হতে পারে। যেমন– তুলনা করা, اَلتَّقْدِيْر বা পরিমাপ করা, অনুমান করা, رَدُّ الشَّيْءِ اِلٰى نَظِيْرِهٖ অর্থাৎ, কোন বস্তুকে তার অনুরূপ বস্তুর প্রতি ফেরানো ইত্যাদি।

قِيَاس-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে, মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন— هُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا مَتٰى سُلِّمَتْ لَزِمَ عَنْهُ لِذَاتِهٖ قَوْلٌ اٰخَرُ অর্থাৎ, কিয়াস কতগুলো কাযিয়্যাহ দ্বারা গঠিত এমন একটি উক্তি, যা মেনে নেয়ার জন্য অন্য একটি উক্তিকে মেনে নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। মিরকাত প্রবণতা বলেন— اَلْقِيَاسُ هُوَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضَايَا يَلْزَمُ قَوْلٌ اٰخَرُ بَعْدَ تَسْلِيْمِ تِلْكَ الْقَضَايَا অর্থাৎ, قِيَاس এমন উক্তি যা কতিপয় قَضِيَّة-এর সমন্বয়ে গঠিত, যা মেনে নিলে অপর একটি উক্তি মেনে নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। যথা–"اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ" অর্থাৎ, পৃথিবী পরিবর্তনশীল এবং প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তুই ধ্বংসশীল। এ বাক্য বা قَضِيَّة দু'টি মেনে নিলে আরেকটি বাক্যও মেনে নিতে হবে, তাহলো فَالْعَالَمُ حَادِثٌ অর্থাৎ, পৃথিবী ধ্বংসশীল।

قِيَاس-এর প্রকারভেদ ঃ قِيَاس সাধারণত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– (১) قِيَاس اِسْتِثْنَائِى (২) قِيَاس اِقْتِرَانِى

إِنْ كَانَ عَيْنَ النَّتِيْجَةِ أَوْ نَقِيْضَهَا -এর পরিচয় ঃ এর সংজ্ঞা হলো— قِيَاسِ اِسْتِثْنَائِي অর্থাৎ, যে قِيَاس-এর মধ্যে উপস্থিতভাবে قِيَاس-এর نَتِيْجَة বা নাতীজা مَذْكُوْرَةٌ فِيْهِ بِالْفِعْلِ-এর নাকীয় উল্লেখ থাকে তাকে قِيَاس اِسْتِثْنَائِي বলে। যেমন- كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ আলোচ্য উদাহরণটির মধ্যে فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ وَلٰكِنَّهَا طَالِعَةٌ فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ হলো نَتِيْجَة বা ফলাফল, যা বাক্যের মধ্যে বিদ্যমান আছে।

إِنْ لَمْ تَكُنِ النَّتِيْجَةُ أَوْ نَقِيْضُهَا -এর পরিচয় ঃ এর পরিচয় হলো— قِيَاسِ اِقْتِرَانِي অর্থাৎ, قِيَاس-এর মধ্যে যদি উহার নাতীজা অথবা নাতীজা-এর নাকীয় উল্লেখ না থাকে, তবে তাকে قِيَاسِ اِقْتِرَانِي বলে। যেমন- كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَكُلُّ حَيَوَانٍ حَسَّاسٌ فَكُلُّ اِنْسَانٍ حَسَّاسٌ অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষ প্রাণী, আর প্রত্যেক প্রাণী অনুভূতিশীল, অতএব প্রত্যেক মানুষ অনুভূতিশীল। আলোচ্য উদাহরণে نَتِيْجَة বা এর নাকীজ কোনটি তা উল্লেখ নেই।

قِيَاسِ اِقْتِرَانِي -এর প্রকারভেদ ঃ قِيَاسِ اِقْتِرَانِي আবার দু'প্রকার। যথা—
(১) قِيَاسِ حَمْلِي (২) قِيَاسِ شَرْطِي

১. قِيَاسِ حَمْلِي -এর পরিচয় ঃ যে কিয়াসের مُقَدَّمَة হামলিয়া হয়, তাকে কিয়াসে হামলী বলে। যেমন- اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَالْعَالَمُ حَادِثٌ

২. قِيَاسِ شَرْطِي -এর পরিচয় ঃ যে কিয়াস দু'টি শর্তিয়া ও একটি حَمْلِيَّة হয়, তাকে قِيَاس شَرْطِي বলে। যেমন- كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا

وَإِذَا عَرَفْتَ هٰذَا فَنَقُوْلُ اِنَّ مَوْضُوْعَ النَّتِيْجَةِ فِى الْاِقْتِرَانِيِّ يُسَمّٰى اَصْغَرَ وَمَحْمُوْلَهَا اَكْبَرَ وَالْقَضِيَّةُ الَّتِىْ فِيْهَا الْاَصْغَرُ صُغْرٰى وَالَّتِىْ فِيْهَا الْاَكْبَرُ كُبْرٰى وَالْمُكَرَّرُ بَيْنَ الْاَصْغَرِ وَالْاَكْبَرِ يُسَمّٰى حَدًّا اَوْسَطًا وَالْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْحَدِّ الْاَوْسَطِ عِنْدَ الْحَدَّيْنِ الْاٰخَرَيْنِ يُسَمّٰى شَكْلًا وَهِىَ اَرْبَعَةٌ لِاَنَّ الْحَدَّ الْاَوْسَطَ اِنْ كَانَ مَحْمُوْلًا فِى الصُّغْرٰى وَمَوْضُوْعًا فِى الْكُبْرٰى كَقَوْلِنَا كُلُّ جِسْمٍ مُؤَلَّفٌ وَكُلُّ مُؤَلَّفٍ حَادِثٌ فَهُوَ الْاَوَّلُ وَاِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ كَقَوْلِنَا كُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ وَكُلُّ ضَاحِكٍ اِنْسَانٌ فَهُوَ الرَّابِعُ وَاِنْ كَانَ مَحْمُوْلًا فِيْهِمَا كَقَوْلِنَا كُلُّ نَاطِقٍ اِنْسَانٌ وَ لَاشَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ فَهُوَ الثَّانِىْ وَاِنْ كَانَ مَوْضُوْعًا فِيْهِمَا كَقَوْلِنَا كُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ فَهُوَ الثَّالِثُ ، وَاَمَّا الشَّكْلُ الْاَوَّلُ فَشَرْطُهُ اِيْجَابُ الصُّغْرٰى وَكُلِّيَّةُ الْكُبْرٰى وَاَمَّا الثَّانِىْ فَشَرْطُهُ اِخْتِلَافُ مُقَدَّمَتَيْهِ فِى الْكَيْفِيَّةِ وَكُلِّيَّةُ الْكُبْرٰى وَاَمَّا

الثَّالِثُ فَشَرْطُهٗ مُوْجِبَةُ الصُّغْرٰى وَكُلِّيَّةُ اِحْدٰهُمَا وَاَمَّا الرَّابِعُ فَغَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهٗ لِعَدَمِ وُقُوْعِهٖ فِى الْاِسْتِعْمَالِ لِاَنَّهٗ غَيْرُ بَيِّنٍ -

সরল অনুবাদ ঃ যখন তুমি এ কথা অবগত হয়েছে তখন আমরা বলবো যে, قِيَاس-اِقْتِرَانِى এর মধ্যে نَتِيْجَة -এর مَوْضُوْع কে- اَصْغَر এবং مَحْمُوْل কে- اَكْبَر বলা হয়। আর যে قَضِيَّة -এর মধ্যে اَصْغَر হবে তাকে صُغْرٰى বলে, আর যে قَضِيَّة -এর মধ্যে اَكْبَر হবে তাকে كُبْرٰى বলে। এবং যে অংশ اَصْغَر এবং اَكْبَر -এর মধ্যে পুনঃ পুনঃ হয় তাকে حَدّ اَوْسَط বলে। আর صُغْرٰى এবং كُبْرٰى -এর মধ্যে حَدّ اَوْسَط -কে সাজিয়ে রাখার দ্বারা বাক্যের যেইরূপ অর্জিত হয় তাকে شَكْل বলে। شَكْل চারটি। কেননা, حَدّ اَوْسَط যদি صُغْرٰى -এর مَحْمُوْل হয় এবং كُبْرٰى -এর مَوْضُوْع হয়, তাহলে উহা شَكْل اَوَّل হবে। যথা– كُلُّ جِسْمٍ مُؤَلَّفٌ وَكُلُّ مُؤَلَّفٍ حَادِثٌ অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তু সম্পাদিত বা সাজানো এবং প্রত্যেক সাজানো বস্তু নতুন। আর যদি شَكْل اَوَّل -এর বিপরীত হয় অর্থাৎ, حَدّ اَوْسَط টি صُغْرٰى -এর مَوْضُوْع এবং كُبْرٰى -এর مَحْمُوْل হয়, তাহলে উহা شَكْل رَابِع হবে। যথা– كُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ وَكُلُّ ضَاحِكٍ اِنْسَانٌ ; আর যদি حَدّ اَوْسَط টি صُغْرٰى এবং كُبْرٰى -এর মধ্যে مَحْمُوْل হয়, তাহলে উহা شَكْل ثَانِى হবে। যথা– كُلُّ نَاطِقٍ اِنْسَانٌ وَ لَاشَئَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ ; আর যদি حَدّ اَوْسَط টি صُغْرٰى এবং উভয় قَضِيَّة -এর মধ্যে مَوْضُوْع হয়, তা شَكْل ثَالِث হবে। যেমন, আমাদের উক্তি— كُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ ; তবে شَكْل اَوَّل -এর জন্য শর্ত হলো, صُغْرٰى টি مُوْجِبَة হওয়া এবং كُبْرٰى টি كُلِّيَّة হওয়া, আর شَكْل ثَانِى -এর মধ্যে صُغْرٰى এবং كُبْرٰى ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আর شَكْل ثَالِث -এর জন্য শর্ত হলো, صُغْرٰى টি مُوْجِبَة হওয়া এবং صُغْرٰى এবং كُبْرٰى উভয়টির মধ্যে একটি كُلِّى হওয়া। এ ছাড়া شَكْل رَابِع -এর ব্যবহার হয় না, বিধায় উহা নিষ্প্রয়োজনীয় شَكْل ; কেননা شَكْل رَابِع হলো অস্পষ্ট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَدّ اَوْسَط -এর পরিচয় ঃ এর পরিচয় প্রদানে গ্রন্থকার বলেন— اَلْقَضِيَّةُ الَّتِىْ فِيْهَا الْاَصْغَرُ صُغْرٰى وَالَّتِىْ فِيْهَا الْاَكْبَرُ كُبْرٰى وَالْمُكَرَّرُ بَيْنَ الْاَصْغَرِ وَالْاَكْبَرِ يُسَمّٰى حَدًّا اَوْسَطًا অর্থাৎ, যে قَضِيَّة -এর মধ্যে اَصْغَر বিদ্যমান তাকে صُغْرٰى এবং اَكْبَر বিদ্যমান হলে তাকে كبرى আর যে বস্তু اَكْبَر এবং اَصْغَر -এর উভয়টিতে পুনঃ পুনঃ আসে তাকে حَدّ اَوْسَط বলে।

مُقَدِّمَة -এর পরিচয় ঃ যে قَضِيَّة টা قِيَاس -এর অংশ হয় তাকে مُقَدِّمَة বলা হয়।

شَكْل -এর পরিচয় ঃ شَكْل শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো اَشْكَالٌ; এর অর্থ হলো- اَلْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ বা আকৃতি, গঠন, রূপ ইত্যাদি। মানতিকীগণের পরিভাষায় شَكْل বলা হয়— صُوْرَةٌ مِنْ كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْحَدِّ الْاَوْسَطِ عِنْدَ الْحَدَّيْنِ الْاٰخَرَيْنِ يُسَمّٰى شَكْلًا অর্থাৎ, صُغْرٰى এবং كُبْرٰى -এর মধ্যে حَدّ اَوْسَط -কে সাজিয়ে রাখার দ্বারা বাক্যের যেইরূপ অর্জিত হয় তাকে شَكْل বলে।

شَكْل -এর প্রকারভেদ ঃ شَكْل সাধারণত চার প্রকার ঃ (১) شَكْل اَوَّل (২) شَكْل ثَانِى (৩) شَكْل ثَالِث (৪) شَكْل رَابِع

১. شَكْل اَوَّل-এর পরিচয় ঃ যদি حَدّ اَوْسَط টি صُغْرٰى এর- مَحْمُوْل এবং كُبْرٰى এর- مَوْضُوْع হয়, তাহলে তাকে شَكْل اَوَّل বলে। যেমন- كُلُّ جِسْمٍ مُؤَلَّفٌ وَكُلُّ مُؤَلَّفٍ حَادِثٌ فَالْجِسْمُ حَادِثٌ

২. شَكْل ثَانِى-এর পরিচয় ঃ যদি حَدّ اَوْسَط টি صُغْرٰى এবং كُبْرٰى উভয়ের মধ্যে مَحْمُوْل হয় তাহলে তাকে شَكْل ثَانِى বলে। যেমন- كُلُّ نَاطِقٍ اِنْسَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ

৩. شَكْل ثَالِث-এর পরিচয় ঃ যদি حَدّ اَوْسَط টি صُغْرٰى এবং كُبْرٰى উভয়ের মধ্যে مَوْضُوْع হয়, তাহলে তাকে شَكْل ثَالِث বলে। যেমন- كُلُّ حَيَوَانٍ اِنْسَانٌ وَبَعْضُ الْاِنْسَانِ كَاتِبٌ

৪. شَكْل رَابِع-এর পরিচয় ঃ যদি حَدّ اَوْسَط টি صُغْرٰى এর- مَوْضُوْع এবং كُبْرٰى এর- مَحْمُوْل হয়। যথা- كُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ وَكُلُّ ضَاحِكٍ اِنْسَانٌ ; এর নতীজা হলো كُلُّ نَاطِقٍ ضَاحِكٌ

উল্লিখিত شَكْل সমূহ হতে نَتِيْجَة লাভের নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ শর্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

(১) شَكْل اَوَّل- এর শর্ত হলো صُغْرٰى হাঁ-বাচক এবং كُبْرٰى টি كُلِّيَّة হতে হবে। (২) شَكْل ثَانِى- এর জন্য শর্ত হলো صُغْرٰى এবং كُبْرٰى হাঁ-বাচক ও না-বাচকের বেলায় পৃথক হবে এবং كُبْرٰى كُلِّيَّة হবে ; (৩) شَكْل ثَالِث- এর জন্য শর্ত হলো صُغْرٰى হাঁ-বাচক হবে এবং صُغْرٰى ও كُبْرٰى-এর মধ্যে যে-কোন একটি كُلِّيَّة হবে। (৪) شَكْل رَابِع — একটি নিষ্প্রয়োজনীয় شَكْل মাত্র যা অস্পষ্ট হওয়ার কারণে ব্যবহার করা হয় না।

চিত্রের সাহায্যে উপরোক্ত আলোচনার পরিচয়

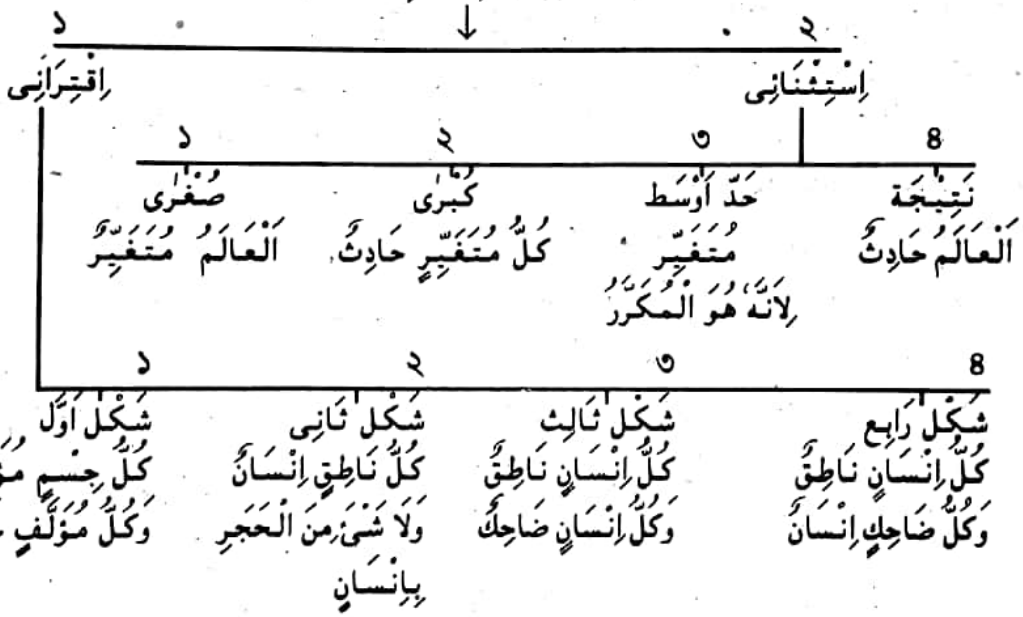

فَصْلٌ فِى الْاِسْتِقْرَاءِ وَهُوَ تَامٌّ اِنِ اسْتُدِلَّ بِجَمِيْعِ الْجُزْئِيَّاتِ وَحُكِمَ عَلَى الْكُلِّيِّ وَهُوَ قَلِيْلُ الْاِسْتِعْمَالِ وَنَاقِصٌ اِذَا اسْتُدِلَّ بِاَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ وَحُكِمَ عَلَى الْكُلِّ كَقَوْلِنَا كُلُّ حَيَوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَضْغِ لِاَنَّ الْاِنْسَانَ وَالْبَهَائِمَ وَالسِّبَاعَ كَذٰلِكَ وَهُوَ لَايُفِيْدُ الْيَقِيْنَ لِاحْتِمَالِ اَنْ لَّايَكُوْنَ الْكُلُّ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ كَالتِّمْسَاحِ -

فَصْلٌ فِى التَّمْثِيْلِ وَهُوَ اَنْ يُّسْتَدَلَّ بِجُزْئِيٍّ عَلَى الْجُزْئِيِّ الْاٰخَرِ لِمُشَارَكَتِهِمَا فِىْ كُلِّيٍّ مُؤَثِّرٍ فِى الْحُكْمِ وَيُسَمّٰى فِىْ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ قِيَاسًا كَقَوْلِنَا الْعَالَمُ مُؤَلَّفٌ فَيَكُوْنُ حَادِثًا كَالْبَيْتِ -

---

সরল অনুবাদ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ اِسْتِقْرَاء-এর বর্ণনায়। এটা تَام হবে যদি এর সকল جُزْئِيَّات -এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করে সকল جُزْئِيَّات-এর ওপর হুকুম দেয়া হয়। এটা ব্যবহারে খুবই কম এবং نَاقِص হবে যদি অধিকাংশ جُزْئِيَّات-এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করে সকলের ওপর হুকুম হয়। যথা, আমাদের উক্তি— كُلُّ حَيَوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَضْغِ অর্থাৎ, প্রতিটি প্রাণী চিবানোর সময় তার নিচের মাড়ি নড়াচড়া করে। কেননা মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী এবং হিংস্র প্রাণী সকলেই এরূপ। আর এটা يَقِيْن -এর ফায়দা দেয় না, এ সম্ভাবনা থাকার কারণে যে, সকল প্রাণী এ গুণের সাথে সম্পৃক্ত নাও হতে পারে। কুমীরের ন্যায়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ تَمْثِيْل-এর বর্ণনায়। দুই جُزْئِى-এর একটি দ্বারা প্রমাণ করে অন্যটির ওপর হুকুম দেয়া। কেননা, উভয় جُزْئِى এমন একটি كُلِّى -এর মধ্যে শরিক যে উক্ত হুকুমের বেলায় কার্যকর। فُقَهَاء كِرَام -এর পরিভাষায় এ تَمْثِيْل-কে قِيَاس বলা হয়। যথা– اَلْعَالَمُ مُؤَلَّفٌ -এর نَتِيْجَة (ফলাফল) হলো اَلْعَالَمُ حَادِثٌ কেননা, বলা হয়ে থাকে اَلْبَيْتُ مُؤَلَّفٌ وَكُلُّ مُؤَلَّفٍ حَادِثٌ فَالْبَيْتُ حَادِثٌ, যে

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِسْتِقْرَاء -এর পরিচয় ঃ اَلْاِسْتِقْرَاء শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَال -এর মাসদার। এর অর্থ হলো– পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করা। পরিভাষায় اِسْتِقْرَاء বলা হয় কোন كُلِّى -এর অধিকাংশ جُزْئِى বা সমস্ত جُزْئِى -এর ওপর অনুসন্ধান করার পর উক্ত পূর্ণ كُلِّى -এর ওপর হুকুম আরোপ করা।

اِسْتِقْرَاء -এর প্রকারভেদ ঃ اِسْتِقْرَاء টা দু'প্রকার ঃ (১) اِسْتِقْرَاء تَام (২) اِسْتِقْرَاء نَاقِص

اِسْتِقْرَاء تَام -এর পরিচয় ঃ কোন كُلِّى-এর সমস্ত جُزْئِيَّات -এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করে যদি সকল جُزْئِيَّات -এর ওপর হুকুম দেয়া হয়, তবে তাকে اِسْتِقْرَاء تَام বলা হবে। যথা–

كُلُّ جِسْمٍ حَيَوَانٌ اَوْ نَبَاتٌ اَوْ جَمَادٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُتَحَيِّزٌ فَيَنْتَجُ اَنَّ كُلَّ جِسْمٍ مُتَحَيِّزٌ

نَاقِص اِسْتِقْرَاء-এর পরিচয় ঃ আর যদি কোন كُلِّي -এর অধিকাংশ جُزْئِيَات -এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করত সকল جُزْئِيَات -এর ওপর হুকুম দেয়া হয়, তবে তাকে اِسْتِقْرَاء نَاقِص বলা হবে। যথা—
كُلُّ حَيَوَانٍ يحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَضْغِ

এ প্রকারের হুকুম ঃ اِسْتِقْرَاء-এর এ প্রকারটি يَقِيْن-এর ফায়দা দেয় না। কেননা, সকল প্রাণীই চাবানোর সময় নিচের মাড়ি নড়াচড়া করে না। যথা– কুমীর। উহা চাবানোর সময় ওপরের মাড়ি নড়াচড়া করে।

اَلتَّمْثِيْل-এর পরিচয় ঃ اَلتَّمْثِيْل শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার। এর অর্থ হলো– উপমা দেয়া, তুলনা করা, দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা। একটি جُزْئِي বা এককের মধ্যে একটি হুকুম পাওয়া গেলে সে হুকুমটিকে অপর جُزْئِي বা এককের মধ্যেও প্রয়োগ করা এমন বিষয়ের দরুন যা উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। আর হুকুম প্রদানের এ পদ্ধতিকেই تَمْثِيْل বলা হয়। যথা –اَلْبَيْتُ حَادِثٌ ; اَلْبَيْتُ এখানে একটি جُزْئِي বা একক। এর حَادِث হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর اَلْبَيْت যৌগিক। আর এ যৌগিক হওয়ার বিষয়টি যেহেতু اَلْعَالَم -এর মধ্যেও বিদ্যমান, কাজেই বলা হবে— اَلْعَالَمُ حَادِثٌ আর এটা হলো تَمْثِيْل

فَصْلٌ فِى الْبُرْهَانِ وَهُوَ اِمَّا لِمِّيٌّ وَهُوَ الَّذِىْ يَكُوْنُ الْحَدُّ الْاَوْسَطُ فِيْهِ عِلَّةً لِلنِّسْبَةِ فِى الذِّهْنِ وَالْخَارِجِ كَقَوْلِنَا هٰذَا مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ وَكُلُّ مُتَعَفِّنِ الْاَخْلَاطِ مَحْمُوْمٌ اَوْ اِنِّيٌّ وَهُوَ الَّذِىْ يَكُوْنُ الْحَدُّ الْاَوْسَطُ فِيْهِ عِلَّةً لِلنِّسْبَةِ فِى الذِّهْنِ فَقَطْ كَقَوْلِنَا هٰذَا مَحْمُوْمٌ وَكُلُّ مَحْمُوْمٍ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ فَهٰذَا مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ –

সরল অনুবাদ ঃ উনিশতম পরিচ্ছেদ ঃ بُرْهَان-এর বর্ণনায়। بُرْهَان হয়তো لِمِّي হবে। بُرْهَان لِمِّي ঐ بُرْهَان-কে বলে যার মধ্যে حَدّ اَوْسَط সম্পর্ক তথা نِسْبَت -এর জন্য ذِهْن ও خَارِج উভয় স্থানে কারণ হবে। যথা –هٰذَا مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ وَكُلُّ مُتَعَفِّنِ الْاَخْلَاطِ مَحْمُوْمٌ অর্থাৎ, এর স্বভাব পরিবর্তিত আর প্রত্যেক স্বভাব পরিবর্তিত বিষয়ই জ্বরে আক্রান্ত হয়। ইহার نَتِيْجَة বা ফল হলো هٰذَا مَحْمُوْم ইহা জ্বরাক্রান্ত। অথবা بُرْهَان اِنِّي ঐ بُرْهَان-কে বলে যার মধ্যে حَدّ اَوْسَط টি نِسْبَت সম্পর্কের জন্য কারণ হবে শুধু ذهن -এর মধ্যে। যথা, আমাদের উক্তি— هٰذَا مَحْمُوْمٌ وَكُلُّ مَحْمُوْمٍ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ فَهٰذَا مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ অর্থাৎ, ইহা জ্বরাক্রান্ত আর প্রত্যেক জ্বরাক্রান্তই স্বভাব পরিবর্তিত, সুতরাং ইহা স্বভাব পরিবর্তিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بُرْهَان-এর পরিচয় ঃ প্রকাশ থাকে যে, "بُرْهَانٌ" শব্দটি একবচন ; এর বহুবচন হলো"بَرَاهِيْنُ"। এর অর্থ হলো– প্রমাণ বা দলিল। যেমন, আল্লাহ পাক বলেন—

"يَآ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ"

إِنَّ الْبُرْهَانَ قِيَاسٌ مُؤَلَّفٌ مِنَ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় প্রণেতা বলেন —بُرْهَان مُرَكَّبَات الْيَقِينِيَّاتِ بَدِيْهِيَّةٌ كَانَتْ أَوْ نَظَرِيَّةٌ مُنْتَهِيَةٌ إِلَيْهَا অর্থাৎ, বুরহান এমন একটি কিয়াস যা বিশ্বাস দ্বারা গঠিত; চাই সেটা "بَدِيْهِيَّة" হোক বা "نَظَرِيَّة" হোক, যেগুলো "بَدِيْهِيَّة"-এর প্রান্তসীমায় পৌছে দেয়। بُرْهَان মূলত এমন কিয়াস যেগুলো অকাট্য ও প্রত্যয়দৃপ্ত।

بُرْهَان-এর প্রকারভেদ ঃ মীযানুল মানতিক প্রণেতা "بُرْهَان"-কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা— (১) بُرْهَان لِمِّى (বুরহানে লিম্মি)। (২) بُرْهَان إِنِّى (বুরহানে ইন্নি)।

بُرْهَان لِمِّى-এর পরিচয় ঃ আমাদের গ্রন্থকার বলেন — هُوَ الَّذِىْ يَكُوْنُ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ فِيْهِ حَدٌّ أَوْسَطُ عِلَّةً لِلنِّسْبَةِ فِى الذِّهْنِ وَالْخَارِجِ অর্থাৎ, ঐ بُرْهَان لِمِّى-কে বলে যার মধ্যে بُرْهَان সম্পর্কে তথা نِسْبَة-এর জন্য ذِهْن ও خَارِج উভয়স্থানে "عِلَّة" বা কারণ হবে। যথা– هٰذَا مُتَعَفِّنٌ الْأَخْلَاطِ وَكُلُّ مُتَعَفِّنِ الْأَخْلَاطِ مَحْمُوْمٌ فَهٰذَا مَحْمُوْمٌ অর্থাৎ, এটার স্বভাব পরিবর্তিত; আর প্রত্যেক স্বভাব পরিবর্তিত বিষয়ই জ্বরে আক্রান্ত হয়। এখানে এর نَتِيْجَة বা ফলাফল হলো "هٰذَا مَحْمُوْمٌ" - ইহা জ্বরে আক্রান্ত।

بُرْهَان لِمِّى বলার কারণ ঃ কেননা بُرْهَان দ্বারা لِمِّيَّت তথা عِلِّيَّت (কারণ)-এর ফায়দা অর্জিত হয়। আর لِمِّيَّت-এর ফায়দা অর্জিত হওয়ার কারণে একে بُرْهَان لِمِّى বলা হয়। যেমন— উপরোক্ত উদাহরণে "هٰذَا مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ" একটি "مُقَدِّمَة" অর্থাৎ, قَضِيَّة-এর মধ্যকার "كُبْرٰى"-এর পর আরেকটি "مُقَدِّمَة" হলো "صُغْرٰى"; এরপর উভয় "مقدمة"-কে একত্র করে হুকুম দেয়া হয়েছে। "فَهٰذَا مَحْمُوْمٌ" অর্থাৎ, লোকটির "طَبِيْعَة" -এর উষ্ণতা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব তার জ্বর হয়েছে।

بُرْهَان إِنِّى-এর পরিচয় ঃ মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন— هُوَ الَّذِىْ يَكُوْنُ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ فِيْهِ عِلَّةً لِلنِّسْبَةِ فِى الذِّهْنِ فَقَطْ حَدٌّ أَوْسَطُ অর্থাৎ, ঐ بُرْهَان إِنِّى-কে বলে যার মধ্যে صُغْرٰى টি এবং كُبْرٰى -এর মধ্যকার نِسْبَة বা সম্পর্কের জন্য শুধু ذِهْن-এর মধ্যে ইল্লত বা কারণ হবে। যথা– هٰذَا مَحْمُوْمٌ وَكُلُّ مَحْمُوْمٍ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ فَهٰذَا مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ অর্থাৎ, ইহা জ্বরে আক্রান্ত আর প্রত্যেক জ্বরে আক্রান্ত (ব্যক্তিই) স্বভাব পরিবর্তিত, সুতরাং ইহা স্বভাব পরিবর্তিত।

উপরোক্ত উদাহরণের দু'টি অংশ صُغْرٰى এবং كُبْرٰى-এর ফলাফল হচ্ছে "فَهٰذَا مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاطِ" অর্থাৎ, ইহা স্বভাব পরিবর্তিত। যার কারণ শুধু অন্তর-এর মধ্যে।

اَلتَّمْرِيْنُ – অনুশীলনী

১। تَنَاقُض -এর পরিচয় দাও। تَنَاقُض -এর শর্তগুলো কি কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

২। عَكْس مُسْتَوِى -এর সংজ্ঞা দাও এবং উহার গঠন পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

৩। عَكْس نَقِيْض কাকে বলে? এর মধ্যে مُتَقَدِّمِيْن ও مُتَاخِّرِيْن-এর মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৪। قِيَاس কাকে বলে? উহার প্রকারভেদসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

৫। حَدّ اَصْغَر ، مُقَدِّمَة ও شَكْل-এর পরিচয় দিয়ে شَكْل-এর প্রকারসমূহ সুবিন্যস্ত আকারে বিশ্লেষণ কর।

৬। اِسْتِقْرَاء কাকে বলে এবং উহা কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের বিশ্লেষণ কর।

৭। اَلتَّمْثِيْل -এর সংজ্ঞা দাও এবং اَلتَّمْثِيْل-কে فُقَهَاء كِرَام-এর ভাষায় কি বলা হয় বর্ণনা কর।

৮। اَلْبُرْهَان -এর পরিচয় দাও। উহা কত প্রকার ও কি কি বিস্তারিত বিরবণ দাও।

এককথায়/ একবাক্যে সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর

১. প্রঃ মানতিক শাস্ত্রের প্রথম জনক কে?
উঃ আরাস্তাতালিস।

২. প্রঃ মানতিক শাস্ত্রের مُعَلِّم ثَانِى ও مُعَلِّم ثَالِث কে কে?
উঃ যথাক্রমে ফারাবী ও আবূ আলী ইবনে সিনা।

৩. প্রঃ আরাস্তাতালিস কার নির্দেশে মানতিক শাস্ত্রের নীতিমালা একত্রিত করেন?
উঃ ইস্কান্দার রূমীর।

৪. প্রঃ عِلْم কত প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

৫. প্রঃ গঠনগতভাবে কোন্ ইলম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত?
উঃ تَصَوُّر

৬. প্রঃ দু'প্রকার عِلْم-এর নাম কি?
উঃ تَصْدِيق ও تَصَوُّر

৭. প্রঃ دَلَالَت শব্দের অর্থ কি?
উঃ পথ প্রদর্শন।

৮. প্রঃ دَلَالَت تَضَمُّنِى-এর একটি উদাহরণ দাও।
উঃ اِنْسَان দ্বারা শুধু حَيَوَان বা نَاطِق-এর অর্থ প্রকাশ করা।

৯. প্রঃ دَلَالَت لَفْظِيَّة وَضْعِيَّة কত প্রকার?
উঃ তিন প্রকার।

১০. প্রঃ دَلَالَت مُطَابِقِى কত প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

১১. প্রঃ যদি একাধিক শব্দের অর্থ এক হয় তাকে কি বলে?
উঃ مُرَادِف শব্দ।

১২. প্রঃ مُشْتَرِك এবং مَنْقُول শব্দের একটি করে উদাহরণ দাও।
উঃ عَيْن এবং صَلٰوة

১৩. প্রঃ যে مُفْرَد একটি অর্থ বুঝায় উহা কত প্রকার?
উঃ তিন প্রকার।

১৪. প্রঃ একাধিক অর্থ প্রদানকারী مُفْرَد কত প্রকার?
উঃ চার প্রকার।

১৫. প্রঃ দালালত কত প্রকার ও কি কি?
উঃ দু'প্রকার ঃ لَفْظِى ও غَيْر لَفْظِى

১৬. প্রঃ তাসাওর কয় প্রকার ও কি কি?
উঃ দু'প্রকার ঃ নযরী ও বদীহী।

১৭. প্রঃ মুফরাদ কত প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

১৮. প্রঃ মুফরাদ শব্দের অর্থ কি?
উঃ যার শব্দের অংশ উদ্দেশ্যমূলক অর্থের অংশ বুঝায় না।

১৯. প্রঃ دَلَالَت مُطَابِقِى-এর প্রকারদ্বয় কি কি?
উঃ مُرَكَّب ও مُفْرَد

২০. প্রঃ মীযানুল মানতিকের লেখক কে?
উঃ মাওঃ আনোয়ারুল ফাহেমী।

২১. প্রঃ মানতিক শব্দের অর্থ কি?
উঃ কথা বলার স্থান বা কাল।

২২. প্রঃ ১. عِلْم ২. مُتَوَاطِى ৩. مُشَكِّك এগুলো কি?
উঃ এক অর্থ প্রকাশক مُفْرَد-এর প্রকার।

২৩. প্রঃ মীযান শব্দের অর্থ কি?
উঃ পাল্লা।

২৪. প্রঃ তাসাব্বুর ও তাসদীক কাকে বলে?
উঃ হুকুমবিহীন জ্ঞানকে ও হুকুমসম্পন্ন জ্ঞানকে বলে।

২৫. প্রঃ ইলম কাকে বলে?
উঃ কোন বস্তুর আকৃতি মনে আসা।

২৬. প্রঃ مُشْتَرَك -এর একটি উদাহরণ দাও।
উঃ عَيْن

২৭. প্রঃ حَقِيْقَة -এর একটি উদাহরণ দাও।
উঃ اَسَد – হিংস প্রাণী।

২৮. প্রঃ مَجَاز -এর একটি উদাহরণ দাও।
উঃ اَسَد – সাহসী ব্যক্তি হিসেবে।

২৯. প্রঃ مَنْقُوْل -এর একটি উদাহরণ দাও।
উঃ صَلٰوة

৩০. প্রঃ مَنْقُوْل কত প্রকার?
উঃ তিন প্রকার।

৩১. প্রঃ مُرَكَّب تَقْيِيْدِى কাকে বলে?
উঃ যে বাক্যে প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশের জন্য কয়েদ হবে।

৩২. প্রঃ مُرَكَّب শব্দের অর্থ কি?
উঃ যৌগিক শব্দ।

৩৩. প্রঃ مُرَكَّب غَيْر تَقْيِيْدِى কাকে বলে?
উঃ যে বাক্যে প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশের জন্য কয়েদ হবে না।

৩৪. প্রঃ একই অর্থ প্রকাশক দু'টি শব্দ লিখ।
উঃ اَلْاَسَدُ ও اَلْغَيْثُ এবং اَلْمَطَرُ ও اَللَّيْثُ

৩৫. প্রঃ ১. مُشْتَرَك ২. مَنْقُوْل ৩. حَقِيْقَة ৪. مَجَاز এগুলো কি একাধিক অর্থ প্রকাশক مُفْرَد -এর প্রকার?
উঃ হাঁ।

৩৬. প্রঃ دَابَّة শব্দটি কোন্ শ্রেণীর مَنْقُوْل -এর অন্তর্ভুক্ত?
উঃ مَنْقُوْل عُرْفِى

৩৭. প্রঃ مُرَكَّب কত প্রকার ও কি কি?
উঃ দু'প্রকার ঃ غَيْر تَام ও تَام

৩৮. প্রঃ مَنْقُوْل -এর প্রকারগুলোর নাম লিখ।
উঃ عُرْفِى ، شَرْعِى ، اِصْطِلَاحِى

৩৯. প্রঃ مُرَكَّب غَيْر تَام কাকে বলে?
উঃ যাতে জিজ্ঞাসার অবকাশ থাকে।

৪০. প্রঃ مُشْتَرَك কাকে বলে?
উঃ শব্দকে একাধিক অর্থের জন্য সমভাবে প্রণীত করা এবং সকল অর্থে বিনা তারতম্যে সমভাবে ব্যবহার করা।

৪১. প্রঃ مُرَكَّب تَام কাকে বলে?
উঃ যা জিজ্ঞাসার অবকাশ রাখে না।

৪২. প্রঃ مَنْقُوْل عُرْفِى কাকে বলে?
উঃ যদি نَاقِل বা স্থানান্তরকারী ওরফ তথা সাধারণ পরিভাষা হয়।

৪৩. প্রঃ مَنْقُوْل শব্দের শাব্দিক অর্থ কি?
উঃ স্থানান্তরিত।

৪৪. প্রঃ مَنْقُوْل شَرْعِى কাকে বলে?
উঃ نَاقِل বা স্থানান্তরকারী যদি আহলে শরা' হয়।

৪৫. প্রঃ مَنْقُوْل اِصْطِلَاحِى -এর একটি উদাহরণ পেশ কর।
উঃ اِسْم

৪৬. প্রঃ كُلِّى -এর প্রকারসমূহ বর্ণনা কর।
উঃ ১. جِنْس ২. نَوْع ৩. فَصْل ৪. خَاصَّة ৫. عَرَض عَام

৪৭. প্রঃ كُلِّى কত প্রকার?
উঃ পাঁচ প্রকার।

৪৮. প্রঃ حَيَوَان কোন্ শ্রেণীর كُلِّى?
উঃ جِنْس

৪৯. প্রঃ جِنْس কত প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

৫০. প্রঃ نَوْع ও فَصْل -এর একটি করে উদাহরণ দাও।
উঃ যথাক্রমে نَاطِق ও اِنْسَان

৫১ প্রঃ ضَاحِك এবং كَاتِب কোন্ প্রকারের كُلِّى?
উঃ خَاصَّة

৫২. প্রঃ فَصْل এবং عَرَض عَام-এর একটি করে উদাহরণ লিখ।
উঃ مَاشِى ও نَاطِق

৫৩. প্রঃ مَفْهُوْم কত প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

৫৪. প্রঃ مَفْهُوْم -এর প্রকারদ্বয় লিখ।
উঃ ১. كُلِّى ২. جُزْئِى

৫৫. প্রঃ جزئى -এর দু'টি উদাহরণ লিখ।
উঃ غَنَم ও زَيْد

৫৬. প্রঃ جِنْس بَعِيْد ও جِنْس قَرِيْب-এর উদাহরণ দাও।
উঃ اَلْجِسْمُ النَّامِى ও اَلْحَيَوَان

৫৭. প্রঃ فَصْل -এর প্রকারদ্বয় উল্লেখ কর।
উঃ ১. فَصْل قَرِيْب ২. فَصْل بَعِيْد

৫৮. প্রঃ فَصْل কত প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

৫৯. প্রঃ نَوْع কোন كُلِّى -কে বলে?
উঃ যা এক হাকীকত বিশিষ্ট অনেক বস্তুকে বুঝায়।

৬০. প্রঃ جِنْس কুল্লি-এর সংজ্ঞা লিখ।
উঃ যা একাধিক হাকীকত বিশিষ্ট অনেক বস্তু বুঝায়।

৬১. প্রঃ نَوْع -এর প্রকারদ্বয় বর্ণনা কর।
উঃ نَوْع اِضَافِى ও نَوْع حَقِيْقِى

৬২. প্রঃ فَصْل কাকে বলে?
উঃ যা একাধিক হাকীকত বিশিষ্ট كُلِّى হতে কোন এক হাকীকত বিশিষ্ট বস্তুকে পৃথক করে।

৬৩. প্রঃ فَصْل কোন্ ধরনের প্রশ্নের জবাবে বলা হয়?
উঃ اَىُّ شَىْءٍ هُوَ فِىْ ذَاتِهٖ প্রশ্নের জবাবে।

৬৪. প্রঃ جِنْس ও نَوْع কি ধরনের প্রশ্নের জবাবে বলা হয়?
উঃ مَاهُوَ فِىْ ذَاتِهٖ প্রশ্নের জবাবে।

৬৫. প্রঃ لَازِم কত প্রকার ও কি কি?
উঃ দু'প্রকার ঃ ১. لَازِم بَيِّن ২. لَازِم غَيْر بَيِّن অথবা, ১. لَازِم لِلْوُجُوْدِ ২. لَازِمٌ لِلْمَاهِيَّةِ

৬৬. প্রঃ لَازِمٌ لِلْوُجُوْدِ -এর উদাহরণ দাও।
উঃ اَلسَّوَادُ لِلْحَبْشِى (নিগ্রোদের জন্য কালো রং)।

৬৭. প্রঃ اَلزَّوْجِيَّةُ لِلْاِثْنَيْنِ (দু'য়ের জন্য জোড়া হওয়া) কোন প্রকার لَازِم -এর উদাহরণ?
উঃ لَازِمٌ لِلْمَاهِيَةِ -এর উদাহরণ।

৬৮. প্রঃ لَازِم غَيْر بَيِّن -এর একটি উদাহরণ লিখ।
উঃ اَلْعَالَمُ حَادِثٌ (পৃথিবী নশ্বর)।

৬৯. প্রঃ اَلْفَرْدِيَّةُ لِلْوَاحِدِ (এক এর জন্য বেজোড় হওয়া) কোন لَازِم?
প্রঃ لَازِم بَيِّن

৭০. প্রঃ عَرَض مُفَارِق কত প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

৭১. প্রঃ صُفْرَةُ الرَّجُلِ (ভয়ের কারণে চেহারা হলুদ বর্ণ) عَرَض مُفَارِق -এর কোন প্রকারের উদাহরণ?
উঃ سَرِيْع الزَّوَالِ -এর।

৭২. প্রঃ بَطِيْئُ الزَّوَالِ ও سَرِيْعُ الزَّوَالِ -এর উদাহরণ দাও।
উঃ حُمْرَةُ الْخَجَلِ (লজ্জার কারণে চেহারার লালিমা), اَلْعِشْق (প্রেমিকের প্রেম)।

৭৩. প্রঃ نَوْع اِضَافِى কত প্রকার?
উঃ চার প্রকার।

৭৪. প্রঃ দোয়া ককে বলে?
উঃ বিনয়ের সাথে কিছু চাওয়া।

৭৫. প্রঃ مُرَكَّب تَام কত প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

৭৬. প্রঃ اَمْر কাকে বলে?
উঃ নিজেকে বড় জেনে কিছু চাওয়া।

৭৭. প্রঃ دُعَاء -এর অপর নাম কি?
উঃ سُؤَال

৭৮. প্রঃ اَمْر -এর একটি উদাহরণ লিখ।
উঃ اُسْكُتْ — চুপ থাক।

৭৯. প্রঃ সমপর্যায়ের একে অন্যের থেকে কিছু চাওয়াকে কি বলে?
উঃ اِلْتِمَاس বা আবেদন।

৮০. প্রঃ দু'কুল্লির মধ্যকার نِسْبَت কয়টি?
উঃ চারটি।

৮১. প্রঃ جُزْئِى কাকে বলে?
উঃ যার মাঝে অংশীদারিত্ব থাকে না বা যা নির্দিষ্ট কোন কিছুকে বুঝায়।

৮২. প্রঃ ১. تَسَاوِى ২. تَبَايُن ৩. عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق ৪. عُمُوْم خُصُوْص مِنْ وَجْهٍ এগুলো কি দুই كُلِّى -এর মধ্যকার نِسْبَت?
উঃ হাঁ।

৮৩. প্রঃ نِسْبَت تَبَايُن-এর উদাহরণ পেশ কর।
উঃ حَيَوَان ও شَجَر -এর মধ্যকার সম্পর্ক।

৮৪. প্রঃ جُزْئِى কত প্রকার ও কি কি?
উঃ দু'প্রকার ঃ ১. جُزْئِى حَقِيْقِى ২. جُزْئِى اِضَافِى

৮৫. প্রঃ اِنْسَان এবং حَيَوَان কুল্লিদ্বয়ের মধ্যকার نِسْبَت উল্লেখ কর।
উঃ عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق

৮৬. প্রঃ جُزْئِى اِضَافِى ও جُزْئِى حَقِيْقِى -এর মধ্যে কোন্ نِسْبَت হয়েছে?
উঃ عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق

৮৭. প্রঃ كُلِّى প্রথমত কয় প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

৮৮. প্রঃ نَوْع কত প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

৮৯. প্রঃ كُلِّى -এর প্রকারদ্বয় বর্ণনা কর।
উঃ ذَاتِى ও عَرْضِى

৯০. প্রঃ نِسْبَت تَسَاوِى কাকে বলে?
উঃ এক كُلِّى অপর কুল্লির ওপর পরিপূর্ণভাবে সাদেক হওয়া।

৯১. প্রঃ لَازِم কাকে বলে?
উঃ যে কুল্লি কোন বিরল হাকীকত হতে বহির্ভূত হয়েও কুল্লিটি হাকীকত হতে উৎপন্ন হওয়া নিষিদ্ধ।

৯২. প্রঃ نِسْبَت تَبَايُن কাকে বলে?
উঃ দু'কুল্লির একটি অপরটির ওপর মোটেও সাদেক না হওয়া।

৯৩. প্রঃ بَيْن কাকে বলে?
উঃ কোন বস্তু কোন স্থানে অবস্থানের কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে বুঝায়।

৯৪. প্রঃ فِعْل কাকে বলে?
উঃ কোন বস্তুর মধ্যে কর্তার ক্রিয়া করা।

৯৫. প্রঃ আরাস্তাতালিস কার পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন?
উঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর।

৯৬. প্রঃ যার দ্বারা কোন বিষয়কে জানা ও বুঝা যায় তাকে কি বলে?
উঃ ذِهْن

৯৭. প্রঃ আরাস্তাতালিসকে কি উপাধি দেয়া হয়?
উঃ مُعَلِّم اَوَّل

৯৮. প্রঃ আরাস্তাতালিসের মান্‌তিক শাস্ত্রের নীতিমালাগুলোর যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কে সুন্দর সাজে সজ্জিত করেন?
উঃ দার্শনিক ফারাবী।

৯৯. প্রঃ مُرَكَّب কয় প্রকার ও কি কি?
উঃ দু'প্রকার ঃ مُرَكَّب تَام ও مُرَكَّب غَيْر تَام

১০০. প্রঃ نَوْع عَالِى এবং نَوْع سَافِل -এর উদাহরণ দাও।
উঃ اَلْجِسْم ও اَلْاِنْسَان

১০১. প্রঃ ১. نَوْع عَالِى ২. نَوْع سَافِل ৩. نَوْع مُتَوَسِّط ৪. نَوْع مُتَبَائِن لِلْكُلِّ বা نَوْع مُفْرَد এগুলো কিসের প্রকার?
উঃ نَوْع اِضَافِى -এর।

১০২. প্রঃ نَوْعٌ مُتَبَايِنٌ لِلْكُلِّ -এর অপর নাম কি?
উঃ مُفْرَد

১০৩. প্রঃ ১. جِنْس عَالِى ২. جِنْس سَافِل ৩. جِنْس مُتَوَسِّط ৪. جِنْس مُفْرَد এগুলো কি مَرَاتِبُ الْاَجْنَاسِ ?
উঃ হাঁ।

১০৪. প্রঃ نَوْع حَقِيْقِى এবং نَوْع اِضَافِى -এর মধ্যকার نِسْبَت কি?
উঃ عُمُوْم خُصُوْص مِنْ وَجْهٍ

১০৫. প্রঃ جِنْس عَالِى -এর অপর নাম কি?
উঃ جِنْسُ الْاَجْنَاسِ

১০৬. প্রঃ جِنْس مُفْرَد এবং جِنْس عَالِى -এর উদাহরণ পেশ কর।
উঃ اَلْجَوْهَرُ ও اَلْعَقْلُ

১০৭. প্রঃ جِنْس مُفْرَد ও جِنْس مُتَوَسِّط -এর উদাহরণ দাও।
উঃ اَلْجِسْمُ النَّامِى ও اَلْحَيَوَان

১০৮. প্রঃ خَاصَّة কত প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

১০৯. প্রঃ مُعَرِّف কত প্রকার?
উঃ চার প্রকার।

১১০. প্রঃ مُعَرِّف শব্দের অর্থ কি?
উঃ পরিচয় দানকারী।

১১১. প্রঃ ১. حَدّ تَام ২. حَدّ نَاقِص ৩. رَسْم تَام ৪. رَسْم نَاقِص এগুলো কি مُعَرِّف-এর প্রকার?
উঃ হাঁ।

১১২. প্রঃ حَدّ تَام -এর উদাহরণ দাও।
উঃ اِنْسَان -এর সংজ্ঞা حَيَوَان نَاطِق দ্বারা।

১১৩. প্রঃ حَدّ تَام কি দ্বারা গঠিত হয়?
উঃ جِنْس قَرِيْب ও فَصْل قَرِيْب দ্বারা।

১১৪. প্রঃ مُشْتَرِك কাকে বলে?
উঃ যে শব্দ বহু অর্থের জন্য সমভাবে গঠন করা হয়।

১১৫. প্রঃ اِسْم مُفْرَد কত প্রকার ও কি কি?
উঃ তিন প্রকার ঃ عَلَم، مُتَوَاطِى، مُشَكِّك

১১৬. প্রঃ جِنْس سَافِل -এর অপর নাম কি?
উঃ جِنْس قَرِيْب

১১৭. প্রঃ فَصْل قَرِيْب ও جِنْس بَعِيْد অথবা শুধু فَصْل قَرِيْب দ্বারা যে مُعَرِّف হয় তার নাম কি?
উঃ حَدّ نَاقِص

১১৮. প্রঃ جِنْس سَافِل-এর একটি উদাহরণ দাও।
উঃ حَيَوَان

১১৯. প্রঃ حَدّ نَاقِص -এর উদাহরণ দাও।
উঃ جِسْم نَاطِق -এর দ্বারা অথবা শুধু نَاطِق দ্বারা। اِنْسَان -এর সংজ্ঞা

১২০. প্রঃ فَصْل قَرِيْب কাকে বলে?
উঃ যা جِنْس قَرِيْب-এর مُشَارِكَات হতে এক হাকীকত বিশিষ্ট বস্তুকে পৃথক করে।

১২১. প্রঃ رَسْم تَام কি দ্বারা গঠিত হয়?
উঃ جِنْس قَرِيْب ও خَاصَّة দ্বারা।

১২২. প্রঃ فَصْل قَرِيْب-এর একটি উদাহরণ দাও।
উঃ حَيَوَان ضَاحِك

১২৩. প্রঃ لَازِم بَيِّن -এর প্রকারগুলো কি কি?
উঃ ১. لَازِم بِالْمَعْنَى الْاَخَصِّ ২. لَازِم بِالْمَعْنَى الْاَعَمِّ

১২৪. প্রঃ لَازِم بَيِّن কত প্রকার?
উঃ দু'প্রকার।

১২৫. প্রঃ خَاصَّة কাকে বলে?
উঃ যে كُلِّى এক حَقِيْقَة-এর اَفْرَاد -এর ওপর অস্থায়িভাবে প্রযোজ্য হয়।

১২৬. প্রঃ خَاصَّة-এর সংজ্ঞার মধ্যে صِدْقًا عَرَضِيًّا কয়েদ কেন বাড়ানো হয়েছে?
উঃ فَصْل ও نَوْع থেকে বের করার জন্য।

১২৭. প্রঃ خَاصَّة -এর প্রকারদ্বয় কি কি?
উঃ خَاصَّة غَيْر مُطْلَقَة ও خَاصَّة مُطْلَقَة

১২৮. প্রঃ مَاشِى কিসের উদাহরণ?

উঃ عَرْض عَام

১৩০. প্রঃ رَسْم تَام -এর উদাহরণ দাও।

উঃ اِنْسَان-এর সংজ্ঞা حَيَوَان ضَاحِك দ্বারা।

১৩১. প্রঃ رَسْم نَاقِص -এর উদাহরণ পেশ কর।

উঃ اِنْسَان -এর সংজ্ঞা শুধু ضَاحِك দ্বারা, অথবা جِسْم ضَاحِك দ্বারা।

১৩২. প্রঃ শুধু خَاصَّة দ্বারা বা جِنْس بَعِيْد দ্বারা যে مُعَرِّف হয় উহার নাম কি?

উঃ رَسْم نَاقِص

১৩৩. প্রঃ تَعْرِيْف কত প্রকার?

উঃ দু'প্রকার।

১৩৪. প্রঃ قَوْل -এর قَائِل -কে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায় তাকে কি বলে?

উঃ قَضِيَّة

১৩৫. প্রঃ قَضِيَّة شَرْطِيَّة কত প্রকার?

উঃ দু'প্রকার।

১৩৬. প্রঃ قَضِيَّة কত প্রকার?

উঃ দু'প্রকার।

১৩৭. প্রঃ قَضِيَّة شَرْطِيَّة -এর প্রকারদ্বয় লিখ।

উঃ ১. مُتَّصِلَة ২. مُنْفَصِلَة

১৩৮. প্রঃ قَضِيَّة شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة কত প্রকার?

উঃ তিন প্রকার।

১৩৯. প্রঃ যে قَضِيَّة -তে সত্য বা মিথ্যার হুকুম দেয়া হয় অপর বাক্যের ওপর নির্ভর করে তাকে কি বলে?

উঃ مُتَّصِلَة

১৪০. প্রঃ ১. حَقِيْقِيَّة ২. مَانِعَةُ الْجَمْعِ ৩. مَانِعَةُ الْخُلُوِّ এগুলো কি شَرْطِيَّة مُنْفَصِلَة-এর প্রকার?

উঃ হাঁ।

১৪১. প্রঃ مَانِعَةُ الْجَمْعِ -এর একটি উদাহরণ লিখ।

উঃ هٰذَا اِمَّا اِنْسَانٌ اَوْ فَرَسٌ

১৪২. প্রঃ قَضِيَّة شَرْطِيَّة -এর একটি উদাহরণ লিখ।

উঃ اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ

১৪৩. প্রঃ قَضِيَّة حَمْلِيَّة কয়টি অংশ দ্বারা গঠিত?

উঃ তিনটি।

১৪৪. প্রঃ مَوْضُوْع ও مَحْمُوْل-কে অন্য কথায় কি বলা হয়?

উঃ مَحْكُوْم ও مَحْكُوْم عَلَيْه

১৪৫. প্রঃ قَضِيَّة حَمْلِيَّة -এর অংশগুলো লিখ।

উঃ ১. مَوْضُوْع ২. مَحْمُوْل ৩. اَلنِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا

১৪৬. প্রঃ قَضِيَّة حَمْلِيَّة-কে কি رَابِطَة যুক্ত বলে?

উঃ ثُنَائِيَّة (ছানাইয়্যাহ্)।

১৪৭. প্রঃ قَضِيَّة حَمْلِيَّة উহ্য করা হলে তাকে কি বলে?

উঃ ثُنَائِيَّة (ছানাইয়্যাহ্)।

১৪৮. প্রঃ قَضِيَّة حَمْلِيَّة-এর مَوْضُوْع যদি شَخْص مُعَيَّن হয় তাকে কি বলে?

উঃ شَخْصِيَّة ও مَخْصُوْصَة

১৪৯. প্রঃ قَضِيَّة حَمْلِيَّة কত প্রকার?

উঃ দু'প্রকার।

১৫০. প্রঃ قَضِيَّة حَمْلِيَّة -এর مَوْضُوْع যদি كُلِّى হয় ও তাতে اَفْرَاد -এর পরিমাণ বর্ণিত হয় তবে তাকে কি বলা হয়?

উঃ مُسَوَّرَة ও مَحْصُوْرَة

১৫১. প্রঃ مَحْمُوْل বা مَوْضُوْع যদি حَرْف سَلْب -এর অংশ হয় অথবা উভয়টির অংশ হয় তবে তাকে কি বলা হয়?

উঃ مَعْدُوْلَة

১৫২. প্রঃ ১. شَخْصِيَّة ২. طَبْعِيَّة ৩. مَحْصُوْرَة ৪. مُهْمَلَة এগুলো مَوْضُوْع-এর প্রকৃতি অনুসারে قَضِيَّة حَمْلِيَّة -এর প্রকার?

উঃ হাঁ।

১৫৩. প্রঃ مَوْضُوْع -এর অস্তিত্ব বিচারে قَضِيَّة حَمْلِيَّة কত প্রকার?

উঃ তিন প্রকার।

১৫৪. প্রঃ مَوْضُوْع -এর প্রকৃতি বিচারে قَضِيَّة حَمْلِيَّة কত প্রকার।

উঃ চার প্রকার।

১৫৬. প্রঃ قَضِيَّة مَحْصُوْرَة কত প্রকার?

উঃ চার প্রকার।

১৫৭. প্রঃ ১. مُوْجِبَة كُلِّيَّة ২. مُوْجِبَة جُزْئِيَّة ৩. سَالِبَة كُلِّيَّة ৪. سَالِبَة جُزْئِيَّة এগুলো কি قَضِيَّة مَحْصُوْرَة -এর প্রকার?

উঃ হাঁ।

১৫৯. প্রঃ قَضِيَّة مُوَجَّهَة কত প্রকার?

উঃ দু'প্রকার।

১৬০. প্রঃ جُزْئِى اِضَافِى কাকে বলে?

উঃ যা বাস্তবে جُزْئِى নয়; কিন্তু অন্য كُلِّى -এর অধীনে হওয়ার কারণে جُزْئِى হয়েছে।

১৬১. প্রঃ قَضِيَّة بَسِيْطَة কত প্রকার?

উঃ ছয় প্রকার।

১৬২. প্রঃ اَيْن কাকে বলে?

উঃ কোন বস্তু কোন স্থানে অবস্থানের কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে اَيْن বলে।

১৬৩. প্রঃ عَرَض বলতে কি বুঝায়?

উঃ এমন جِنْس عَالِى যা অন্যের মাধ্যমে অস্তিত্বশীল।

১৬৪. প্রঃ جَوْهَر কাকে বলে?

উঃ সে جِنْس عَالِى-কে বলে, যা নিজেই আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম।

১৬৫. প্রঃ اِنْفِعَال কাকে বলে?

উঃ কোন বস্তুর কর্তার ক্রিয়াকে গ্রহণ করে নেয়া।

১৬৬. প্রঃ وَضْع কাকে বলে?

উঃ কোন বস্তু অংশমূহের সাথে সম্পর্কের কারণে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে وَضْع বলে।

১৬৭. প্রঃ اَجْنَاس عَالِيَة কত প্রকার?

উঃ দশ প্রকার।

১৬৮. প্রঃ মানতিক শব্দটির শব্দমূল কি?

উঃ نُطْق

১৬৯. প্রঃ عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَق -এর একটি উদাহরণ পেশ কর।

উঃ حَيَوَان ও غَنَم কুল্লিদ্বয়ের সম্পর্ক।

১৭০. প্রঃ مُعَرِّف শব্দটির অপর নাম কি?

উঃ قَوْل شَارِح

১৭১. প্রঃ جُزْئِى حَقِيْقِى -এর একটি উদাহরণ দাও।

উঃ زَيْد

১৭২. প্রঃ মানতিক শাস্ত্রের পরিভাষায় مُعَرِّف কাকে বলে?

উঃ জানা تَصَوُّر-কে তারতীব দিয়ে অজানা تَصَوُّر হাসিল করাকে।

১৭৩. প্রঃ مُعَرِّف -এর একটি উদাহরণ দাও।

উঃ حَيَوَان এবং نَاطِق -কে তারতীব দিয়ে اِنْسَان-কে জানা।

১৭৫. প্রঃ قَضِيَّة بَسِيْطَة -এর একটি প্রকার উল্লেখ কর।

উঃ ضَرُوْرِيَّة مُطْلَقَة

১৭৬. প্রঃ قَضِيَّة مُرَكَّبَة কত প্রকার?

উঃ সাত প্রকার।

১৭৭. প্রঃ مُمْكِنَة عَامَّة ، مُطْلَقَة عَامَّة এ দু'টি قَضِيَّة مُوَجَّهَة-এর কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত?

উঃ قَضِيَّة بَسِيْطَة-এর অন্তর্ভুক্ত।

১৭৮. প্রঃ قَضِيَّة مُرَكَّبَة -এর দু'টি প্রকার লিখ।

উঃ ১. شَرْطِيَّة خَاصَّة ২. عُرْفِيَّة خاصة

১৭৯. প্রঃ যদি قَضِيَّة তে تَالِى -এর বাস্তবায়ন مُقَدَّم -এর ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে তাকে কি বলে?

উঃ لُزُوْمِيَّة

১৮০. প্রঃ جُمْلَة شَرْطِيَّة -এর প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের নাম লিখ।

উঃ প্রথম অংশের নাম مُقَدَّم এবং দ্বিতীয় অংশের নাম تَالِى

১৮১. প্রঃ যদি قَضِيَّة তে تَالِى -এর বাস্তবায়ন ঘটনাচক্রে হয় তবে তাকে কি বলে?

উঃ قَضِيَّة اِتِّفَاقِيَّة

১৮২. প্রঃ قَضِيَّة اِتِّفَاقِيَّة -এর উদাহরণ লিখ।

উঃ اِنْ كَانَ الْاِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ

১৮৩. প্রঃ قَضِيَّة حَقِيْقِيَّة -এর উদাহরণ দাও।

উঃ هٰذَا الْعَدَدُ اِمَّا زَوْجٌ اَوْ فَرْدٌ

১৮৪. প্রঃ مَانِعَةُ الْخُلُوّ-এর একটি উদাহরণ দাও।

উঃ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ زَيْدٌ فِى الْبَحْرِ اَوْ لَايَغْرَقُ

১৮৫. প্রঃ مَانِعَةُ الْجَمْعِ -এর উদাহরণ পেশ কর।

উঃ هٰذَا الشَّئُ اِمَّا شَجَرٌ اَوْ حَجَرٌ

১৮৬. প্রঃ تَنَاقُض শব্দের অর্থ কি?

উঃ বৈপরীত্য।

১৮৭. প্রঃ ১. وَحْدَت مَوْضُوع ২. وَحْدَت مَحْمُوْل ৩. وَحْدَت شَرْط ৪. وَحْدَت زَمَان এ চারটি কিসের শর্ত?

উঃ تَنَاقُض -এর শর্ত।

১৮৮. প্রঃ تَنَاقُض -এর শর্ত কয়টি?

উঃ ৮টি।

১৮৯. প্রঃ قِيَاس-এর শাব্দিক অর্থ লিখ।

উঃ যুক্তি, প্রমাণ, দলিল।

১৯০. প্রঃ قِيَاس -এর প্রকারদ্বয় উল্লেখ কর।

উঃ ১. اِسْتِثْنَائِى ২. اِقْتِرَانِى

১৯১. প্রঃ قِيَاس কত প্রকার?

উঃ দু'প্রকার।

১৯২. প্রঃ قِيَاس اِقْتِرَانِى -এর উদাহরণ পেশ কর।

উঃ كُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَكُلُّ حَيَوَانٍ حَسَّاسٌ فَكُلُّ اِنْسَانٍ حَسَّاسٌ

১৯৩. প্রঃ قِيَاس اِقْتِرَانِى -এর মধ্যে نَتِيْجَة -এর مَحْمُوْل -কে কি বলা হয়?

উঃ اَكْبَر

১৯৪. প্রঃ قِيَاس اِقْتِرَانِى -এর মধ্যে نَتِيْجَة -এর مَوْضُوْع -কে কি বলা হয়?

উঃ اَصْغَر বলা হয়।

১৯৫. প্রঃ যে قَضِيَّة তে اَكْبَر পাওয়া যায় উহাকে কি বলা হয়?

উঃ صُغْرٰى

১৯৬. প্রঃ যে قَضِيَّة তে اَكْبَر পাওয়া যায় তার নাম কি?

উঃ كُبْرٰى

১৯৭. প্রঃ شَكْل কত প্রকার?

উঃ চার প্রকার।

১৯৮. প্রঃ যে অংশ اَكْبَر ও اَصْغَر -এর মধ্যে পুনঃ পুনঃ হয় উহার নাম লিখ।

উঃ حَدّ اَوْسَط

১৯৯. প্রঃ حَدّ اَوْسَط এবং كُبْرٰى ، صُغْرٰى -কে সাজানোর পর বাক্যের যে রূপ অর্জিত হয় তাকে কি বলে?।

উঃ شَكْل

২০০. প্রঃ مَحْمُوْل তে صُغْرٰى যদি حَدّ اَوْسَط হয় এবং كُبْرٰى তে مَوْضُوع হয় তাকে কি বলে?

উঃ شَكْل اَوَّل

২০১. প্রঃ صُغْرٰىটি حَدّ اَوْسَط তে شَكْل رَابِع -এর কি হবে।

উঃ مَوْضُوْع

২০২. প্রঃ حَدّ اَوْسَط তে شَكْل ثَانِى সুগরা এবং কুবরাতে কি হবে?

উঃ مَحْمُوْل

২০৩. প্রঃ شَكْل ثَالِث -এর উদাহরণ দাও।

উঃ كُلُّ اِنْسَانٍ نَاطِقٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ ضَاحِكٌ

২০৪. প্রঃ شَكْل ثَانِى -এর উদাহরণ দাও।

উঃ كُلُّ نَاطِقٍ اِنْسَانٌ وَلَاشَئَ مِنَ الْحَجَرِ بِاِنْسَانٍ

২০৫. প্রঃ شَكْل ثَانِى -এর শর্ত কি?

উঃ كَبْفِيَّة -এর বেলায় صُغْرٰى ও كُبْرٰى -এর মধ্যে একটি كُلِّيَّة হওয়া।

২০৬. প্রঃ شَكْل اَوَّل -এর শর্ত লিখ।

উঃ اِيْجَابُ الصُّغْرٰى وَ كُلِّيَّةُ الْكُبْرٰى (সুগরা مُوْجِبَة হওয়া এবং كُبْرٰى টি كُلِّيَّة হওয়া।)

২০৭. প্রঃ صُغْرٰى টি مُوْجِبَة হওয়া এবং صُغْرٰى ও كُبْرٰى -এর মধ্যে একটি كُلِّى হওয়া এটা কোন্ شَكْل -এর শর্ত?

উঃ شَكْل ثَالِث -এর শর্ত।

২০৮. প্রঃ اِسْتِقْرَاء কত প্রকার?

উঃ দু'প্রকার।

২০৯. প্রঃ কোন্ شَكْل -এর ব্যবহার নেই?

উঃ شَكْل رَابِع -এর।

২১০. প্রঃ اِسْتِقْرَاء -এর প্রকারদ্বয় উল্লেখ কর?

উঃ ১. تَام ও ২. نَاقِص

২১১. প্রঃ رَابِطَة কাকে বলে?

উঃ مَحْكُوم بِه ও مَحْكُوم عَلَيْه -এর মাঝের সম্পর্ক নির্দেশকারী শব্দকে।

২১২. প্রঃ قَضِيَّة -এর প্রকারদ্বয় কি কি?

উঃ شَرْطِيَّة ও حَمْلِيَّة

২১৩. প্রঃ سُوْر কাকে বলে?

উঃ যে শব্দটি قَضِيَّة حَمْلِيَّة -এর مَوْضُوْع -এর اَفْرَاد -এর পরিমাণ নির্দেশকারী হয়।

২১৪. প্রঃ مُوْجِبَة جُزْئِيَّة -এর سُوْر কি?

উঃ وَاحِد ও بَعْض

২১৫. প্রঃ قَضِيَّة مُسَوَّرَة -এর একটি উদাহরণ পেশ কর।

উঃ كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ

২১৬. প্রঃ سَالِبَة جُزْئِيَّة -এর سُوْر কি?

উঃ بَعْضُ لَيْسَ ও لَيْسَ بَعْضُ، لَيْسَ كُل

২১৭. প্রঃ গ্রন্থকার اَلْاِنْسَانُ لَفِىْ خُسْرٍ কিসের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন?

উঃ قَضِيَّة مُهْمَلَة -এর উদাহরণ।

২১৮. প্রঃ قَضِيَّة مُهْمَلَة -এর উদাহরণ।

উঃ مَحْمُوْل বা مَوْضُوْع যদি حَرْف سَلْب -এর অংশ হয় অথবা উভয়টি অংশ হয়।

২১৯. প্রঃ مُمْكِنَة عَامَّة কাকে বলে?

উঃ যাতে বিপরীত দিক হতে আবশ্যিকতা প্রত্যাহার করার সাথে হুকুম প্রদত্ত হয়।

২২০. প্রঃ قِيَاس اِقْتِرَانِى কত প্রকার?

উঃ দু'প্রকার।

২২১. প্রঃ قِيَاس اِقْتِرَانِى -এর প্রকারদ্বয় কি কি?

উঃ شَرْطِى ও حَمْلِى

২২২. প্রঃ شَكْل ثَالِث কাকে বলে?

উঃ যার মধ্যে صُغْرٰى ও كُبْرٰى উভয়টিতে مَوْضُوْع টি حَدّ اَوْسَط হয়।

২২৩. প্রঃ যদি সকল جُزْئِيَّات দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করে সকল جُزْئِيَّات -এর ওপর হুকুম দেয়া হবে তবে তাকে কি বলে?

উঃ اِسْتِقْرَائِے تَام

২২৪. প্রঃ اِسْتِقْرَاء -এর শাব্দিক অর্থ কি?

উঃ অনুসন্ধান।

২২৫. প্রঃ যদি অধিকাংশ جُزْئِيَّات দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করত সকল جُزْئِيَّات একই হুকুম দেয়, তবে তার নাম কি?

উঃ اِسْتِقْرَائِے نَاقِص

২২৬. প্রঃ اِسْتِقْرَائِے نَاقِص নিশ্চয়তার উপকারিতা প্রদান করতে পারে কি না?

উঃ না।

২২৭. প্রঃ اِسْتِقْرَائِے نَاقِص -এর একটি উদাহরণ দাও।

উঃ كُلُّ حَيَوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَضْغِ

২২৮. প্রঃ দুই جُزْئِى-এর একটি দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করে অন্যটির ওপর হুকুম দেয়া হলে তার নাম কি?

উঃ تَمْثِيْل

২২৯. প্রঃ بُرْهَان কত প্রকার?

উঃ দু'প্রকার।

২৩০. প্রঃ فُقَهَاء كِرَام -এর পরিভাষায় تَمْثِيل -কে কি বলা হয়?

উঃ قِيَاس

২৩১. প্রঃ بُرْهَان -এর প্রকারদ্বয় উল্লেখ কর।

উঃ ১. لِمِّى ২. اِنِّى

২৩২. প্রঃ যে بُرْهَان এ - حَدّ اَوْسَط টি নিসবতের জন্য ذِهْن এবং خَارِج উভয় স্থানে عِلَّة হয় তাকে কি বলে?

উঃ بُرْهَان لِمِّى

২৩৩. প্রঃ ইলমে মানতিকের غَرْض কি?

উঃ صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطَأِ فِى الْفِكْرِ

২৩৪. প্রঃ যে بُرْهَان এ-حَدّ اَوْسَط টি نِسْبَت -এর জন্য শুধু ذِهْن -এর কারণ হয় তার নাম কি?

উঃ بُرْهَان اِنِّى

২৩৫. প্রঃ اَلْمَنْطِقُ مِعْيَارُ الْعِلْمِ উক্তিটি কার?

উঃ ইমাম তাহাবী (রহঃ)-এর।

২৩৬. প্রঃ تَصْدِيق -এর প্রকারদ্বয় লিখ।

উঃ ১. تَصْدِيق بَدِيْهِى ২. تَصْدِيق نَظَرِى

২৩৭. প্রঃ تَصَوُّر কত প্রকার?

উঃ দু'প্রকার।

২৩৮. প্রঃ دَال হিসেবে دَلَالَت কত প্রকার?

উঃ দু'প্রকার।

২৩৯. প্রঃ ১. مُطَابِقِى ২. تَضَمُّنِى ৩. اِلْتِزَامِى দালালাত এগুলো কি وَضْعِيَّة لَفْظِيَّة -এর প্রকার?

উঃ হাঁ।

২৪০. প্রঃ دَلَالَت لَفْظِيَّة কত প্রকার?

উঃ তিন প্রকার।

২৪১. প্রঃ بُرْهَان শব্দের অর্থ কি?

উঃ দলিল।

২৪২. প্রঃ بُرْهَان اِنِّى -এর উদাহরণ দাও।

উঃ هٰذَا مَحْمُوْمٌ وَكُلُّ مَحْمُوْمٍ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ فَهٰذَا مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ

২৪৩. প্রঃ بُرْهَان اِنِّى কাকে বলে?

উঃ যে দলিলের মধ্যে حَدّ اَوْسَط শুধুমাত্র অন্তরে نِسْبَت -এর জন্য ইল্লাত হয়।

২৪৪. প্রঃ تَصَوُّر -এর প্রকারদ্বয় কি কি?

উঃ تَصَوُّر نَظَرِى ও تَصَوُّر بَدِيْهِى

২৪৫. প্রঃ যে تَصَوُّر -কে বুঝতে গভীর চিন্তার প্রয়োজন হয় তাকে কি বলে?

উঃ تَصَوُّر نَظَرِى

২৪৬. প্রঃ تَصَوُّر بَدِيْهِى কাকে বলে?

উঃ যা বুঝতে গভীর চিন্তার প্রয়োজন হয় না।

২৪৭. প্রঃ دَال হিসেবে دَلَالَت -এর প্রকারদ্বয় বর্ণনা কর।

উঃ دَلَالَت لَفْظِيَّة ও دَلَالَت غَيْر لَفْظِيَّة

২৪৮. প্রঃ تَالِى ও مُقَدَّم এগুলো কি?

উঃ جُمْلَة شَرْطِيَّة-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের নাম।

২৪৯. প্রঃ تَالِى ও مُقَدَّم এগুলো কি?

উঃ جُمْلَة شَرْطِيَّة -এর প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের নাম।

২৫০. প্রঃ دَلَالَت غَيْر لَفْظِيَّة কত প্রকার?

উঃ তিন প্রকার।

॥সমাপ্ত॥

WWW.AYUSUF.COM